প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি.এস্-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

চতুর্থ সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

মুদ্রাকর—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬, চাল্‌তাবাগান লেন, কলিকাতা—

নাট্য জগতে মৌখিক শ্রদ্ধা, সৌজন্য যা পেয়েছি—তাকে বলা যায় বৈঠকখানা সাজাবার দামী ফার্ণিচার ; মনের মণি-কোঠায় তার স্থান সঙ্কুলান হয় না। মর্ম্মলোকের মর্ম্ম-মধু জুগিয়েছেন যাঁরা—স্নেহ দিয়েছেন, প্রীতি দিয়েছেন, অনাড়ম্বর ভালবাসা দিয়েছেন যাঁরা···তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। সেই অল্প ক'জনার মধ্যে যিনি অন্যতম—আমার এ নাটক অর্পণ করলুম সেই বন্ধুবৎসল, নাট্য-রসিক শ্রীযুত যশোদা নারায়ণ ঘোষের করকমলে।

শিখ-ইতিহাসের কোনো ঘটনা অবলম্বনে নাট্যরচনা এবং তার অভিনয় বাংলা দেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ এই প্রথম। এবং প্রথম বলিয়াই অতর্কিত ভাবে ইহার অভিনয় কালে নানাদিক হইতে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। ষ্টার থিয়েটারের সত্বাধিকারী শ্রীযুত সলিলকুমার মিত্র, অধ্যক্ষ শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র এবং তদানীন্তন পরিচালক শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের দুর্দ্দমনীয় প্রচেষ্টা ও অজস্র অর্থ ব্যয়ের ফলেই পাঞ্জাব-কেশরীর এই জীবন-নাট্য প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা সম্ভবপর হইয়াছিল। বাধা না থাকিলে এই সঙ্গে শিখ-সম্প্রদায়ের কয়েকজন মনস্বী ব্যক্তিরও নামোল্লেখ করিতাম—যাঁহারা অভিনয়ে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই নাটক শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের পরিচালনাধীনে ষ্টারে প্রথম অভিনীত হয় শনিবার, ১০ জুলাই—১৯৪০ সালে। ইহার অসামান্য মঞ্চ-সাফল্য ও জনপ্রিয়তার জন্য ১৯৪৩ সালের ১৪ই আগষ্ট—বৃহস্পতিবার ষ্টারে ইহার পুনরাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। নবপর্য্যায়ে রণজিৎসিংহের এই দ্বিতীয় অভিনয় হয় আমার নিজস্ব পরিচালনায়। এ সময়ে আমি নাটকখানিকে যে ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলাম—রণজিৎসিংহের এই দ্বিতীয় সংস্করণ ঠিক সেইরূপেই মুদ্রিত হইল।

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষগণ

রণজিৎসিংহ	...	শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী
খড়্গসিংহ	...	শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়
নওনিহাল সিংহ	...	শ্রীমতী শেফালী (ছোট)
দলীপ সিংহ	...	শ্রীমতী শান্তি
মোকামচাঁদ	...	শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ (২নং)
কর্ণেল ভেঞ্চুরা	...	শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
ক্যাপ্টেন্ ওয়েড্	...	শ্রীউমাপদ বসু
কাণ সিংহ	...	শ্রীরণজিৎ রায়
সাহেব সিংহ	...	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত
চৈৎসিংহ	...	শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শাহস্‌জা	...	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
আবুতোরাব	...	শ্রীবাণী মুখোপাধ্যায়
গোলাপ সিংহ	...	শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
শিখ নাগরিকগণ,	...	রতন সেন, বিষ্ণু সেন,
সৈনিক, প্রহরী	...	প্রসাদ বিশ্বাস, নলিন বাগ, অনিল রায়, গোষ্ঠ ঘোষাল, অনন্ত, সুবোধ ভট্টাচার্য্য, কেষ্টদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ বাকচী, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, রবি চক্রবর্ত্তী, মণি চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ চৌধুরী।
প্রাচ্য-নৃত্যে		দিব্যেন্দু কুমার।

স্ত্রীগণ

রাজ কৌড়	...	শ্রীমতী নিভাননী
ঝিন্দন কৌড়	...	... " লাইট
চাঁদ কৌড়	...	" দুর্গারাণী
মোহরা বাঈজী	...	... " রাজলক্ষ্মী।

সখীবৃন্দ—তারকবালা, সরসীবালা, দুনিয়াবালা, লীলাবতী, আশালতা, ইরা, হাসি, বীণা (৩ জনা), শান্তি (২ জনা), সত্য ২নং, রাণী, পারুল, রবি, কমলা।

সংগঠনকারীগণ

সত্বাধিকারী	...	শ্রীসলিলকুমার মিত্র, বি. কম্
অধ্যক্ষ	...	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র
প্রয়োগশিল্পী	...	শ্রীকালীপ্রাসাদ ঘোষ, বি. এস্-সি
সুরশিল্পী	...	সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র
নৃত্যশিল্পী	...	নৃত্যাচার্য্য সাতকড়ি গাঙ্গুলী
মঞ্চশিল্পী	...	শ্রীপরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক	...	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
স্মারক	...	শ্রীসুকুমার কাঞ্জীলাল
রূপসজ্জাকর	...	শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী
যন্ত্রীসঙ্ঘ	...	বিদ্যাভূষণ পাল, কালিদাস ভট্ট, মথুরামোহন শেঠ, ললিতমোহন বসাক, বনবিহারী পান, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়।

চরিত্র পরিচয়

রণজিৎ সিংহ	...	শিখ-নায়ক
খড়্গসিংহ	...	ঐ পুত্র
দলীপ সিংহ	...	ঐ পুত্র
নওনিহাল সিংহ	...	খড়্গসিংহের পুত্র
চৈৎসিংহ	...	খড়্গসিংহের পারিষদ
মোকামচাঁদ	...	রণজিতের সেনাপতি
কর্ণেল ভেঞ্চুরা	...	ঐ ফরাসী সেনাপতি
ক্যাপ্টেন্ ওয়েড্	...	বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট
কাণ সিংহ	...	ভাঙ্গীমিছিলের নেতা
সাহেব সিংহ	...	মুকিয়া মিছিলের নেতা
গোলাপ সিংহ	...	কাণসিংহের ভ্রাতা
শাহসুজা	...	আফগানীস্থানের রাজ্যচ্যুত আমীর
আবুতোরাব	...	ঐ কোষাগার রক্ষী
রাজ কৌড়	...	রণজিতের মাতা
ঝিন্দন কৌড়	...	ঐ পত্নী
চাঁদ কৌড়	...	খড়্গসিংহের পত্নী
মোহরা	...	বাঈজী

পাঞ্জাব-কেশরী
রণজিৎ সিংহ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লাহোর দরবার

[সর্দ্দারগণ নির্দ্দিষ্ট আসন সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন করিতেছিলেন ; সমবেত শিখ নর-নারীর জাতীয় সঙ্গীত।]

গীত

ওয়া গুরুজিকী ফতে, ওয়া গুরুজিকী ফতে
ওয়া গুরুজিকী ফতে!
হে প্রভু, আশীষ দাও জাতির যাত্রা পথে।
মুক্ত কৃপাণ অতি খরসান অসি বাজে ঝন ঝন,
সঘনে গরজে পাঞ্জাবী শিখ 'অলখ নিরঞ্জন।'
পঞ্চ নদের দৃপ্ত সিংহ জাগে,
সুপ্ত জনের দুন্দুভি নাদে ডাকে,
নবারুণ হাসে মৃত্যু-নদীর বাঁকে
কনক-কিরণ-রথে!

গীত শেষে সকলে সমবেত কণ্ঠে মেঘমন্দ্র ধ্বনি করিয়া উঠিল—

ওয়া গুরুজিকী ফতে ওয়া গুরুজিকী ফতে
ওয়া গুরুজিকী ফতে !

(রণজিৎসিংহের প্রবেশ ও সিংহাসনে উপবেশন)

রণ। ভাই সব, লাহোরে আজ আমার প্রথম দরবার। দরবারের সূচনায় একটী কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আপনারা এ দরবারে ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে সম্মান দেখাবার জন্যে আমন্ত্রিত হন নি! আমি মুক্তিকামী শিখ জাতির প্রতিনিধিরূপে আপনাদের আহ্বান করেছি। সুতরাং এখানে সমবেত হ'য়ে আজকে সম্মান দিচ্ছি আমরা একতাবদ্ধ শিখ জাতিকে, অভিবাদন কচ্ছি আমরা শিখের জাগ্রত জীবন-শক্তিকে।

সকলে। জয় জাগ্রত শিখ—জয় জাগ্রত শিখ !—

রণ। ভাই সব, বিরাট কর্ত্তব্য আজ আমাদের সম্মুখে। দুর্দ্ধর্ষ আফগানরাজ আমেদ আবদালী সমগ্র পাঞ্জাবের স্বাধীনতা হরণ করেছিল। বহুকাল পরে সেই বিরাট পঞ্চনদের একাংশ এই লাহোরে আমরা স্বাধীনতার দীপ-বর্ত্তিকা জ্বালাতে পেরেছি। এই আলোকে আমাদের ভবিষ্যজীবনের গতি পথ আলোকিত করতে হবে। আমাদের যাত্রা-পথে প্রধান বাধা—একদিকে সিন্ধিয়া পরিচালিত দুর্দ্ধর্ষ মারাঠা বাহিনী, একদিকে ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান ইংরাজ শক্তি, আর একদিকে রাজ্যলোলুপ দুরন্ত আফগান জাতি। আমাদের বাঁচতে হ'লে—এই তিনটী প্রধান শক্তির প্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে !—

মোকামচাঁদ। আমরা যুদ্ধ করব। মহারাজ রণজিৎসিংহের নায়কত্বে বহুকালের পরাধীনতা থেকে যদি আমরা মুক্তি পেয়েছি—সে মুক্তির ঐশ্বর্য্যকে আমরা পথের ধূলায় লুটাতে দেব না। প্রয়োজন হ'লে আমরা ইংরেজ, মারাঠা, আফগান, সবার সঙ্গে লড়ব !—

সকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাইরের কোন শত্রুকে আমরা পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে দেব না।

রণ। কিন্তু সেই বাইরের শত্রুদের জয় করতে হ'লে আগে চাই ঘরের শত্রুকে বশ করা!

মোকাম। ঘরের শত্রু?

রণ। শিখের ঘরের শত্রু তার শতধা-বিচ্ছিন্ন সমাজ, শিখের পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায়! আমাদের জন্মভূমি এই পাঞ্জাব প্রদেশ যেমন ক'রে পাঁচটী খরস্রোতা নদী-প্রবাহকে বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়ে ধরে আছে, তেমনি ক'রে সবল বাহু দিয়ে বেষ্টন ক'রে ধরতে হবে শিখের বিভিন্ন মিছিলকে—গতি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে তার একই লক্ষ্য পানে—সে লক্ষ্যের নাম স্বাধীনতা। সেই উদ্দেশ্যেই আমি বিভিন্ন শিখ মিছিলের নেতাকে এই দরবারে আহ্বান করেছি। যাঁরা এ দরবারে উপস্থিত হননি আজ হ'তে তাঁদের মানবো আমরা শিখের জাতীয় জীবনের পরম শত্রু ব'লে।

সকলে। নিশ্চয়—নিশ্চয়—

রণ। দেওয়ান মোকামচাঁদ!

মোকাম। মহারাজ!

রণ। দরবারে সমস্ত ঈপ্সিত ব্যক্তি উপস্থিত?

মোকাম। হাঁ—কেবল নুকিয়া মিছিলের নেতা কাণসিংহ এবং ভাঙ্গী মিছিলের সর্দ্দার সাহেবসিংহ উপস্থিত না হ'য়ে দূত প্রেরণ করেছেন।

রণ। হুঁ, দূতের বক্তব্য পরে শুনব, কিন্তু আর সকল আমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত? সকল শিখ সর্দ্দার? আমার প্রত্যেক আমন্ত্রিত রাজকর্ম্মচারী?

মোকাম। সকলে। কেবল—

রণ। কেবল ?

মোকাম। যুবরাজ খড়্গাসিংহ এখনও উপস্থিত হন নি।

রণ। যুবরাজ খড়্গাসিংহ কি জ্ঞাত নন যে আজ লাহোরে এই দরবারে সমস্ত রাজভৃত্যকে উপস্থিত থাকতে হবে ?

মোকাম। তাঁকে আমি মহারাজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছি, কিন্তু যুবরাজ হয়ত ভেবেছেন তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন হবে না !

রণ। কেন ? যুবরাজ কি রাজভৃত্য নন ? তিনি কি আমার অর্থে উদরপুর্ত্তি করেন না ? পুত্র ব'লে রণজিৎসিংহ তাঁর প্রতি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করবে এই কি তিনি প্রত্যাশা করেন ? কে হ্যায় ?—

(প্রহরীর প্রবেশ)

রণ। যুবরাজ খড়্গাসিংহ !—যদি আসতে ইতস্ততঃ করে—অপদার্থকে শৃঙ্খল পরিয়ে এই দরবারে হাজির করবে !—

মোকাম। দোহাই মহারাজ, যুবরাজ খড়্গাসিংহ তরলমতি যুবা, তার অপরাধ মার্জ্জনীয়।

রণ। না—না, আমি কোন কথা শুনতে চাই না মোকামচাঁদ। যুবরাজকে এই দরবারে হাজির হ'তে হবে—এই সর্দ্দারবর্গের কাছে তাঁর আচরণের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।—

(নওনিহাল সিংহের প্রবেশ)

নওনিহাল। যুবরাজের আচরণের কৈফিয়ৎ দিতে আমি উপস্থিত হয়েছি মহারাজ !

রণ। একি ! নওনিহাল সিংহ ?

নও। হ্যাঁ মহারাজ, আমি আমার পিতা যুবরাজ খড়্গাসিংহের প্রতিনিধি-রূপে এই দরবারে উপস্থিত থেকে শিখ জাতির ভাগ্যনিয়ন্তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ! আমার অভিনন্দনে কি আপনি তৃপ্ত নন

মহারাজ! প্রতিনিধিরূপে আমাকে উপস্থিত দেখেও কি আমার পিতার প্রতি আপনার ক্রোধের উপশম হবে না?

রণ। নওনিহাল সিংহ, তুমি বালক! শিখের ভাগ্য গগনে বিরাট বিপ্লবের ঝড় ঘনায়মান। এ সময় যুবরাজের প্রতিনিধিত্ব কতখানি গুরুতর সে তুমি জান নওনিহাল সিংহ? রণ-দামামা নির্ঘোষে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে নিরুদ্ধশ্বাসে দণ্ডায়মান এই শিখ জাতির কর্ণে কোন্ মন্ত্র উচ্চারণ কর্ত্তে হবে জান তুমি বালক? তা যদি জান, তবে এ প্রতিনিধিত্বের দাবী আছে তোমার! ক্ষমা করব তাহ'লে তোমার পিতার গুরু অপরাধ! আর না জান যদি সে মন্ত্র—

নও। জানি মহারাজ! বালক হ'লেও আমি রণজিৎসিংহের পৌত্র, আমি জানি সে পবিত্র মন্ত্র!—

রণ। কি সে মন্ত্র?

নও। সে মন্ত্র হ'ল—গুরু গোবিন্দসিংহের শিষ্য শিখ জাতি যুদ্ধকে ভয় করে না; এক এক জনে তারা সওয়া লক্ষ শত্রুর উপর সিংহ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। "সওয়া লাখ পর এক চঁড়াউ, যব গুরু গোবিন্দ নাম শুনাউ।"

রণ। চমৎকার! বালক, এ মন্ত্র তুমি কোথায় পেলে?

নও। পেয়েছি আমার দেশের মাটীতে, পেয়েছি আমার মাতৃস্তন্যে, পেয়েছি আমার দেহের উচ্ছ্বসিত শোণিত ধারায়।

রণ। হাঁ হাঁ, বালক নওনিহাল সিংহ, তুমিই যুবরাজের প্রতিনিধিত্বের যোগ্য অধিকারী! খড়্গসিংহ অপদার্থ হ'লেও এমন পুত্ররত্নকে সে জন্মদান করেছে, তাই তার সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করলাম। এস শিখবীর, দরবারে তোমার যোগ্য আসন গ্রহণ কর।

(নওনিহাল সিংহকে আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন)

দেওয়ান মোকামচাঁদ এইবার দরবারে কাণসিংহ ও সাহেবসিংহের প্রতিনিধিকে আনয়ন কর !

(মোকামচাঁদের প্রস্থান ও গোলাপসিংহকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

গোলাপ। মুকিয়া মিছিলের নেতা কাণসিংহ বাহাদুর এবং ভাঙ্গী মিছিলের নেতা সাহেবসিংহ বাহাদুরের প্রতিনিধিরূপে আমি মহারাজ রণজিৎসিংহকে অভিবাদন কচ্ছি !

রণ। দূতের পরিচয় ?

গোলাপ। আমি কাণসিংহের ভ্রাতা গোলাপসিংহ।

রণ। তাঁরা দরবারে হাজির না হ'য়ে তোমাকে প্রেরণ করলেন কেন ?

গোলাপ। তাঁরা উভয়েই অসুস্থ মহারাজ !

রণ। ওঃ ! আজকাল তাঁরা উভয়েই একসঙ্গে অসুস্থ হচ্ছেন তাহ'লে ? অসুস্থতা দৈহিক না মানসিক ?

গোলাপ। মহারাজ !—

রণ। সংবাদ পেলাম কাণসিংহ নাকি এখন ভাঙ্গী মিছিলের নেতা সাহেবসিংহের আমন্ত্রণে অমৃতসরে অবস্থান কচ্ছেন ? সংবাদ সত্য ?

গোলাপ। হাঁ সত্য !—

রণ। অমৃতসরে বাঈজির নৃত্যগীত ও সুরা-সম্ভোগে অসুস্থতা বোধ করলেন না—যত অসুস্থতা তাঁর লাহোর দরবারে সম্মিলিত শিখ জাতির সম্মুখে উপস্থিত থাকতে ! কেমন না ? তাঁর এ হীন আচরণের কৈফিয়ৎ দেবে কে ?

গোলাপ। কৈফিয়ৎ ! মহারাজ যখন সকল সংবাদই সংগ্রহ করেছেন, তখন আমাদেরও বাক্‌চাতুরী বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। আমি অকপট সত্য কথাই ব্যক্ত করব। শুনুন মহারাজ, প্রবলপ্রতাপ কাণসিংহ

কিংবা সাহেবসিংহ বাহাদুর তাঁদের আচরণের জন্যে কারু কাছে কৈফিয়ৎ দেবার অপেক্ষা রাখেন না !—

নও। স্পর্দ্ধিত দূত !

রণ। (ইঙ্গিতে নও নিহালকে নিরস্ত করিয়া) উত্তম ! শোন দূত তোমার প্রভুদের আমি স্থকিয়া মিছিলের এবং ভাঙ্গী মিছিলের নেতারূপেই স্বাধীন স্বতন্ত্র মত ব্যক্ত করবার জন্যে আমন্ত্রণ করেছিলাম এই দরবারে। সে ভাবে উপস্থিত থাকতে তাঁরা যখন প্রস্তুত নন, তখন তাঁদের আমার আদেশ জানাবে—এই লাহোর দরবারে শিখ সর্দ্দারদের সেবা করবার জন্যে দুইজন আজ্ঞাবহ ভৃত্যের প্রয়োজন এবং সেই ভৃত্যরূপে নির্ব্বাচিত করেছি আমরা কাণসিংহকে ও সাহেবসিংহকে। আজ হ'তে সপ্তাহকাল মধ্যে তাঁদের উভয়কে আমাদের ভৃত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য লাহোরে উপস্থিত হ'তে হবে—এই আমাদের আদেশ !—

গোলাপ। মহারাজ !—

রণ। যাও দূত, আর দ্বিরুক্তি নয়। কিছু বলবার থাকে সে শুনব আমরা—কাণসিংহ ও সাহেবসিংহ যখন অবনত মস্তকে এই দরবারকে অভিবাদন করতে উপস্থিত হবে—তাদেরি মুখে। তুমি ভৃত্যের ভৃত্য—তোমার মুখে নয় ; যাও। হ্যাঁ, আর এক কথা ; আমেদ আবদালীর বিখ্যাত জম্‌জমা কামান লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশস্বরূপ প্রাপ্ত হন আমারি পিতামহ ছত্রসিংহ ! সে কামান এখন সাহেবসিংহের অধিকারে। সাহেবসিংহকে আমি পত্র প্রেরণ করেছিলাম—সেই কামানটি প্রত্যর্পণ করবার জন্যে। পত্রের কোন উত্তর এনেছ তুমি ?

গোলাপ। কি উত্তর দেবেন সাহেবসিংহ ! জম্‌জমা কামান চান আপনি !

রণ। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিগ্বিজয়ী আমেদ আবদালীর জম্‌জমা কামানে ভবিষ্যকালের দিগ্বিজয়ী রণজিৎসিংহেরই অধিকার !—

গোলাপ। কিন্তু সাহেবসিংহ বলেছেন, সে কামান তিনি কিছুতেই হস্তচ্যুত করতে পারবেন না!

রণ। সে কামান কিছুতেই রণজিৎসিংহেরও হস্তভ্রষ্ট হ'তে পারবে না!—

গোলাপ। সাহেবসিংহের প্রতিজ্ঞা—প্রয়োজন হয় সাহেবসিংহ প্রাণ দেবেন—অমৃতসর ধ্বংস হ'তে দেখ্‌বেন—তবু জম্‌জমা কামান ছাড়বেন না।

রণ। তা হ'লে এই প্রকাশ্য দরবারে সর্দ্দারমণ্ডলীকে সাক্ষ্য রেখে রণজিৎসিংহেরও প্রতিজ্ঞা—প্রয়োজন হয় সাহেবসিংহের প্রাণ নেব—অমৃতসর ধ্বংস ক'রব—তবু দিগ্বিজয়ী আমেদ আবদালীর বিজয়চিহ্ন সেই জম্‌জমা কামান আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লাহোর—রাজ অন্তঃপুর

(চৈৎসিংহ ও খড়্গসিংহের প্রবেশ)

চৈৎ। শুনেছেন যুবরাজ, আপনি লাহোর দরবারে উপস্থিত হননি ব'লে আপনার পিতা মহারাজ রণজিৎসিংহ দরবার ভর্ত্তি শিখ নেতাদের সামনে আপনাকে অপদার্থ বলেছেন।

খড়্গ। তাতে চট্‌বার কি আছে বন্ধু চৈৎসিংহ! পর্ব্বত যখন মূষিক প্রসব করতে পারে, তখন মহারাজ রণজিৎসিংহের পুত্রও যে একটী মূর্ত্তিমান্ অপদার্থ হ'য়ে জন্ম নেবে এতো স্বাভাবিক হে—

চৈৎ। স্বাভাবিক!

খড়্গ। হুঁ, নিশ্চয়! জগতের সব মহাপুরুষদের বংশতালিকা খতিয়ে দেখ—দেখবে বার আনি মহাপুরুষের ছেলেই আমার মত একেবারে ষোল আনি খাদ ছাড়া সোনার বাস্তুঘুঘু!

চৈৎ। ব্যাপারের গুরুত্বটা একবার ভেবে দেখুন। আপনার প্রতি মহারাজের এই অবজ্ঞা—এই আপনাকে নিয়ে পাঁচজনার সামনে ঠাট্টা-তামাসা, এর মানেটা কি আপনি উপলব্ধি কর্চ্ছেন ?

খড়্গ। বুঝিয়ে বল—

চৈৎ। লাহোর গদি—মহারাজ রণজিতের অবর্ত্তমানে—ওই লাহোর গদি—আপনি যদি পাঁচজনের ঠাট্টা-তামাসার পাত্র হন—তবে কি ও গদিতে বসতে পাবেন কোন দিন ? ও গদিতে বসবে নও নিহালসিংহ !

খড়্গ। সে তো আমার ছেলে—

চৈৎ। ছেলে ! আর যদি বসে ওই পাঁচ বছরের শিশু দলীপসিংহ !

খড়্গ। সে তো আমার ভাই !

চৈৎ। দলীপসিংহ আপনার বিমাতা ঝিন্দন কৌড়ের পুত্র—

খড়্গ। আরে মূর্খ, বিমাতা হ'লেও—তিনি তো আমার মা।

চৈৎ। বিমাতা ও মা—এক ?

খড়্গ। সোজা বুদ্ধিতে ভাব ; কোনো মাতার ভিতর কখনও বিমাতাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিমাতার ভেতর মাতাকে চেষ্টা করলেই খুঁজে পাওয়া যায় ! বিমাতার বি শব্দটাকে বিয়োগ দাও—তবেই সোজা বিয়োগফলরূপে দেখা দেবেন মাতা। দস্তুর মত আঁক কষে প্রমাণ করেছি, অস্বীকার করবার উপায় নেই !

চৈৎ। আপনি তাহ'লে ঐ আনন্দেই থাকুন—আমি মোহরা বাঈজিকে খবর দিইগে—যুবরাজ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নারাজ—

খড়্গ। অ্যাঁ, মোহরা বাঈজি ! সে কি হে ! তাঁর কোনো খবর আছে নাকি ?

চৈৎ। তার খবর শোনে কে ?

খড়্গ। আরে মুর্খ, এতক্ষণ বলতে হয়। সুন্দরী মোহরা ! বসরাই

গোলাপের আধো বিকশিত পাপড়ির আতপ্ত অরুণিমা মাথানো সেই নিটোল যৌবন সুষমা! পলকের দেখা আমাদের অমৃতসরের হ্রদ তীরে; তার সেই এক লহমার স্মৃতি সে যেন আমার মনের হাল্কা রেশমী রুমালে আতরের মাতাল গন্ধ ঢেলে গেছে। যতই স্মৃতি নিয়ে নাড়া-চাড়া করি ততই তার অঙ্গ-গন্ধ যেন ছন্দে ছন্দে গেয়ে উঠে—"পিয়া পিউ কাঁহা পিয়া"?

চৈৎ। সেই পিয়া অমৃতসরে—আপনার জন্যে মালা হাতে নিয়ে—

খড়্গা। অ্যাঁ, বল কি—আমার জন্যে মালা হাতে নিয়ে! না, তুমি রহস্য কচ্ছ বন্ধু!

চৈৎ। রহস্য! এই দেখুন—এই দেখুন তবে পত্র—

(জেনারেল ভেঞ্চুরার প্রবেশ)

ভেঞ্চুরা। ব্যস্—Stop there you Chaitsingh!

চৈৎ। ওরে বাবা, জেনারেল ভেঞ্চুরা!

ভেঞ্চুরা। Give me the letter—দেও চিঠ্‌ঠি হামকো দেও।

খড়্গা। আহা থামো না সাহেব,—চিরকাল বন্দুক কামান ছুঁড়ে হাতে শক্ত কড়া ফেলেছ; ও নরম হাতের গোলাপী চিঠি তোমায় মানাবে কেন? দাও তো বন্ধু, কি লিখেছে মোহরা—

ভেঞ্চুরা। No, stop Chaitsingh! Your Royal Highness, excuse me for my behaviour. হামি ও চিঠি দাখিল করবে to His Majesty মহারাজ রণজিৎসিংহ!—

খড়্গা। কি বেরসিক তুমি সাহেব—আমার প্রিয়ার চিঠি তুমি আমার বাবার হাতে তুলে দেবে?

ভেঞ্চুরা। কিস্‌কা চিঠ্‌ঠি—

চৈৎ। খারাপ কিছু নয় সাহেব। যুবরাজকো পিয়ারাকা চিঠি এইটা হইতা

হ্যায়। এর মধ্যে রাজনীতিকা গন্ধ টন্ধ কুছ নেহি হ্যায়। এতে আছে কেবল—

খড়্গ। ভুরভুরে আতরের গন্ধ……পিঠ বেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া নীলারিত বেণীলতার গন্ধ,—দাও না বন্ধু !

ভেঙ্কুরা। লেকেন—নেহি যুবরাজ—ও চিঠ্‌ঠি হাম আভি দেনে নেহি শেকেগা। হামারা পাত্তা মিল গিয়া—অমৃতসরসে একঠো চিঠঠি আয়া। সাহেবসিংহ of Amritsar is revolting against us…war is imminent. অমৃতসরকা কোই চিঠি হাম নেহি ছোড়েগা ! First of all the letter must be presented before His Majesty রণজিৎসিংহ ! দেও ভেইয়া,—চিঠ্‌ঠি দেও।

চৈৎ। যুবরাজ—

ভেঙ্কুরা। চিঠ্‌ঠি দেও—

চৈৎ। যুবরাজ—-

খড়্গ। জেনারেল ভেঙ্কুরা, শুনছ আমি যুবরাজ।

ভেঙ্কুরা। I know that Your Royal Highness (অভিবাদন) —But am duty-bound.

খড়্গ। তবে আর কি হবে ! সাহেব যখন নাছোড়বান্দা…তখন দাও চিঠি ওরই হাতে !

চৈৎ। ওরই হাতে—সর্ব্বনাশ !

খড়্গ। সর্ব্বনাশটা কিসের হে ! প্রিয়ার হাতের প্রথম চিঠি ফস্কে গেল—তা ব'লে প্রিয়ার হাত ছখানি তো ফস্কাল না। চল বন্ধু, চিঠি ফেলে আমরা চিঠির রচয়িত্রীর হাতে হাত মিলাইগে।

চৈৎ। কিন্তু তা ব'লে—এ চিঠি—এ চিঠি সায়েবের হাতে ! ঐ যা, কি ভুল, কি ভুল আমার দেখ দিকিনি সায়েব ! অমৃতসরের সাহেবসিংহ

আমাদের সঙ্গে শত্রুতা কচ্ছে—তাই নয়! অমৃতসর থেকে যত চিঠি আসবে তার সব আগে তো মহারাজকেই জমা দিতে হবে! কি ভুল! আমি ভাবছিলাম যুবরাজের চিঠির সম্বন্ধে বুঝি অন্য ব্যবস্থা! আরে তা কি হয়! ধর্ম্মাবতার মহারাজ রণজিৎসিংহের রাজ্যে মুড়ি মিছরী সব যে এক দাম। চিঠি মহারাজকেই দিতে হবে! যুবরাজ, তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না। আমি মহারাজকে চিঠিখানি একবার দেখিয়ে আসচি, তুমি এগোয়—আমি চিঠি নিয়ে গেলাম আর এখুনি ছুটে এলাম ব'লে!— (প্রস্থানোদ্যত)

ভেঞ্চুরা। Halt you villain (ফাঁকা আওয়াজ)

চৈৎ। ওরে বাবা (পতন ও চিঠি ভেঞ্চুরার গ্রহণ)

খড়্গ। কেন পীরের কাছে মামদোবাজী করতে যাও বন্ধু! ফাঁকা আওয়াজেই কুপোকাৎ, ফিরিঙ্গীর বাচ্চা যে রক্তপাত করেনি…এই মোহরার সতীত্বের জোর! চলে এসো—সোজা অমৃতসর—

(উভয়ের প্রস্থান। ভেঞ্চুরা প্রস্থানোদ্যত—বৃদ্ধা রাজকৌড়ের প্রবেশ)

রাজ। খড়্গসিংহ!

ভেঞ্চুরা। He is not here mother,—ম্যয় পছান্তা Prince Kharga Singh অমৃতসরমে start কিয়া?—

রাজ। অমৃতসর! সেখানে যাবে কেন?

ভেঞ্চুরা। নেহি জান্তা mother,—একঠো চিঠ্‌ঠি আয়া অমৃতসরসে ; ও হামি আট্‌কায়েছে। ঐ লিয়ে Prince গোস্‌সা হো গিয়া। Just now he has started for Amritsar with that naughty Chaitsingh.

রাজ। চিঠি আটক করেছ ব'লে রাগ হয়েছে? কেন? কিসের চিঠি? আটকালে কেন?

ভেঙ্কুরা। Of course for political reasons. চিঠ্ঠি হামি মহারাজ রণজিৎসিংহকো বরাবর দাখিল করিবে।—

রাজ। তাই তো! চিঠি আটকালে ব'লে রাগ ক'রে সোজা অমৃতসর! সেনাপতি, চিঠিখানা একবার আমার হাতে দেবে?

ভেঙ্কুরা। Of course mother,—I am the servant of the king and you are his mother.

(ভেঙ্কুরার পত্রদান ও রাজকৌড়ের পত্রপাঠ)

রাজ। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

ভেঙ্কুরা। Mother.

রাজ। সাহেব, এ চিঠি খড়্গসিংহ পড়েছে?

ভেঙ্কুরা। No—

রাজ। যাক্ তবু রক্ষা! কিন্তু সে অমৃতসর গেল কেন তবে?

ভেঙ্কুরা। Mother, what's the rub! Is anything wrong?

রাজ। জেনে রেখো সাহেব, রণজিৎসিংহের হাতে এ চিঠি প'ড়লে বিষম বিপত্তি ঘটবে। খড়্গসিংহের সমূহ বিপদ হবে! এ চিঠি আপাততঃ আমারই কাছে থাক! যথা সময়ে এ চিঠি আমিই মহারাজের কাছে পৌঁছে দেব, কিন্তু তার পূর্ব্বে ঘুণাক্ষরে এ চিঠির বিষয় যেন রণজিৎসিংহ জান্তে না পারে—আমার অনুরোধ!

ভেঙ্কুরা। Mother!

রাজ। কি সাহেব, আমায় অবিশ্বাস হচ্ছে?

ভেঙ্কুরা। নেহি Mother!

রাজ। বুঝেছি। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তব্যবিচ্যুতির আশঙ্কায় বিচলিত হ'য়ে উঠেছে! ভয় নেই সাহেব! চেয়ে দেখ আমার হাতে এই রাজদত্ত অঙ্গুরী। মহারাজ রণজিৎসিংহের প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ অনুজ্ঞালিপি

—রাজমাতার আজ্ঞা মহারাজ রণজিৎসিংহেরই আজ্ঞার ন্যায় সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে পালনীয়।

ভেঞ্চুরা। I obey you Mother.

রাজ। কিন্তু রণজিৎ আজ দেশের রাজা! এ পত্র তার কাছ থেকে লুকানো মানে—রাজার কাছে অবিশ্বাসিনী হওয়া। এ আমার স্বদেশ-দ্রোহ! কিন্তু তবু স্নেহ—খড়্গসিংহের প্রতি আমার স্নেহের আকর্ষণ, না-না—খড়্গসিংহকে আগে বাঁচাতে হবে—সে আমার স্নেহের পুত্তলী! প্রয়োজন হয় পরে—পরে এ অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করব।

(রণজিৎসিংহের প্রবেশ)

রণ। মা, আমি অমৃতসর যাত্রা করেছি।

রাজ। অমৃতসর! কেন?

রণ। অমৃতসরের সাহেবসিংহ ও কাণসিংহ আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান! একচ্ছত্র শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের দমন আজ প্রয়োজন! জেনারেল ভেঞ্চুরা—

ভেঞ্চুরা। Your Majesty.

রণ। তোমার গোলন্দাজ সৈন্যগণ প্রস্তুত?

ভেঞ্চুরা। Yes, Your Majesty.

রণ। তাদের বাহুবলে আমি নির্ভর করতে পারি?

ভেঞ্চুরা। Certainly, Your Majesty. General এলার্ড, কর্ণেল কোর্ট, কর্ণেল এভিটেভাইল, গার্ডনার and myself—these five European Commanders are serving under you. We have trained up your Sikh soldiers in European model. We are sure that to-day the Sikh has the making of the finest soldiers of the world.

রণ। আচ্ছা, যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রমাণ হবে তোমার উক্তির সত্যতা। যাও সাহেব, সুসজ্জিত করো তোমার সেনাবাহিনী! অভিযান করব আমরা কালই প্রত্যুষে অমৃতসর পানে! (ভেঞ্চুরার প্রস্থান)

রাজ। রণজিৎ!

রণ। মা!—

রাজ। যুদ্ধযাত্রার সময় তোমার কাছে আমার এক প্রশ্ন আছে।

রণ। কি প্রশ্ন মা?

রাজ। তোমার কাছে কে বড়? তোমার জননী, না তোমার জন্মভূমি?

রণ। কেন মা,—আবাল্য শুনেছি মহামন্ত্র—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!" স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ তুমি জননী,—স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এই জন্মভূমি!

রাজ। তবু জানতে চাই আমি···এই দুই শ্রেষ্ঠজনার মধ্যে শ্রেষ্ঠতরা কে? তোমার জননী? না তোমার জন্মভূমি?

রণ। এ বড় কঠিন প্রশ্ন মা! জননী ও জন্মভূমির মূর্ত্তি আমিতো কখনও ভিন্ন করে দেখিনি,—দুই জনাই যে আমার কাছে সমান পবিত্র।

রাজ। না বৎস, এ মহা মুহূর্ত্তে আমি তোমায় নূতন মন্ত্র শেখাব। সে মন্ত্র হচ্ছে···জন্মভূমি জননীর চেয়েও গরীয়সী!

রণ। জননীর চেয়েও গরীয়সী জন্মভূমি!

রাজ। জননী সন্তানকে ধারণ করেন···আর জন্মভূমি ধারণ করেন জননীকে। সহস্র পুত্রবতী জননীর সম্মিলিত মূর্ত্তি এই তোমার চিরপবিত্র জন্মভূমি। তাই শপথ কর পুত্র, আজ হতে এই জন্মভূমিকেই তুমি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম আরাধ্যা ব'লে গ্রহণ করবে।

রণ। তাই হবে মা। জন্মভূমিকেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতমা আরাধ্যা ব'লে বন্দনা করব!

রাজ। আরও শপথ কর পুত্র,—লক্ষ কোটি জননীরূপা এই জন্মভূমির সেবায়…এই চির আরাধ্যা জন্মভূমির স্বার্থরক্ষার জন্য যদি প্রয়োজন হয় কোন এক জননীকেও বলিদান দিতে তুমি দ্বিধা করবে না?

রণ। জননীকে বলিদান! মা—মা—

রাজ। এক জননীর স্বার্থ বড়—না লক্ষ কোটী জননীর স্বার্থ বড়!

রণ। বুঝেছি মা! প্রতিজ্ঞা করছি তোমার চরণ স্পর্শ করে—লক্ষ কোটী জননীরূপা জন্মভূমির স্বার্থরক্ষার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে আমি কোন এক জননীকেও বলি দিতে কুণ্ঠিত হব না!

তৃতীয় দৃশ্য

অমৃতসরে মোহরা বাঈজীর গৃহ

কাণসিংহ, সাহেবসিংহ ও গোলাপসিংহ

নর্ত্তকীদের নৃত্য-গীত

মোর মালঞ্চ যৌবনে
যৌবন বিলাসী এলে কি ফুল মালী!
ফুল পুঞ্জে ভরে লহ ডালি॥

কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাপিয়া
গুঞ্জরে চপল ভ্রমর।
চৈতালী চাঁদ হাসে মিঠে হাসি
মধু চোরা হ'ল মনচোর।

মন দেয়া নেয়া খেলা
চলে হেথা সারা বেলা
খেলা ছলে দিই কুসুম ধনুর
বাণে আগুন জ্বালি!!

কাণসিংহ। অশ্লীল—অশ্লীল! বেরোও—বেরোও—বেরোও বলছি

সাহেব। এঃ, ওদের তাড়িয়ে দিলে কাণসিংহ! এদিকে যে যুবরাজের অভ্যর্থনার সময় হল!

কাণসিংহ। কোথায় যুবরাজ? ডাকো না তাকে!

সাহেব। ডাকব কি হে! যুবরাজ খড়্গসিংহ কি আমাদের হুকুমের তাঁবেদার! সে নিজে যদি আসে তবেই তো! গোলাপসিংহ, তুমি স্বয়ং যুবরাজের সাক্ষাৎ পেয়েছিলে?

গোলাপ। যুবরাজ নিজে দরবারে হাজির ছিলেন না। দরবারে তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসছিলাম, এই সময় যুবরাজের পরম সুহৃদ্ চৈৎসিংহের সঙ্গে দেখা। চিঠি তাঁকেই দিয়েছি!

সাহেব। আর কেউ দেখেনি তো চিঠি দিতে?

গোলাপ। না, কেবল রণজিতের ফিরিঙ্গী সেনাপতি কর্ণেল ভেঞ্চুরাকে একটু পরে সেইখানে দেখেছিলাম মনে হয়। কিন্তু সে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহের অবকাশ পায়নি। আর সন্দেহ করলেও সুচতুর চৈৎসিংহের নিকট হ'তে পত্রের বিষয় কিছু জানতে পারবে না—এই বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

সাহেব। তা যদি হয়—সত্যই যদি সে পত্র যুবরাজের হাতে পৌঁছে থাকে, তবে যুবরাজ আসতে এত বিলম্ব করছে কেন?

কাণসিংহ। বল্‌লুম তোমায় তখনই কত ক'রে—চিঠিতে বাঈজী কাইজীর লোভ দেখিও না। ওই বাঈজীর নাম জড়িয়েই অশ্লীলতার জট পাকিয়েছ। সে ছোঁড়া আসবে কি? লাহোরে বিছানায় প'ড়ে হয় তো সেই অশ্লীল চিঠিখানা শুঁকছে···আর রোদে পোড়া শালিক ছানার মত কেবলই ধুঁকছে।

সাহেব। না বন্ধু! শুনেছি মোহরা বাঈজীর ওপর তার অনেকখানি দৌর্ব্বল্য! সে যদি অমৃতসরে আসে—তা হ'লে নিশ্চয় জেনো, ওই

মোহরার নামের মোহই তাকে টেনে নিয়ে আসবে। আমি সব দিক না ভেবে এই ঐশ্বর্য্যময়ী চতুরা বাঈজীকে আমাদের দলভুক্ত করি নি!

কাণসিংহ। কোন দিকটা ভেবেছ শুনি?

সাহেব। বাঈজীর মনে দেশব্যাপী প্রভাব প্রতিপত্তি লাভের দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা। সে হয়তো ভবিষ্যতে সুলতানা রিজিয়া বা নূরজাঁহা বেগম হবার স্বপ্নও দেখে। সন্ধানী-দৃষ্টি দিয়ে আমি তার সেই দুর্ব্বলতাটুকু ধ'রে ফেলেছি। সম্মুখযুদ্ধে যদি রণজিৎসিংহকে বিদলিত করতে না পারি—তবে দ্বিতীয় ও অব্যর্থ অস্ত্র আমাদের ঐ অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী বাঈজী। ওর অর্থের লোভে আকৃষ্ট করব আমার দেশের বিশ্বাসঘাতকদের এবং রূপের লোভে যুবরাজ খড়্গসিংহকে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। লাহোরের যুবরাজ খড়্গসিংহ সদর ফটকে।

সাহেব। অ্যাঁ, এসেছে! অভ্যর্থনা কর—গোলাপসিংহ, যুবরাজকে অভ্যর্থনা কর। কৈ হ্যায়? সরাব—নাচওয়ালী—

কাণসিংহ। আহা-হা—ও-সব কেন! ও-সব কেন!—

(নর্ত্তকীদের নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ)

এ হে অশ্লীল—আবার অশ্লীল (নর্ত্তকীরা সরাব লইয়া আগাইয়া আসিল)

সাহেব। একটু ধৈর্য্য ধর বন্ধু। যুবরাজকে ভুলিয়ে কাজ হাঁসিল করতে পারলেই এদের বিদেয় দেব। একটু সবুর কর মেওয়া ফলবে এক্ষুণি।

(চৈৎসিংহ ও খড়্গসিংহের প্রবেশ)

খড়্গ। শুধু মেওয়ায় হবে না সুন্দরী! আমি চাই—(সাহেবসিংহ ও কাণসিংহ অভিবাদন করিল)—একি, এরা কারা!

কাণসিংহ। ওই যে শুনলেন…মেওয়া! আমরা এ দুটী শুকনো মেওয়া, আর ওই আছে একরাশ রঙীন এবং অশ্লীল মেওয়া!

সাহেব। দেখছ কি? স্ফূর্ত্তিসে নাচ লাগাও—গানা লাগাও।

খড়্গ। দাঁড়াও—দাঁড়াও বন্ধু! সুন্দরীগণ, খানিকক্ষণ বাইরে অপেক্ষা কর। (নর্ত্তকীদের প্রস্থান)। ব্যাপারটা আগে একটু বুঝে নিই। আমার সম্মুখস্থ এই শুক্‌নো মেওয়া দুটীর পরিচয়?

চৈৎ। ইনি মুকিয়া মিছিলের সর্দ্দার কাণসিংহ বাহাদুর।

কাণসিংহ। এবং শ্লীলতার একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক!

খড়্গ। তা ভুঁড়ির বহর আর কথাবার্ত্তার ধরণ দেখে অনেকটা অনুমান করেছি বটে! আর ইনি?—

চৈৎ। ইনি ভাঙ্গী মিছিলের নেতা সাহেবসিংহ বাহাদুর!

খড়্গ। শুনেছি এরা উভয়েই আমার পিতার শত্রু।

চৈৎ। কিন্তু আপনার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী—

খড়্গ। হুঁ! এঁদের কাছে আমায় নিয়ে আসবার হেতু?

সাহেব। সেকি!—আপনি কি তাহ'লে আমাদের পত্র পান নি যুবরাজ?

খড়্গ। আপনাদের পত্র! না মোহরা বাঈজীর?—চৈৎসিংহ!

চৈৎ। ঐ হ'ল—এঁরা লেখাও যা—মোহরা লেখাও সেই কথা।

খড়্গ। তাই নাকি! এঁরা বুঝি উভয়েই তাহ'লে মোহরা বাঈজীর মাইনেকরা কেরাণী অথবা আম-মোক্তার! শুন্‌তে বড় কৌতুহল হচ্ছে, বাঈজীর নিকট হ'তে মাইনে কি প্রকারে আদায় হয় কাণসিংহ বাহাদুর? তঙ্কা মেলে অথবা মাসকাবারে মিষ্টি ঠোঁটের একরত্তি অনুকম্পার হাসি।

কাণসিংহ। এঃ, অশ্লীল—অশ্লীল!

খড়্গ। ইস, ঠোঁট বাঁকিয়ে পালাচ্ছেন যে বড়! ঠোঁট বুঝি পাথুরে চুণে পুড়ে গেল; অ্যাঁ? হাঃ হাঃ হাঃ—

সাহেব! শুনুন যুবরাজ, আপনার কথা শুনে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—আপনি আমাদের পত্র আদ্যোপান্ত পাঠ করেছেন কিনা! যাই হোক, তারই পুনরাবৃত্তি করছি—মোহরা বাঈজীকে আপনি পাবেন, যদি আমাদের প্রস্তাবে আপনি স্বীকৃত থাকেন।

খড়্গা। কি সে প্রস্তাব?

সাহেব। সে প্রস্তাব—আপনি পত্রে পাঠ করেন নি?

খড়্গা। পত্রই পাঠ করিনি মোটে।

সাহেব। সে কি!

খড়্গা। শুধু পত্রের গন্ধ-মধুর আমেজটুকু হাতে নিয়ে অনুভব করেছি—

কাণসিংহ। কেমন কিনা, বলিনি? অশ্লীলতার জট পাকিয়েছে! বিছানায় প'ড়ে গন্ধই শুঁকেছে শুধু।

সাহেব। সে পত্র কোথায়?

খড়্গা। গোঁয়ার ফিরিঙ্গী ভেঞ্চুরা সাহেব কেড়ে নিলে গোঁয়ারতুমি ক'রে। কত বল্লুম, প্রিয়ার চিঠি—তা বেরসিক ফিরিঙ্গী শুনলেই না। নিয়ে গেল চিঠি মহারাজের কাছে।

সাহেব। সেকি! তারপর!

খড়্গা। তারপর সোজা চ'লে এলেম অমৃতসরে—মোহরার মিষ্টিমুখে তার চিঠির আখ্যানভাগ শুনতে। কিন্তু কোথায় মোহরা! পরিবর্ত্তে এলেন শ্লীলতার ধ্বজা কাণসিংহ বাহাদুর—আর কট মট রাজনীতি ভজা সাহেবসিংহ বাহাদুর! চাইলাম দেখতে গোলাপী গাল, পরিবর্ত্তে এল দুজোড়া ইয়া গোল গাল-পাট্টা! চল চৈৎসিংহ, এর চেয়ে আমরা লাহোরেই ফিরে যাই।

সাহেব। দাঁড়াও যুবরাজ, আমাদের বক্তব্য তো তোমাকে এখনও বলা হয় নি।

খড়্গা। থাক্, আমিও তো আপনাদের হেঁড়ে গলার কথা শুনতে অমৃতসরে আসিনি!

সাহেব। তবু তোমায় শুনতে হবে।

খড়্গা। বটে! হুকুম নাকি! গলার আওয়াজ আর একটু মিহি হ'লে ও বায়না চলতো বন্ধু! চড়া সুরে আমার বীণা বাজে না।

(প্রস্থানোদ্যত)

সাহেব। দাঁড়াও যুবরাজ।

খড়্গা। চৈৎসিংহ, চোখ দুটো লাল মনে হচ্ছে না? সর্দ্দারজিকে বল— রাঙা চোখের শাসন মানি আমি তখনই···যখন সে চোখের অধিকারিণী হয় সুন্দরী তরুণী, আর সেই চোখ রাঙা হয় যখন অনুরাগে। ও চোখরাঙানী তুলে রাখুন ওঁর মাইনে-করা সেপাই শান্ত্রিদের জন্যে। যুবরাজ খড়্গাসিংহকে ও দেখিয়ে ফল হবে না।

চৈৎ। (সাহেবসিংহের কানে কানে কথা বলিয়া) চ'লে যাবেন না যুবরাজ! দাঁড়ান—দাঁড়ান (পুনঃ ইঙ্গিত)।

খড়্গা। কেন বন্ধু!

চৈৎ। সর্দ্দার সাহেবসিংহ আপনার স্বভাব না জেনে অপরাধ করেছেন। উনি অনুতপ্ত! দয়া ক'রে ওঁর অনুরোধ যদি শোনেন—

সাহেব। যদি শোনেন যুবরাজ, আপনার সব আকাঙ্ক্ষা আমরা মিটিয়ে দেব। আপনার সকল দাবী আমরা—

খড়্গা। দাবী! অমৃতসরে এসেছিলাম অমৃতের সন্ধানে—পারো মেটাতে তার দাবী?

সাহেব। অমৃত! এই যে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত আছে। গ্রহণ করুন। (মদ্যপান)

খড়্গা। (পান করিয়া) উঁহু, এ তো মিঠে সরবৎ! এ তো অমৃত নয়!

অমৃতসরের অমৃত কোথায়—অমৃত কোথায়! দিতে পার এই তৃষাতুর বুকে সেই অমৃতের প্রলেপ! পার দিতে সেই অমৃতময়ীর চন্দন স্পর্শ!

সাহেব। বাঈজী মোহরা—বাঈজী মোহরা!

খড়্গা। বাঈজী মোহরা—বাঈজী মোহরা!

কাণসিংহ। অশ্লীল! অশ্লীল! আমি পাশের ঘরে যাই। (প্রস্থান)

(মোহরার নৃত্যছন্দে প্রবেশ ও নৃত্য। নৃত্য শেষে খড়্গাসিংহ মোহরার হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত)

সাহেব। শোন যুবরাজ, এইবার শোন।

খড়্গা। আর কি শুনব, যা শোনবার সে শুনেছি। আমার যা পাবার—সেতো আমি পেয়েছি! (উভয়ের প্রস্থান)

সাহেব। যুবরাজ! যুবরাজ!

চৈৎ। থাক্, ডাকবেন না এখন। কালসাপের বাচ্চা, খেলিয়ে তুলবেন পরে; এখন যেতে দিন না। আগে অমৃতসর রক্ষার উপায় ভাবুন। চিঠি যদি রণজিতের হাতে প'ড়ে থাকে?

সাহেব। তবে বিপদের আশঙ্কা আছে সত্য। যাই হোক্, আমি আমার সেনাদলকে নগর-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে আদেশ করি।

(নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ)

সাহেব। ওকি! কিসের আওয়াজ!

(কাণসিংহের প্রবেশ)

কাণসিংহ। অশ্লীলতার জট চারিদিকেই ছড়িয়ে পড়ল। কতবার নিষেধ করলুম মোহরার নাম দিয়ে চিঠি দিও না—ও তো অমঙ্গল হবেই। এখন? বলি, এখন তাল সামলাবে কে?

সাহেব। কেন, কি হয়েছে?

কাণসিংহ। ঐ শুনলে না বন্দুকের আওয়াজ! রণজিৎসিংহের সেই ফিরিঙ্গী সেনাপতিটা লাল ফৌজ নিয়ে অমৃতসর আক্রমণ করেছে।

সাহেব। অ্যাঁ! এমন অতর্কিতে! এর জন্যে তো প্রস্তুত ছিলাম না! এ তো কল্পনাও করিনি! চল—চল কাণসিংহ, আমরা সৈন্যসজ্জা করি, সৈন্যসজ্জা করি।

(প্রহরীর প্রবেশ)

দূত। হুজুর, শত্রুর ফৌজ নগর-পথ অতিক্রম ক'রে এই মহলের দিকে ছুটে আসছে।

সাহেব। আর কাল বিলম্ব নয় কাণসিংহ, এসো—

কাণসিংহ। চল—চল— (প্রস্থান)

চৈৎ। তাইতো! ব্যাপারটা যে বড় সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়াল! ভেকুরা হঠাৎ সেপাই শান্ত্রী নিয়ে অমৃতসর আক্রমণ করলো; তা আক্রমণ করবি তো কর—সোজা এই মহলের দিকে কেন? আমরা এখানে আছি খবর পেল নাকি? যুবরাজকে নিয়ে শেষে এই বাঘের খপ্পরে পড়লুম! যাই, পৈতৃক প্রাণ নিয়ে এই বেলা পিছে লম্বা দেওয়ার পথ দেখি—

(প্রস্থানোদ্যত ও রাজকৌড়ের প্রবেশ)

রাজ। চৈৎসিংহ!

চৈৎ। কে! একি! মায়ি রাজকৌড়! আপনি হঠাৎ এখানে?

রাজ। খড়্গসিংহ কোথায়?

চৈৎ। যুবরাজ খড়্গসিংহ! সে তো আমি জানি না মায়ি! আপনি এ শত্রুর মহলে কেন এলেন?

রাজ। এ আমার শত্রুর মহল নয়! শত্রু আমার মহলে!

চৈৎ। মায়ি!

রাজ। সত্য বল—খড়্গসিংহকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ।

চৈৎ। হলপ ক'রে বলছি, আমি তাঁর কথা—

রাজ। জেনারেল ভেঙ্কুরা মহল আক্রমণ করেছে, তাঁর সৈন্যদল পুরী প্রবেশ করেছে—তাদেরই সঙ্গে আমি এখানে এসেছি। মুহূর্ত্ত বিলম্ব কল্লে ক্ষিপ্ত সেনাদল এখানে পৌছে তোমায় গ্রেপ্তার করবে।

চৈৎ। আমার রক্ষা কর মায়ি, আমায় রক্ষা কর।

রাজ। বাঁচতে চাও তো এখনো বল মূর্খ, খড়্গসিংহ কোথায়?

চৈৎ। এই দক্ষিণ দিকের ফটক দিয়ে গেছেন—

রাজ। শীঘ্র যাও, তাকে অনুসরণ কর—তার পার্শ্ব রক্ষা কর।

[চৈৎসিংহের প্রস্থান

(ভেঙ্কুরার প্রবেশ)

ভেঙ্কুরা। কোন্ ভাগ্‌তা, এই—

রাজ। দাঁড়াও ভেঙ্কুরা।

ভেঙ্কুরা। কোন্! মায়ি!

রাজ। ভেঙ্কুরা! দক্ষিণ ফটক হ'তে তোমার সেনাদলকে অপসৃত হ'তে আদেশ কর।

ভেঙ্কুরা। নেহি মায়ি, ও হামি কভি নেহি শেকেগা। দুসমণ ভাগিয়া যাইবে! No, No, হামি সব ফটক একদম bombard করিয়া দিবে।

রাজ। না, দক্ষিণ দিকে গুলি চালিও না; সৈন্যদের সরিয়ে আনো।

ভেঙ্কুরা। Please, don't interfere mother! I can't obey this order.

রাজ। শুনবে না কথা—

ভেঙ্কুরা। দেখো মায়ি,—মহারাজকো দুষমণ ভাগিয়া যাইবে। হামলোককা সব tactics বিলকুল নষ্ট হইয়া যাইবে। I am the servant of the king. হামলোক মহারাজকো নিমক খায়া। I can't do it.

রাজ। তুমি মহারাজের নোকর—আর আমি মহারাজের মা! মহারাজের কিসে হিত, কিসে অহিত—সেকি আমি জানি না বলতে চাও?

ভেঞ্চুরা। Mother!

রাজ। সর্ব্বনাশ হবে—দক্ষিণ অংশে গুলি চালালে রণজিতের সর্ব্বনাশ হবে—তোমার মহারাজ সর্ব্বহারা হবে! সাহেব, আমার অনুরোধ—

ভেঞ্চুরা। Mother, please—the enemy has not yet surrendered—সব যায়গা! হামি ফটক ছোড়তে পারিবে না!

রাজ। নেহি ছোড়েগা! অ্যয় ফিরিঙ্গী, মহারাজ রণজিৎসিংহকী আম্মা, যারি রাজকৌড় তুঝে হুকুম দিতে হ্যায়। সারি পঞ্জাবমে কিস্‌কা এতনা তাগদ্ হ্যায় যো ইয়ে বুড্‌ঢি সিঙ্গিনীকো হুকুম নেহি তামিল করে গা!

ভেঞ্চুরা। Mother, Mother, I obey (বংশীধ্বনি), General Venchura can face millions of lions; but he is helpless as a child before the lioness of the Punjab.

রাজ। ওই ফটক হ'তে সৈন্যদল সরে গেল। এইবার ওরা পথ মুক্ত পাবে। আমার বংশ-প্রদীপ অকালে নির্ব্বাণ হবে না! ওয়া গুরুজিকী ফতে! ওয়া গুরুজিকী ফতে!

ভেঞ্চুরা। Mother, what makes you tremble?

রাজ। কাঁপছি—বুঝি আনন্দে, আমার বংশরক্ষার আনন্দে। না না, আমি বিশ্বাস ভেঙ্গেচি—রাজার বিশ্বাস ভেঙ্গেছি—দেশের সর্ব্বনাশ করেছি।

(রণজিৎসিংহের প্রবেশ)

রণ। কোথায় সেই দেশদ্রোহী, যে আজ এত বড় বিশ্বাস-ঘাতকের কাজ করল? এই যে ভেঞ্চুরা। বিশ্বাস-ঘাতক!

ভেঞ্চুরা। What Your Majesty! বিশ্বাস-ঘাতক!

রণ। ফৌজ দক্ষিণাদ্বার হ'তে সরিয়ে এনে তুমি শত্রুদের পলায়নের পথ

পরিষ্কার ক'রে দিয়েছ। অপরাধী, প্রস্তুত হও! বিশ্বাস-ঘাতকের কঠোর শাস্তি!—

রাজ। বিশ্বাস-ঘাতককে শাস্তি দেবে রণজিৎসিংহ! কি শাস্তি?

রণ। শাস্তি—মৃত্যুদণ্ড!

রাজ। মৃত্যুদণ্ড! তবে সে শাস্তি প্রাপ্য আমার।

রণ। মা!

রাজ। রাজমাতার আদেশে—শুধু রাজমাতার আদেশে, তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সেনাপতি দক্ষিণদ্বার মুক্ত করেছে। সে বিশ্বাস-ঘাতক নয়—বিশ্বাসহন্ত্রী তোমার মা! দাও—মৃত্যুদণ্ড দাও রাজা।

রণ। মা! মা! তোমার মৃত্যুদণ্ড! কেন এ কাজ করলে মা!

রাজ। যখন ভেঙ্কুরাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছিলে তখন তো প্রশ্ন করনি তাকে—কেন একাজ করলে ভেঙ্কুরা? মা ব'লে বুঝি আমার বিচার হবে অন্যরূপ! রণজিৎ, এই নিষ্ঠা নিয়ে তুমি দেশের শাসনদণ্ড ধরেছ! দণ্ড দাও, বিশ্বাসহন্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দাও!

রণ। মৃত্যুদণ্ড—মৃত্যুদণ্ড! হ্যাঁ, আমি রাজা, দেশের ন্যায়নিষ্ঠ রাজা—বিদেশী ভেঙ্কুরাকে যেমন ক'রে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলাম—ঠিক তেমনি ক'রে তোমাকেও—না—না, পারবো না, আমি পারবো না! সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হ'লেও তবু যে তুমি আমার মা, তুমি আমার জননী!

রাজ। জননীর চেয়েও জন্মভূমি শ্রেষ্ঠ রণজিৎ। স্মরণ কর সেই তোমার প্রতিজ্ঞা আমার পাদস্পর্শ ক'রে। মনে রেখো, তোমার জননীর স্বার্থে জন্মভূমির স্বার্থে আজ সংঘাত বেধেছে! জননী তোমার জন্মভূমির কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হয়েছে। রাজা, মহারাজা রণজিৎ, দেশবৎসল রণজিৎ, শিখ জাতির ভবিষ্যৎ আশা তুমি রণজিৎ! জীবনের কঠোরতম

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও। দেশ-জননীর পূজা মন্দিরে তোমার জননীকে বলিদান কর।

রণ। জননীকে বলিদান করব! মা জন্মভূমি, একি মহার্ঘ মূল্য চাস্ তুই আজ আমার যাত্রা-পথের প্রথম অর্ঘরূপে! জননীকে বলিদান, জননীর মূল্যে জন্মভূমির অর্চ্চনা!

রাজ। রণজিৎ! রণজিৎ!

রণ। তাই হবে মা। তোমার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ রণজিৎ তোমার শাস্তিদান করবে। পুত্র হ'য়ে মাতৃহত্যা সাধন করতে পারব না—মাতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করতে পারব না। তোমার শাস্তি কারাবাস—লাহোরের কারাবাস।

ভেঙ্কুরা। রাজা—রাজা—

রণ। চুপ, কথা কয়ো না ভেঙ্কুরা—রাজাকে রাজার মত বিচার করতে দাও। যাও—মাকে আমার লাহোরের কারাগারে নিয়ে যাও। দেশ-জননী আমার সর্ব্বাঙ্গে লৌহ-শৃঙ্খল জর্জ্জরিতা! গর্ভধারিণী জননী আমার আজ সে শৃঙ্খল নিজের দেহে বরণ ক'রে নিয়ে কারামন্দিরে চললেন। মা, মা,—শৃঙ্খলিতা দেশে জননীর পরাধীনতার প্রতীকরূপে তুমি থাকো শৃঙ্খলিতা হ'য়ে। তোমার ঐ বন্দিনী মূর্ত্তি রাত্রিদিন শয়নে স্বপনে আমায় স্মরণ করিয়ে দেবে—"ওরে হতভাগ্য রণজিৎসিংহ, জন্মভূমি তোর পর-পদানতা!" যে শুভদিনে সমগ্র শিখ জনপদকে আমি পরাধীনতা হ'তে মুক্ত করতে পারবো—লাহোর হ'তে সুদূর পেশোয়ার পর্য্যন্ত স্বাধীন শিখ রাজ্য স্থাপন করতে পারবো—সেইদিন, সেই পরম লগ্নে শৃঙ্খলিতা দেশমাতৃকার সঙ্গে স্বহস্তে মুক্ত করব তোমার স্বেচ্ছাকৃত এই শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠিত করব তোমায় কোটী কণ্ঠের বন্দনা মুখরিত রত্ন-সিংহাসনে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লুধিয়ানার প'ড়ো বাড়ী

(সাহেবসিংহ ও কাণসিংহ ভোজনরত)

সাহেব। খবর শুনলে কাণসিংহ! ফৈজুলপুরীয়া মিছিলের নেতা বুধসিংহ রণজিতের কাছে পরাজিত হ'ল!

কাণ। হুম্—

সাহেব। পাঞ্জাবের আজ বহু স্থানে রণজিতের একচ্ছত্র আধিপত্য! তার নূতন উপাধি হ'য়েছে পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ!

কাণ। হুম্—

সাহেব। মাঙ্কোর নবাব হাফিজ মহম্মদ খানের বারটী দুর্গ শুনছি রণজিতের অধিকারে এসেছে—এ খবরও শুনেছ?

কাণ। হুম্—

সাহেব। তার পর মুলতান। হ্যাঁ, অদ্ভুত বীরত্ব দেখালে বটে মুজঃফর খাঁ! রণজিৎ কি পারত কখনও মুলতান দুর্গ জয় করতে?

কাণ। হুম্—

সাহেব। কি, পারত? কখ্খনো না!

কাণ। হুম্—

সাহেব। কি ক'রে?

কাণ। ওঃ—উঁহু—

সাহেব। আমার অমৃতসর লুট ক'রে নেওয়া জম্‌জমা কামান ছিল ব'লে রক্ষা! রণজিতের সেনাপতি ফুলাসিংহ আকালী সেই কামানের

সাহায্যেই দুর্গ প্রাকার ভেঙ্গে দিয়ে মুলতান অধিকার ক'রেছে। পাঁচ পুত্র সহ বীর মুজফর খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত। রণজিতের এ বিজয়-গৌরব —রণজিতের এ দেশব্যাপী আধিপত্য আর আমরা কত দিন সহ্য করব কাণসিংহ!

কাণ। সহ্য করতেই হবে।

সাহেব। কেন সহ্য করতেই হবে?

কাণ। অবিশ্যি আর বেশীক্ষণ সহ্য করব না। সহ্য করব শুধু ততক্ষণ—

সাহেব। কতক্ষণ?

কাণ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার চাপাটী খাওয়া শেষ না হয়!

সাহেব। কাণসিংহ বিদ্রূপ করছ?

কাণ। ছিঃ, উদর নিয়ে কি বিদ্রূপ চলে বন্ধু? একবার তোমার কথায় গোঁয়ারতুমি করে পেটভর্ত্তি খাবার ব্যবস্থা না রেখেই রণজিতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালাম, ফলে দল ভাঙ্গল, অমৃতসর গেল—জমজমা কামান গেল—শেষ পর্য্যন্ত অশ্লীলতাময়ী মোহরা বাঈজীর দয়ার দান গোস্তরুটীতে উদরপূর্ত্তি করতে হচ্ছে! এখন কি আর সামনের খাবার ফেলে রেখে বোকার মত রাজনীতি চর্চ্চা করি! (ঢেকুর) ওঃ—খুব খেয়েছি!

সাহেব। (নিজের থালার দিকে নজর করিয়া দেখিল থালা শূন্য) একি, আমার আহার্য্য কি হ'ল?

কাণ। আহার্য্য আবার কি হবে! আহার্য্য আহার করাই হ'ল।

সাহেব। কে আহার করলে?

কাণ। যার উদরে পর্য্যাপ্ত অনল, আহার করার মত পরিপাটী দন্ত এবং আহার্য্য বস্তু সন্ধান করবার মত তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে—সেই আহার করল।

সাহেব। তার মানে তুমি বলতে চাও আমি দৃষ্টিশক্তিহীন!

কাণ। তাতে বিশেষ সন্দেহ কি ?

সাহেব। কাণসিংহ, তোমার উপহাসের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

কাণ। তার কারণ তোমার নির্ব্বুদ্ধিতাকেও সীমার নাগালে পাওয়া যাচ্ছে না।

সাহেব। কি, আমি নির্ব্বোধ! কাণসিংহ!—কাণসিংহ! দেখছ কৃপাণ।

কাণ। সাহেবসিংহ, কৃপাণ আমারও আছে। বার ক'রলে রক্তারক্তি হবে।

(চৈৎসিংহের প্রবেশ)

চৈৎ। সর্দ্দার সাহেবসিংহ! একি, কি ব্যাপার ?

কাণ। উনি খাবার থালা সামনে নিয়ে রণজিৎসিংহকে হুমকি দিচ্ছিলেন, সেই ফাঁকে ইঁদুরে ওঁর রুটী চুরি ক'রে খেয়ে গেছে এবং তার ফলস্বরূপ নিরপেক্ষ রুটীখাদক আমার ঘাড়ের ওপর বন্ধু সাহেবসিংহ কৃপাণ তুলেছেন।

সাহেব। বন্ধু, আমি সহসা উত্তেজিত হ'য়ে জ্ঞান হারিয়েছিলাম—আমায় মার্জ্জনা কর।

কাণ। তোমায় মার্জ্জনা করবার আগে বরং এই ঘরখানাকে মার্জ্জনা ক'রে ইঁদুরগুলোকে বধ করে আসি।

সাহেব। আহা থাক—থাক্‌না ইঁদুরে, কি হ'য়েছে তাতে!

কাণ। ঠিক, ঠিক! আমি তোমার জাত ভাই পাঞ্জাবী শিখ—আমি তোমার রুটি খেলে তোমার বরং আমায় বধ করা সঙ্গত হ'ত; কিন্তু ইঁদুর ত আর জাত ভাই পাঞ্জাবী শিখ নয়, সে হ'ল আলাদা জীব। সে আমাদের খাবার লুট ক'রলে আমরা চটব কেন? নিজের লোকে না খেলেই হ'ল।

চৈৎ। লুধিয়ানার এই প'ড়ো বাড়ীতে ব'সে ও সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া-ঝাটী ক'রে লাভ নেই। এদিককার সংবাদ বলুন।

সাহেব। নতুন খবর নেই। যুবরাজ খড়্গসিংহ বাঈজী মোহরার প্রেমে মাতোয়ালা। প্রস্তাবটী বাঈজী এখনও উত্থাপন করেনি। আজ আমাদের এখানে যুবরাজকে নিয়ে আসবার কথা—আমাদের উপস্থিতিতে কথা পাড়বে ব'লেছে।

চৈৎ। এখনও কথা পাড়ে নি! কিন্তু ওদিকে যে ব্যাপার দিন দিন সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

সাহেব। কি খবর?

চৈৎ। লাহোর গিয়ে দেখে এলাম, রণজিতের দেশব্যাপী অখণ্ড প্রতিপত্তি। সূর্য্যের তাপে বরফের চাকার মত শিখ মিছিলগুলো ভেঙ্গে গলে এক হয়ে গিয়েছে। সবার নেতা আজ রণজিৎ। পাঞ্জাব হ'তে ওদিকে মুলতান—এবার নাকি কাশ্মীরে বিজয় অভিযান!

সাহেব। কাশ্মীর জয়ের দুরাশা তার মনে উদয় হ'ল কি করে? এমন দুঃসাহস—

চৈৎ। জানো না? কাশ্মীর অভিযানে রণজিৎকে সাহায্য ক'রছে আফগান সেনাপতি ফতে খাঁ!

সাহেব। আফগান সেনাপতি ফতে খাঁ!

চৈৎ। হুঁ। আফগানীস্থানের রাজ্যচ্যুত আমীর শাহসুজা কাশ্মীরে পলাতক! নূতন আমীর শাহমামুদ সন্দেহ ক'রছেন—কাশ্মীর-রাজ শাহসুজাকে রাজ্য উদ্ধারে সাহায্য ক'রছে। তাই সেনাপতি ফতে খাঁ এসেছে—কাশ্মীর জয় ক'রতে এবং শাহসুজাকে বন্দী ক'রতে। রণজিৎ তাদেরই সঙ্গে সন্ধি ক'রে সৈন্য পাঠিয়েছে কাশ্মীরে।

সাহেব। কিন্তু তাতে রণজিতের স্বার্থ?

চৈৎ। বুঝলে না? আফগানের সহায়তায় যদি একবার কাশ্মীর জয় করা যায় তবে ফাঁক বুঝে পরে আফগানদের তাড়িয়ে কাশ্মীর নিজের দখলে আনা রণজিতের পক্ষে অসম্ভব হবে না।

সাহেব। হুঁ—খলিফা লোক বটে রণজিৎ!

কাণ। কিন্তু আমরাও যে এদিকে দিন দিন খালি হাত পা হ'তে চলেছি—তার কি ব্যবস্থা হবে বল?

চৈৎ। আমাদের ভাবনা কি? রণজিৎ সর্ব্বশক্তি ক্ষয় ক'রে দেশ জয় করুক, রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করুক,—তারপর ভোগ করতে থাকব আমরা। জমিতে সে ফসল লাগাক—ফসল তোলবার ভার—হাঃ হাঃ হাঃ—

কাণ। কিন্তু ফসল ফলতে ফলতে আমরা না পটল তুলি! এভাবে আর কতদিন চলে?—

চৈৎ। আর বেশী দিন নয়, এইবার যুবরাজকে কোনমতে রাজী করাতে পারলেই হয়।

কাণ। যুবরাজ ত এক বাঈজীর আনুসঙ্গিক ব্যাপারগুলোতেই রাজী দেখছি, অন্য ব্যাপারে তেমন মাথা ঘামায় না যে! আর—বাঈজীও যুবরাজকে পেয়ে আমাদের আর তেমন টাকা পয়সা দিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছে না।

চৈৎ। চুপ্! ওই বুঝি তারা এসে প'ড়ল। আমি যাই,—লাহোর থেকে আমি ফিরে এসেছি—এ সংবাদ যুবরাজের নিকট এখন প্রকাশ ক'রবেন না। যুবরাজ যদি মোহরার কথায় রাজী হয়, উত্তম। না হয়, শেষ অস্ত্র রয়েছে আমার হাতে!

(প্রস্থান)

কাণ। অস্ত্র!

সাহেব। চপ (ইঙ্গিতে মোহরা ও খড়্গসিংহকে দেখাইয়া একপার্শ্বে অবস্থান)

(মোহরা ও খড়্গসিংহের প্রবেশ)

খড়্গ। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মোহরা বাঈজী ?

মোহরা। তোমায় ব'লতে হবে যুবরাজ, আমার জন্যে তুমি কি ক'রতে পার !

খড়্গ। তোমায় কাছে পেলে তোমায় বুকে নিয়ে সারা রাত না ঘুমিয়ে থাকতে পারি। আর তোমায় কাছে না পেলে, তোমার ওই রাঙা ঠোঁটের মত রঙ্গীন সরাবের পেয়ালায় দমাদ্দম চুমো খেয়ে মাতোয়ালা হ'য়ে থাকতে পারি।

মোহরা। সে কথা নয়। আমি ব'লছি, তুমি আমায় কি দিতে পার ?

খড়্গ। কি চাই ?

মোহরা। বল দেবে ?

খড়্গ। দেবার ক্ষমতা থাকলে নিশ্চয় দেব।

মোহরা। সত্যি ব'লছ !

খড়্গ। নিশ্চয়।

মোহরা। তাহ'লে, আমায় তুমি লাহোরে নিয়ে চল।

খড়্গ। লাহোরে ?

মোহরা। আমার বড় সাধ, আমি তোমার পাশে লাহোরের গদীতে বসি।

খড়্গ। কাণামাছিরও মনে সাধ মেঘের রাজ্যে উঠে নাচি, কিন্তু বরাতে জোটে তার আঁস্তাকুড় কিংবা বড় জোর ময়রা দোকানের দুধের চাঁচি—

কাণ। (সাম্‌নে আসিয়া) কেমন খেলে বাঈজী ? হ'ল তো ?

খড়্গ। এই যে, মাণিকজোড় এখানে ?

কাণ। অশ্লীল—

খড়্গ। উহুঁ !—নর-নারীর জোড় বাঁধাই জগতের সৃষ্টির নীতি, নর-নারীর মিলনেই—সব অশ্লীলতা, সব সভ্যতার উৎপত্তি। তাই নয় মোহরা ?

মোহরা। যাও, আমি জানি না।

খড়্গা। ওঃ!—রাগ নাকি?

কাণ। এখন ঠ্যালা সামলাও। বাঈজীকে রাগিয়ে দিলে তো!

খড়্গা। রাগ ত হবেই! যে অনুরাগে রাগ নেই, যে প্রেমে অভিমান নেই, তাকে বলি ল্যাজকাটা ময়ূর। দেখতে সুন্দর হ'লে কি হবে? কিন্তু পেখম মেলতে জানে না! বাঈজী মোহরা, মেঘগর্জ্জন থেমে গেছে; আমার মন বাদলধারার মত গ'লে প'ড়েছে, এবার তোমার পেখম বন্ধ কর সুন্দরী! ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল কি চাই, আমি তোমার সব কথা শুনব।

মোহরা। সত্যি ব'লছ!

খড়্গা। হ্যাঁ শুনব, তবে খুব সঙ্ক্ষেপে ব'লবে।

মোহরা। আচ্ছা, স্থির হ'য়ে বসো এইখানে।

খড়্গা। স্থির হ'তে হবে! কিন্তু গলা যে এদিকে আমার শুকিয়ে আসছে! (মোহরার ইঙ্গিতে বাঁদী সরাব আনিল; মোহরা যুবরাজকে উপর্য্যুপরি পান করাইতে লাগিল) ওঃ!—বেজায় ঝাঁঝ! এত কড়া মদ কোথায় পেলে বাঈজী!

মোহরা। খেতে কষ্ট হচ্ছে?

খড়্গা। না—আগে হয়ত কষ্ট হ'ত, কিন্তু তোমার প্রেমের ঝাঁঝে মনে এখন এমন আগুন লেগেছে যে ঠিক এমনি কড়া মদেরই আজ দরকার! আঃ আর একটু···আর একটু···হ্যাঁ···এইবার বল।

মোহরা। দেখ, আমি তোমার সঙ্গে লাহোরের গদিতে ব'সতে চাই।

খড়্গা। আমি ব'সলে তবে ত ব'সবে?

মোহরা! তুমি কবে ব'সবে?

খড়্গা। মহারাজ রণজিৎসিংহ যখন আমায় দান ক'রবেন।

মোহরা। তিনি যদি গদি তোমায় দান না করেন ?

খড়্গা। আমি তাঁর পুত্র !

সাহেব। মহারাজ আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ, আপনাকে তিনি উচ্ছৃঙ্খল ব'লে ঘৃণা করেন।

খড়্গা। ঘৃণা করেন ?

সাহেব। ভেবে দেখুন না, অমৃতসরে সেদিন আপনাকে ধ'রতে পারলে, রণজিৎসিংহ আপনাকে পুত্র ব'লে ক্ষমা ক'রতো ?

খড়্গা। না—তা ক'রতেন না।

কাণ। মাথাটী একেবারে কুচ্ করে কেটে ফেলতো।

খড়্গা। তা হয়ত ফেলতেন, পালিয়ে খুব বেঁচে গেছি।

কাণ। বাপের ত এই স্নেহের নমুনা ছেলের প্রতি ! এখন ধরুন না কেন, সিংহাসন যদি আপনাকে না দিয়ে নও নিহাল কিংবা দলীপসিংহকে দেয়, তখন ?

খড়্গা। তখন ?

মোহরা। আমার আশা পূর্ণ হবে না, আমি লাহোরের গদিতে ব'সতে পাব না।

খড়্গা। তাই তো, আমি কি ক'রবো তবে ?

মোহরা। যে পিতা তোমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না, এমন কি অমৃতসরে ধ'রতে পারলে তোমায় বধ ক'রতেও দ্বিধা ক'রতো না, সেই পিতার ওপর কি আশায় বিশ্বাস রাখছ খড়্গাসিংহ ? নিশ্চিত জেনো, লাহোরের গদি রণজিৎসিংহ তোমাকে দেবে না,—তুমি পিতৃস্নেহে বঞ্চিত, তুমি অভিশপ্ত !

খড়্গা। পিতৃস্নেহে বঞ্চিত আমি !—আমি অভিশপ্ত ! বাঈজী, মাথার

রক্ত টগবগ করে কেন? বড় ঝাঁঝাল মদ! হোক্‌···আরো দাও—আরো দাও। (মদ্যপান)

সাহেব। যুবরাজ, তুমি তোমার ন্যায্য অধিকার দাবী কর, তোমায় সাহায্য ক'রবো আমরা।

খড়্গা। অধিকার দাবী ক'রব?

মোহরা। রাজপুত্র হ'য়ে এরূপ দীনাতিদীন ভিক্ষুকের ন্যায় তুমি পথে পথে বিচরণ ক'রতে পার না। তোমার সামনে ঐশ্বর্য্যময় সুন্দর জগৎ—তোমার সামনে যৌবনমত্তা সুন্দরী-তরুণী,—তাদের পেতে হ'লে তোমায় দাবী ক'রতে হবে···জোর ক'রে নিজের অধিকার কেড়ে নিতে হবে।

খড়্গা। হ্যাঁ, নেব···আমি অধিকার কেড়ে নেব! এমন ভোগের রাজত্বে আমি উপবাসী থাকতে পারি না···আমি চাই, আমি সবল বাহুবেষ্টনে সব আঁকড়ে ধ'রতে চাই। আমি প্রস্তুত···বল আমায় কি ক'রতে হবে?

মোহরা। পারবে?—পারবে সে কাজ ক'রতে?

খড়্গা। নিশ্চয় পারবো। বল, বল তোমারা, কি আমায় ক'রতে হবে?

মোহরা। এই শাণিত কৃপাণ গ্রহণ কর।

খড়্গা। (কৃপাণ লইয়া) এখন?

মোহরা। কৃপাণ নিয়ে লাহোরে ছুটে যাও।

খড়্গা। যাবো—তারপর?

মোহরা। লাহোর এখন এক রকম অরক্ষিত। অধিকাংশ সৈন্য কাশ্মীর অভিযানে গিয়েছে। নিশীথ রাত্রে তুমি রণজিৎসিংহের শয়নগৃহে প্রবেশ ক'রে—

খড়্গা। প্রবেশ ক'রে?

মোহরা। তাকে হত্যা কর।

(খড়্গাসিংহের হাতের কৃপাণ মাটিতে পড়িয়া গেল)

মোহরা। একি! কৃপাণ প'ড়ে গেল কেন যুবরাজ।

খড়্গ। কৃপাণ প'ড়ে গেল! পড়বার সময় ব'লে গেল—খড়্গাসিংহ, তুমি যত নীচেই নেমে থাক না কেন, তবু একথা ভুললে চলবে না যে তুমি রণজিৎসিংহের পুত্র!

(প্রস্থান)

সাহেব। চ'লে গেল—বাঈজী, ওকে ধর—ধর—

মোহরা। খড়্গাসিংহ! যুবরাজ!

(ছুটিয়া গিয়া যুবরাজকে পুনরায় লইয়া আসিল)

খড়্গ। আবার কেন আমায় নিয়ে এলে বাঈজী!

মোহরা। যুবরাজ, শোন, এ তোমার পিতৃভক্তি নয়—এ তোমার দুর্ব্বলতা। মনে রেখো—সিংহাসন—সাম্রাজ্য—মোহরা, একটা ছেলে খেলার বস্তু নয়! মনে রেখো, রণজিৎকে হত্যা ক'রলে তুমি আমায় পাবে—অগাধ ঐশ্বর্য্য পাবে—লাহোরের সিংহাসন পাবে।

খড়্গ। ক্ষমা কর মোহরা বাঈজী! সারা দুনিয়ার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য নিয়ে লাখো মোহরা বাঈজী আমার পায়ের তলায় এসে মাথা কুটলেও আমি একথা ভুলতে পারবো না যে মহারাজ রণজিৎসিংহ আমার জন্মদাতা পিতা। পুত্র হ'য়ে আমি পিতৃরক্তে খঞ্জর রাঙাতে পারবো না—পারবো না—পারবো না। (প্রস্থানোদ্যত)

(চৈৎসিংহের ছুটিয়া প্রবেশ)

চৈৎ। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে যুবরাজ খড়্গাসিংহ, মায়ি রাজকৌড় বন্দিনী!

খড়্গ। কি! কি ব'ললে! মায়ি রাজকৌড় বন্দিনী? কে এমন দুঃসাহসী এ জগতে যে মহারাজ রণজিৎসিংহের মাতাকে বন্দিনী করে! সত্য বল, কে সে?'

চৈৎ। সে স্বয়ং রণজিৎসিংহ।

খড়্গ। রণজিৎসিংহ! চৈৎসিং, মিথ্যাবাদী···শয়তান!

(গলা টিপিয়া ধরিল)

চৈৎ। মিথ্যা বলিনি যুবরাজ, লাহোর হ'তে নিজের চোখে দেখে এসেছি বন্দিনী রাজমাতাকে। তিনি আপনাকে ভালবাসতেন; মনে সাধ ছিল তাঁর, লাহোরের গদিতে রণজিতের উত্তরাধিকারী হবেন আপনি;—এই অপরাধে—মাত্র এই অপরাধে, রাজমাতা আজ পুত্রের হস্তে শৃঙ্খলিতা!

খড়্গ। রাজমাতা আজ পুত্রের হাতে শৃঙ্খলিতা! রাজসিংহাসন··· রাজসিংহাসন! সেকি এত বড়, এত মহার্ঘ! পুত্র যদি গর্ভধারিণী মাতাকে সিংহাসন নিষ্কণ্টক করবার জন্য বন্দিনী ক'রতে পারে···তবে আমিই বা কেন সিংহাসনের জন্য সেই মাতৃদ্রোহী পিতাকে······ মোহরা বাঈজী, কৃপাণ—কৃপাণ— (কৃপাণ লইয়া ছুটিয়া প্রস্থান)

চৈৎ। হাঃ—হাঃ—

কাণ। সাবাস—সাবাস চৈৎসিং।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লাহোরের রাজ-অন্তঃপুর

(চাঁদকৌড়ের গীত)

আঁধার রজনী পোহাল জননী, খোল গো তোরণ দ্বার।
জাগরণী গাহে গিরি হিমাচল, গর্জ্জিছে পারাবার।
তিমির-দৈত্যে নাশিয়া খড়্গে জাগো হে জ্যোতির্ম্ময়ী।
নিদ্রিতজন কর্ণে দেহ গো মন্ত্র মৃত্যুজয়ী।
দেহ জয় প্রীতি দেহ গো মৈত্রী নবযুগ মৈত্রেয়ী
(ওমা) নীরব থেকো না আর! (প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে নও নিহালসিংহ ও দলীপসিংহের প্রবেশ)

নও। গাও তো চাচাজি, আমার সঙ্গে গাও—

আঁধার রজনী পোহাল জননী, খোল গো তোরণ দ্বার।
জাগরণী গাহে গিরি হিমাচল, গর্জ্জিছে পারাবার॥

(গাহিতে গাহিতে উভয়ে প্রস্থানোদ্যত)

(রাণী ঝিন্দনের প্রবেশ)

ঝিন্দন। নও নিহালসিংহ!

নও। রাণী মায়ি—

ঝিন্দন। কোথায় চ'লেছ নও নিহাল?

নও। ঐ গান শুনতে, চাচাজিকে নিয়ে ঐ গান শিখতে!

ঝিন্দন। গান শিখবে? তুমি তো নাচ-গান পছন্দ কর না, নও নিহাল! দরবারের উৎসবে সেবার যখন সবাই নাচ-গান শুনছিল তুমি দরবার থেকে পালিয়ে তোপঘরে গিয়ে কর্ণেল ভেঞ্চুরার কামান নিয়ে খেলা ক'রতে সুরু ক'রলে!

নও। সত্যি ব'লতে কি—দরবারের বুড়ো ওস্তাদের খেয়াল ঠুংরির চেয়ে বন্দুকের মুখে যে দরবারী কানাড়া, কামানের মুখে যে ভৈরবী জাগে—সে আমার ঢের ভাল লাগে রাণীমায়ি! আর ভাল লাগে ওই জন্মভূমির জাগরণী গান শুনতে! চল চাচাজি, আমরা গান গাই গে! একি চাচাজি! তুমি ঘুমুচ্ছ!

দলীপ। (উঠিয়া বসিল) কৈ, না।

নও। ছিঃ—ঘুমোয় না, ওঠো!

ঝিন্দন। রাত অনেক হ'য়েছে, তুমিও ঘুমোও গে নও নিহাল।

নও। কোথায় রাত এমন বেশী! আর হ'লই বা রাত। বীরপুরুষ বুঝি রাত হ'লে ঘুমোয়! মনে নাই চাচাজি, নেপোলিয়ান বোনাপার্টের গল্প

ঝিন্দন। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের গল্প তুমি কোথায় শুনলে নও নিহাল!

নও। বা রে, কর্ণেল ভেঞ্চুরা যে নেপোলিয়ানের সেনাপতি ছিলেন। আমি তারি মুখে শুনেছি—যুদ্ধ ক'রতে চ'লতে চ'লতে নেপোলিয়ান আধ মিনিট ঘোড়ার পিঠে এমনি ক'রে ঘুমিয়ে নিতেন।

দলীপ। হুঁ! আমিও বিছানায় ঘুমোই না। আধ মিনিট সিঁড়ির পিঠে ঘুমিয়ে নিলুম। ব্যস্—চল এবার যুদ্ধে।

ঝিন্দন। কার সঙ্গে যুদ্ধ দলীপসিংহ?

দলীপ। বাঃ রে, মায়ি তুমি কি বোকা! শুধু দলীপসিংহ ব'লতে হয় বুঝি?

ঝিন্দন। তবে কি ব'লব?

দলীপ। ঘোড়ার পিঠে আধ মিনিট ঘুমুলে হয় নেপোলিয়ান বোনাপার্ট; আর সিঁড়ির পিঠে আধ মিনিট ঘুমুলে তার নাম হয় দলীপসিংহ বোনাপার্ট।

(ঝিন্দন ও নও নিহালের হাস্য···নেপথ্যে বিউগিল বাজিল)

নও। ওই কর্ণেল ভেঞ্চুরা বিউগিল বাজাচ্ছে,—আমি যাই রাণীমা।

ঝিন্দন। কর্ণেল ভেঞ্চুরা বিউগিল বাজাবে কি ক'রে! সে তো দেওয়ান মোকামচাঁদের সঙ্গে গেছে কাশ্মীর যুদ্ধে! ও হয়ত আর কেউ।

নও। না, না, তুমি জান না রাণীমা! সাপকে কখনও বাঁশীর আওয়াজ চেনাতে হয় না, আপনিই সে নেচে ওঠে বাঁশী শুনলে। আমার বুকের রক্ত নাচছে—তাজা বুনো ঘোড়ার মত কেশর ফুলিয়ে··ঘাড় দুলিয়ে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে! ফরাসী বীর কর্ণেল ভেঞ্চুরা ছাড়া অমন বিউগিল লাল ফৌজে আর কেউ বাজাতে জানে না। নিশ্চয় ভেঞ্চুরা ফিরে এসেছে। আমি যাই, কাশ্মীর যুদ্ধের গল্প শুনে আসি রাণী মায়ি! (ছুটিয়া প্রস্থান)

দলীপ। সামাল, সামাল—দলীপসিং বোনাপার্ট লড়াইয়ের ঘোড়া ছুটিয়েছে—খটা খট্, খটা খট্, সামনেওয়ালা ভাগো—

(প্রস্থান)

ঝিন্দন। শিশু দলীপসিংহকে পর্য্যন্ত নও নিহালসিংহ এখন হ'তেই যুদ্ধের উন্মাদনায় মেতে উঠতে শিখিয়েছে। নও নিহাল যেন এক মুর্ত্তিমান অগ্নিশিখা! চঞ্চলমতি খড়্গসিংহকে দিয়ে বংশের গৌরব রক্ষা হ'ল না। সে সুরাপায়ী…দুশ্চরিত্র,—মাসাবধিকাল লাহোর হ'তে নিরুদ্দেশ। খড়্গসিংহ না পারুক—কিন্তু একথা নিশ্চয়, ওই বালক নও নিহালসিংহই একদিন জাতির গৌরব-পতাকা বহনে সক্ষম হবে।

(প্রস্থানোদ্যত)

(চাঁদকৌড়ের প্রবেশ)

চাঁদ। মায়ি!

ঝিন্দন। কে? চাঁদকৌড়! এমন ত্রস্তপদে ছুটে এলে যে? একি! একি চাঁদকৌড়! তোমার ললাটে ক্ষতচিহ্ন, রক্ত ঝ'রছে! কি হয়েছে মা?

চাঁদ। ও কিছু নয়—সিঁড়ি বেয়ে নাবতে প'ড়ে গিয়েছিলাম, দেওয়ালে লেগেছে একটু—

(খড়্গসিংহের প্রবেশ)

খড়্গ। মিছে কথা—পা পিছলে পড়ে নি! আমি—আমিই ওর কপাল কেটে দিয়েছি।

ঝিন্দন। খড়্গসিংহ!

খড়্গ। হুঁ,—পিতার শয়নাগারে যেতে আমায় বাধা দিল। ধাক্কা দিয়ে ফেললাম জানালার ওপর—ঝন্ ঝন্ ক'রে কাঁচ ভেঙ্গে কপাল কেটে গেল। আর্ত্তনাদ ক'রে সিঁড়ির ওপর পড়তেই সিঁড়ি লালে লাল। হাঃ হাঃ হাঃ, কেমন?—বাধা দিলে না চাঁদকৌড়!

ঝিন্দন। খড়্গাসিংহ! তুমি আবার সুরাপান ক'রে গৃহে প্রবেশ ক'রেছ কোন্ সাহসে?

খড়্গা। আমি সুরাপান করিনি।

ঝিন্দন। সুরাপান করনি! প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কেউ কখনো এমন কাজ ক'রতে পারে?

খড়্গা। অবাধ্য স্ত্রীকে প্রহার করার সব প্রকৃতিস্থ স্বামীরই ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। চাঁদকৌড় আমার অবাধ্য স্ত্রী!

ঝিন্দন। খড়্গাসিংহ! খড়্গাসিংহ!

চাঁদ। চল মায়ি,—আমরা এখান থেকে যাই।

ঝিন্দন। না—দাঁড়াও চাঁদকৌড়! ওর এতখানি অধঃপতন হ'য়েছে—তোমার গায়ে হাত তুলে আমারই সামনে দাঁড়িয়ে পৌরুষের স্পর্দ্ধা করে! আমি ওর অপরাধের বিচার ক'রব!

খড়্গা। বিচার ক'রবে! হাঃ হাঃ হাঃ! মহারাজ রণজিৎসিংহ দেশজোড়া রাজত্ব পেয়ে অপূর্ব্ব সুবিচার ক'রতে সুরু করেছেন—তাঁরই যোগ্য সহধর্ম্মিণী তুমি—তুমিও বিচার না ক'রলে চ'লবে কেন? কি বিচার ক'রবে বল?—

ঝিন্দন। কেন তুমি চাঁদকৌড়ের অঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'রলে?

খড়্গা। চাঁদকৌড় আমায় বাধা দিল কেন পিতৃসন্দর্শনে যেতে!

ঝিন্দন। চাঁদকৌড়, কি হ'য়েছিল মা?

চাঁদ। বাইরে হ'তে পাগলের মত ছুটে আস্‌ছিলেন মহারাজের শয়ন-গৃহের দিকে। দুচোখ রক্তবর্ণ, হাতে উন্মুক্ত কৃপাণ,—ওঁর চেহারা দেখে অমঙ্গল আশঙ্কায় আমি শিউরে উঠলাম, মিনতি ক'রলাম, পায়ে জড়িয়ে ধরলাম—তবু কিছুতেই শুনলেন না।

খড়্গা। কেন শুনব? আমার হৃদ্‌পিণ্ডের তলা থেকে আমার পিতৃরক্ত

আমায় উচ্চকণ্ঠে ডেকে ব'লল "পরিশোধ কর—খড়্গাসিংহ, তোর পিতৃঋণ পরিশোধ কর!" ঋণ পরিশোধ ক'রব ব'লে কৃপাণ হাতে প্রবেশ করলাম পিতার শয্যাগৃহে—দেখলাম শূন্য শয্যা। ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফিরে এলাম কৃপাণ হাতে নিয়ে। মহারাজ রণজিৎসিংহ মাতাকে শৃঙ্খলিতা ক'রে মাতৃঋণ পরিশোধ ক'রেছেন, আমি রণজিৎ-সিংহেরই যোগ্য পুত্র—এই শাণিত কৃপাণ দিয়ে এবার পিতৃঋণ পরিশোধ ক'রব! (গমনোদ্যত)

চাঁদ। মা?—

ঝিন্দন। দাঁড়াও খড়্গাসিংহ! মহারাজ রণজিৎসিংহ মাতাকে বন্দিনী ক'রেছেন ব'লে যদি তাঁর প্রতি তোমার এই আক্রোশ,—জিজ্ঞাসা করি, মায়ি রাজকৌড় কেন বন্দিনী হ'য়েছেন জান তুমি?

খড়্গা। কেন?

ঝিন্দন। কার জন্যে তাঁর বন্দিত্ব ব'লতে পার?

খড়্গা। কার জন্যে?

ঝিন্দন। যদি বলি শুধু তোমারই জন্য!

খড়্গা। আমার জন্য! কেন, আমি কি ক'রেছি?

ঝিন্দন। কি ক'রেছ! মহারাজ রণজিৎসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি, তোমার এত মতিভ্রংশ ঘটেছে যে আবার প্রশ্ন ক'রছ—কি ক'রেছ?

খড়্গা। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—বল, আমি কি ক'রেছি?

ঝিন্দন। মতিচ্ছন্ন খড়্গাসিংহ, শুধু জেনে রেখো যে নীচুতে তুমি নেমেছ …এখনো চেষ্টা ক'রলে হয়ত সেখান থেকে ফিরতে পার। খড়্গাসিংহ, ফেরো, তুমি ফেরো—

খড়্গা। ফেরো, ফেরো, ফেরো,—চিরদিন ওই এক নীতির কথা শুনিয়ে কান ঝালাপালা ক'রে দিচ্ছ; আমার দোষ ত্রুটী দেখিয়ে নিজেদের

অপরাধ ঢাকবার চেষ্টা ক'রছ। আমি বুঝতে পেরেছি,—মায়ি রাজকৌড়ের বন্দিত্ব সম্বন্ধে যখন কোন দেবার মত কৈফিয়ৎ খুঁজে পেলে না···অমনি সব দোষ চাপিয়ে দিলে এই চিরকেলে দোষপুষ্ট খড়্গসিংহের ঘাড়ে। না, ওসব স্তোকবাক্যে আমি ভুলব না। চল্লুম আমি মহারাজ রণজিৎসিংহের কাছে—আমার এ কৃপাণ তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা ক'রবে!

ঝিন্দন। খড়্গসিংহ! মহারাজের সাক্ষাৎ তুমি পাবে না, যাও বাইরে যাও।

খড়্গ। পিতার সাক্ষাৎ পাব না?

ঝিন্দন। না, বাইরে যাও। রণজিৎসিংহের অযোগ্য পুত্র, আমি তোমায় নির্ব্বাসিত ক'রলাম! যাও—

খড়্গ। যদি না যাই!—

ঝিন্দন। মনে রেখো, আমি দুর্গ-স্বামিনী রাণী ঝিন্দন কৌড়। সহস্র সেনানী আমার আজ্ঞা প্রতীক্ষায় দুর্গ-প্রাকারে অপেক্ষা ক'রছে। আমার আদেশ পালনে মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রলে আমি তোমায় বন্দী ক'রতে বাধ্য হব মুর্খ!

খড়্গ। হুঁ, আচ্ছা—(প্রস্থানোদ্যত)

ঝিন্দন। আরো শোন, যেদিন মহাপুরুষ রণজিৎসিংহের পুত্র ব'লে পরিচয় দেবার অধিকার অর্জ্জন ক'রবে, সেইদিন ফিরে এস। যতদিন তা না পার, লাহোর-দুর্গ-প্রবেশ তোমার পক্ষে নিষিদ্ধ—যাও (খড়্গসিংহের প্রস্থান) এস চাঁদ; একি, তোমার চোখে জল?

চাঁদ। না মা, কোথায় জল? স্বামীকে আমার মানুষ হবার ব্রত উদ্‌যাপন ক'রতে ব'লেছ···তাতে আমার চোখে জল আসবে কেন? চল মা, যাই! (উভয়ের প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে রণজিৎসিংহ, ভেঙ্কুরা ও মোকামচাঁদের প্রবেশ)

রণ। কাশ্মীর অধিকার ক'রে আফগান সেনাপতি ফতে খাঁ আমাদের সঙ্গে এতখানি শঠতা ক'রল ?

ভেঙ্কুরা। কাশ্মীর জয় ! Who gave them কাশ্মীর ! This man—this মোকামচাঁদ ! He marched through hail storms and heavy showers of snow. দুশ্‌মনকা সাথ শেরকা মাফিক লড়াই ক'রল, আউর যখন দুশ্‌মনলোক হারিয়া গেল, ফতে খাঁ দৌলতখানাকা চাবি হাতমে লিয়ে দোঠ বাৎ বলিল—ভাগ যাও পাঞ্জাবী শিখ, তুম্‌কো হাম জানে না !

রণ। স্পর্দ্ধা বটে ফতে খাঁর ! এই বেইমানির প্রতিশোধ···রণজিৎসিংহের সেনাপতি মোকামচাঁদ, তুমি কি ভাবে নিলে ?

মোকাম। বেইমানির প্রতিশোধ নিতে আমরা অবিলম্বে শাহসুজার অবরোধ উন্মোচন ক'রে দিলাম মহারাজ। অবরুদ্ধ শাহসুজাকে আফগান কবল হ'তে মুক্ত ক'রে নিরাপদে কাশ্মীর সীমান্ত পার ক'রে দিলুম।

রণ। চমৎকার ! তারপর আমীর গেলেন কোথায় ?

মোকাম। শাহসুজা আমাদের সঙ্গেই কাশ্মীর পরিত্যাগ ক'রে লুধিয়ানা পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'য়েছিলেন। আফগানিস্থানের দ্বার তাঁর কাছে রুদ্ধ। আমরা তাঁকে আমন্ত্রণ ক'রেছিলাম লাহোরে আগমন ক'রতে ; কিন্তু তিনি অস্বীকৃত হ'লেন।

রণ। কেন ?

ভেঙ্কুরা। Because he has immense wealth with him—আমীরকা সাথ বহুৎ হীরা জহরৎ আছে, ঘরকা ডাকু উন্‌কো দৌলৎ লুটিয়া নিল,—কৈ কৈ বাহারকা ডাকুভি নিল। আমীরকা দিলভি বিগড়াইয়া গেল !

রণ। হ্যাঁ, আমিও শুনেছি শাহসুজার সঙ্গে আছে প্রচুর ঐশ্বর্য্য—আর তাঁর রাজমুকুটে আছে জগতের শ্রেষ্ঠ মণি কোহিনুর। এত ঐশ্বর্য্য নিয়ে পথে পথে বিচরণ করায় আমীরের জীবন বিপদাপন্ন হ'তে পারে। যে ক'রে হোক্ তাঁকে আমাদের আশ্রয়ে আনয়ন ক'রতে হবে।

মোকাম। কিন্তু বিপদে হতবুদ্ধি আমীরের আশঙ্কা, পাছে তাঁর রত্ন-মাণিক্য লুণ্ঠন করি।

রণ। লুণ্ঠন ক'রব! এত বিপুল ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পেলে···কার বা লোভ না যায় তা হরণ ক'রতে! মোকামচাঁদ, উপযুক্ত সেনাদলসহ আমার প্রতিনিধিরূপে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আমীরকে লাহোরে আনয়ন ক'রতে প্রেরণ কর।

মোকাম। মহারাজ, যদি অভয় দেন তাহ'লে একটী অনুরোধ জানাই!

রণ। বল।

মোকাম। আমীরকে আনয়ন ক'রতে মহারাজের যোগ্য প্রতিনিধি মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ খড়্গাসিংহ।

রণ। খড়্গাসিংহ! সে তো লাহোরে নেই!

মোকাম। এসেছেন মহারাজ। আমরা লাহোরে ফেরবার সময় যুবরাজকেও নগরে প্রবেশ ক'রতে দেখেছি। আমীর অবস্থা বিপর্য্যয়ে ম্রিয়মান, লাহোরের যুবরাজকে স্বয়ং উপস্থিত দেখলে আমীর নিশ্চয়ই নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁর সঙ্গে লাহোরে আসবেন।

রণ। ঠিক ব'লেছ মোকামচাঁদ! চঞ্চলমতি, দুর্নীতি-পরায়ণ হ'লেও···এ ক্ষেত্রে খড়্গাসিংহকে প্রেরণ করাই যুক্তিসঙ্গত। কর্ণেল ভেঞ্চুরা, উপযুক্ত সেনাদল সহ তুমি খড়্গাসিংহের সঙ্গে থাকবে। আমীরের একটী স্বর্ণকণাও যেন স্থানান্তরিত হ'তে না পারে,—খুব হুঁসিয়ার।

ভেঙ্কুরা। I understand Your Majesty.

রণ। কই হ্যায়, যুবরাজ খড়্গসিংহ! (প্রহরীর প্রস্থান)—আর মোকামচাঁদ, দূত প্রেরণ কর পেশোয়ারের শাসনকর্ত্তা ইয়ারখাঁর নিকট। আমার সেনাদল পেশোয়ারের ভেতর দিয়ে কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হবে। তিনি যদি নির্ব্বিবাদে আমার পথ ছেড়ে দিতে স্বীকৃত না হন, তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবে—পক্ষকালের মধ্যে আমরা সমগ্র পেশোয়ার সমতল ভূমিতে পরিণত ক'রব!

মোকাম। যথা আজ্ঞা মহারাজ! (প্রস্থান)

(ঝিন্দনের প্রবেশ)

ঝিন্দন। মহারাজ!

রণ। রাণী ঝিন্দন কৌড়! খড়্গসিংহ কোথায় জান?

ঝিন্দন। খড়্গসিংহকে পাবেন না মহারাজ! সে লাহোর-দুর্গে নেই।

রণ। নেই?

ঝিন্দন। আমি তাকে দুর্গ হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়েছি।

রণ। কেন? কি তার এমন গুরু অপরাধ?

ঝিন্দন। কি অপরাধ, সে আমি আপনাকে ব'লতে পারব না মহারাজ! সে দুর্গে নেই, তাকে আমি নির্ব্বাসিত ক'রেছি!

রণ। হুঁ! মাতা বন্দিনী, পুত্র নির্ব্বাসিত,—এই আমার রাজত্ব!

ঝিন্দন। মহারাজ!

রণ। যাও ভেঙ্কুরা,—সেনাদল প্রস্তুত কর। আমি নিজেই লুধিয়ানায় যাত্রা ক'রব। (ভেঙ্কুরার প্রস্থান)

ঝিন্দন। মহারাজ! আপনি আমার এ আচরণে মর্ম্মাহত হবেন না।

রণ। না, মর্ম্মাহত হ'ব কেন! আমার বৃদ্ধা মাতা আজ কারাগারে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র আজ নির্ব্বাসনে! মাতাল, দুশ্চরিত্র খড়্গসিংহ,—তবু—

তবু সে আমারি জ্যেষ্ঠপুত্র। না—না—তাতে কি হয়েছে! মাতা যাক—পুত্র যাক, কিন্তু খড়্গসিংহের বিমাতা ঝিন্দন কৌড়, তুমি ত আমার পার্শ্বে আছ! আমি মর্ম্মাহত হব কেন,—মর্ম্মাহত হব কেন!

(প্রস্থান)

ঝিন্দন। মহারাজ, দুনিয়া শুদ্ধ আমায় ভুল বুঝুক ক্ষতি নেই—কিন্তু তুমি আমায় খড়্গসিংহের বিমাতা ব'লে তিরস্কার কোরো না! খড়্গসিংহকে জঠরে ধরিনি, কিন্তু এ আমি জীবনে বিস্মৃত হব না যে সে আমারি দলীপসিংহের মত মহারাজ রণজিৎসিংহের ঔরষজাত পুত্র।

তৃতীয় দৃশ্য

লুধিয়ানার কক্ষ

মোহরার গীত

মন্দ মন্দ বহিছে পবন—
বিলোল কোমল মধুছন্দা,
অঙ্গে অঙ্গে দেহ পরশন
জাগুক লাজুক নিশিগন্ধা।
এমন গভীর রাতে পান্থবিহীন পথে
এলায়ে পড়েছে মৃদু আলো,
সবা'র নয়নে ঘুম, কি সরম দিতে চুম
যারে সখা, বাসিয়াছ ভালো।
এসো মম বাহুলতা বন্ধনে
এসো মম কামনার ক্রন্দনে
এসো যেথা সুরভিত নন্দনে
বহে অলকনন্দা॥

(কাণসিংহের প্রবেশ)

কাণ। বাঈজী ?

মোহরা। আমায় ডাকলেন ? (অগ্রসর হইল)

কাণ। উঁহু—কাছে নয়, ওখান থেকেই শোনো।

মোহরা। কি ?

কাণ। এত ক'রে পোষ মানাতে চেয়েছিলে যাকে—সেই পাখী তোমার পালিয়ে গেল !

মোহরা। পালিয়েছিল বটে—কিন্তু আবার ফিরে এসেছে।

কাণ। ফিরে এসেছে,—কখন ?

মোহরা। তাও জান না ? এই মাত্র।

কাণ। সত্যি। কাজ তা হ'লে হাসিল ক'রে এসেছে ?

মোহরা। দূর, তাকে নিয়ে আবার কাজ হাসিল হয় বুঝি ? সে একটী আকাট গোমুখ্যু !

কাণ। এই রে ! পারেনি ! সে আমি আগেই বুঝেছিলুম। ওর দ্বারা কখনো কোনো কাজ উদ্ধার হয় ? সাহেবসিংহেরও যেমন হ'য়েছে মরণ ! . আর তোকেও বলি বাপু, পারবি না যদি তবে আবার এখানে ফিরে এলি কোন মুখে ?

মোহরা। আর কোথায় যাবে বল,—সে যে আমার নাগর !

কাণ। অশ্লীল ! নাগর—না আস্ত একটী বাঁদর।

মোহরা। হ'লই বা, আমার যে বাঁদর নিয়ে খেলা করাই পেশা।

কাণ। তাহ'লে এই বেলা নাকে দড়ি বাঁধো, নইলে পালিয়ে যাবে।

মোহরা। পালিয়ে যাবে ! ইস্ ! ব'ললেই হ'ল ! (দরজায় খিল দিল) এই দরজা বন্ধ করে দিলুম, এবার পালাক দেখি কেমন !

কাণ। আরে, দরজা বন্ধ ক'রছ কেন ?

মোহরা। বাঁদরটা নাকি পালিয়ে যাবে শুনছি ?

কাণ। আরে, এ ঘরে তো আমিই আছি,—আবার বাঁদর কোথায় ?

মোহরা। এই একটী হ'লেই আমার চ'লবে।

কাণ। তার মানে, তুমি আমায় বাঁদর ব'লছ ?

মোহরা। আমি কেন ব'লব ! আর্শি থাকলে তোমার সাম্‌নে ধরতাম ; জবাব তোমার মুখেই ফুটত।

কাণ। দেখ, আমায় অপমান ক'রো না—আমি রেগে গেলে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে।

মোহরা। সেই কেলেঙ্কারি হবে আমার দেহের অলঙ্কার, তোমার কলঙ্কের পশরা নিয়েই হবে মোহরা বাঈজীর বেসাতি। অনেক সুন্দর মুখের প্রিয়া ডাক শুনে শুনে ঘেন্না ধ'রে গেছে,—এইবার তোমার ঐ বাঁদর-পানা মুখখানা নেড়ে আমায় একবার 'প্রিয়া' ব'লে ডাক না বন্ধু !

(অগ্রসর হইলেন)

কাণ। এই দেখ ! তফাৎ থাকো—এঁহে ছুঁয়ে দিও না। মেয়েছেলে হ'য়ে ব্যাটাছেলের গায়ে হাত ! একি অশ্লীলতা। দেশে দেশে হ'চ্ছে নারী নির্য্যাতন—আর ঘরে শেকল এঁটে সবলা নারী কর্ত্তৃক এমনভাবে অবল নর-নির্য্যাতনের কথা তো কোথাও শুনিনি বাবা ! কে আছ রক্ষা কর !

(নেপথ্যে দরজায় করাঘাত করিয়া সাহেবসিংহ 'বাঈজী' 'বাঈজী'—)

কাণ। ঐ সাহেবসিংহ এসেছে !

(দরজা খুলিল এবং সাহেবসিংহ প্রবেশ করিল)

বন্ধু সাহেবসিংহ ! আমায় রক্ষা কর। এই প্রবল নারী ঘরে শেকল এঁটে আমার উপর নির্য্যাতন ক'রছিল ! আমায় বাঁদর বলে অপমান কচ্ছিল ! (সাহেবসিংহ হাসিয়া উঠিল)

হাসছ ? মানে ওর কথায় সায় দিচ্ছ ! অর্থাৎ তাহ'লে আমি বাঁদর প্রতিপন্ন হ'লাম। বেশ, পথ ছাড়—তোমাদের সঙ্গে আর আমার কোনো সম্পর্ক নাই। (প্রস্থানোদ্যত)

সাহেব—আহা ! দাঁড়াও না—দাঁড়াও না কাণসিংহ !

কাণ। না কিছুতেই আমি দাঁড়াব না। আমি এ দল ছেড়ে চ'লে যাবো। ভারী তো পোড়া রুটী দিচ্ছে বাঈজী,—ও আমি অন্যত্র সংগ্রহ ক'রতে পারব।

সাহেব। তৈরী হ'য়ে নাও বাঈজী ! ওদিকে বন্দোবস্ত ঠিক।

(বাঈজীর প্রস্থান)

শোন বন্ধু ! সেই রুটীর সংস্থান হ'য়েছে, পাহাড় প্রমাণ রুটী ! এতদিন দুঃখনিশা ভোগ ক'রলে—আর একটু আমার সঙ্গে এগোলেই বংশপরম্পরায় গোস্ত রুটীর ব্যবস্থা হবে। প্রচুর আহার্য্য—প্রচুর ভোজ্যবস্তু—একটু দাঁড়িয়ে শোন।

কাণ। না, না, আমি দাঁড়াব না। বীর পুরুষ কথার নড়চড় করে না, আমি কিছুতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে আর এখানে দাঁড়াতে পারি না—সুতরাং আমি এখন ব'সব। (উপবেশন) এইবার বল—কোথায় পাহাড় প্রমাণ গোস্ত রুটী ?

সাহেব। শোন,—খবর পেয়েছি কাবুলের রাজ্যচ্যুত আমীর শাহসুজা লুধিয়ানা এসেছেন।

কাণ। (উঠিয়া) আমি চ'ললুম—এমন পরিহাস্ বিদ্রূপ আমি সহ্য ক'রব না। না হয় খাদ্যদ্রব্য আমি কিছু অধিক পরিমাণে গ্রহণ ক'রে থাকি, তা ব'লে কাবুলের আমীরকে আমি খাদ্যদ্রব্য ব'লে ভোজন ক'রতে পারব না।

সাহেব। আহা শোন ! আমীরকে ভোজন ক'রবে কেন ? বিপুল

ভোজ্যবস্তুর সংস্থান র'য়েছে তাঁর সঙ্গে! অগণন ঐশ্বর্য্য, অফুরন্ত হীরা জহরৎ—

কাণ। তা থাকলই বা! ধন-দৌলৎ তো রণজিৎসিংহেরও আছে—সিন্ধিয়ারও আছে; কিন্তু আমাদের তাতে কি? আমাদের দিচ্ছে কে?

সাহেব। সব ব্যবস্থা ক'রেছি বন্ধু। আমীরের অগাধ ঐশ্বর্য্য পথে পথে চোর ডাকাতে লুটছে। এবার যাতে আর কেউ লুটতে না পারে তাই আমীরের কোষাগাররক্ষী আবু তোরাবকে হাত ক'রেছি। বিশেষতঃ, রণজিৎসিংহ টের পাবার পূর্ব্বে সেই বিপুল ঐশ্বর্য্য যদি কোনক্রমে আমাদের করায়ত্ত হয় কাণসিংহ, তবে জেন, আমাদের দুঃখনিশার চির অবসান। আর কারুর মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হবে না।

কাণ। এমন কি ঐ অশ্লীলা মোহরা বাঈজীরও না?

সাহেব। না, কারুর নয়! আমি বুঝতে পেরেছি, খড়্গসিংহের প্রেমের ছোঁয়াচ মোহরার মনেও লেগেছে। সে এখন আমাদের হিতের চেয়ে যুবরাজের হিতই বেশী ক'রে চাইছে। আমীরের ঐশ্বর্য্য হাতে পেলে মোহরাকে সেই মুহূর্ত্তে দূর ক'রে দেব।

কাণ। বটে! তা না হয় খানিকক্ষণ কষ্ট ক'রে মুখ চেয়ে থাকব! নিদেন কাজ হাসিল ক'রে এমন মুখ ভ্যাঙচাবো—

(বাঈজীর প্রবেশ)

মোহরা। কাকে মুখ ভ্যাঙচাবে?

কাণ। তো তো (সাহেব ইঙ্গিত করিল)—না তো—আমি এই যে তোমার মুখ চেয়েই আছি! আহা, পরিষ্কার মনের ছাপ মুখে ফুটে বেরুচ্ছে! তোমার মুখ যেন এক স্বচ্ছ আয়না!

মোহরা। তাহ'লে আমার চোখের পানে এম্নি তাকিয়ে থাক, এই

আয়নাতেই মুখ দেখতে দেখতে আমায় অনুসরণ কর। কারণ অনেক সময় মুখ না দেখে তুমি নিজের পরিচয় ভুল কর। দেখছ নিজের মুখ ?

কাণ। হুঁ—দেখছি—

মোহরা। বুঝতে পারছ—আমার কথা সত্যি !

কাণ। হ্যাঁ—এখন কিছুক্ষণের জন্যে সত্যি।

মোহরা। তবে নিজেই ব'লছ তুমি আস্ত বাঁদর !

কাণ। হ্যাঁ—এখন কিছুক্ষণের জন্য বাঁদর তো বটেই, কাজটা হাঁসিল হ'লে তখন বাঁদরে কলা দেখিয়ে পগার পার হবে। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

লুধিয়ানায়—আমীর শাহসুজার গৃহ

(পানমত্ত আবু তোরাব)

নর্ত্তকীদের নৃত্য-গীত

আজ চাঁদিনীর নেশায় মাতাল চামেলি আর হাসনুহানা,
নিরালা মোর হিয়ার দোরে কোন বিরহী দিচ্ছে হানা ?
ভাবিতেছিনু মাধবী রাতে
কেন নামে জল আমার চোখে !
এমন কালে কহিল ওকে
বাদল সখী, আমারও সাথে।
চাহিয়া দেখি বিদেশী পথিক—
বিধুর অধর চাহে অনিমিখ
বাঁধিল মোরে　　বাহুর ডোরে
নারিনু তারে করতে মানা !!

(কাণসিংহ ও সাহেবসিংহের প্রবেশ)

সাহেব। এই যে আবু তোরাব সাহেব, একেবারে রঙের ঝর্ণায় সাঁতার কাট্‌ছেন!

আবু। আসুন, আসুন দোস্ত!—ইনি! (কাণসিংহকে দেখাইল)

সাহেব। যার কথা ব'লেছিলাম,—আমাদের সেই পরম সুহৃদ্ কাণসিংহ।

আবু। (সাহেবকে মদ্যদান)—আসুন (কাণসিংহকে) চ'লবে?

কাণ। আজ্ঞে না—পানীয় বস্তুর চেয়ে ভোজ্য বস্তুর দিকেই আমার পক্ষপাতিত্ব একটু বেশী!

আবু। (ভুড়ি দেখাইয়া) ওই বুঝি তার সাক্ষ্য?

কাণ। মশাইও তাতে কম যান না! সাহেবসিংহ আমি চ'ললাম।

সাহেব। আহা, রাগ ক'রো না; উনি আমার সঙ্গে দোস্তি ক'রেছেন, সেই অধিকারেই পরিহাস ক'রছেন। দোস্ত, আপনার খবর বলুন?

আবু। বাঈজী এসেছে?

কাণ। ওই দেখ, সব ফেলে গোড়াতেই বাঈজীর খোঁজ! কেন? এই গালপাট্টাওয়ালা ভাইজীদের দিকে কি নজর পড়ে না? ওর নাম কি—হবু তালাক মিঞা?

আবু। আমার নাম হবু তালাক নয়—আবু তোরাব।

কাণ। ঐ হ'ল—আবু তোরাব—হবু তালাক—একই কথা।

আবু। একই কথা।

কাণ। এক নয়? এখন আছেন আবু তোরাব—বাঈজীকে না দেখেই তার জন্যে অস্থির, কিন্তু বাঈজী আপনাকে দেখে বড় জোড় একটীবার অশ্লীল রকম তাকিয়ে আপনাকে ক'রবে বরখাস্ত—অর্থাৎ তালাক দেবে। তাই আপনাকে বল্লুম হবু তালাক!

আবু। আপনার সঙ্গীটী বেশ রসিক ত!

কাণ। ভেতরে রস টইটম্বুর ক'রছে ব'লেই আপনাদের মত পেয়ালা ভ'রে আর রঙ্গিন রস পান ক'রতে হয় না। কিন্তু ওসব কথা যাক—বলি, আপনার আমীর শাহসুজা কোথায় ?

আবু। যক্ষের মত ধনদৌলত পাহারা দিচ্ছে।

সাহেব। তবে ?

আবু। ব্যবস্থা যা হয় আমি ক'রবই—কিন্তু মনে থাকে যেন—বিপুল ঐশ্বর্য্য হাতে পেয়ে আমায় ভুলবেন না তখন !

সাহেব। ছিঃ দোস্ত ! এতবড় বেইমান আমরা নই !

আবু। আমার অংশ মনে আছে ?

সাহেব। আছে, আছে।—অর্দ্ধেক তোমার, অর্দ্ধেক আমাদের।

কাণ। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ! ধনদৌলত আগে হাতে এনেই দাও না, তখন দেব আমরা ঠিক—ভাল কথা, রম্ভা কথার অর্থ জান মিঞা ?

আবু। না, আমরা আফগান !—রম্ভা কি বস্তু সে ত কখনো দেখিনি !

কাণ। রম্ভা একটা ভারী আশ্চর্য্য জিনিষ মিঞা ! আগে টাকাকড়ি আমাদের হাতে তুলে দাও—তখন রম্ভা নামক ওই পরম উপভোগ্য বস্তুটী তোমায় দেখিয়ে আমরা সিধা ঘরমুখো রওনা হব !

আবু। বেশ, বেশ ! টাকাকড়ি যা ব'লেছি তোমরা পাবেই ; কিন্তু দেখ, যাবার সময় তোমাদের রম্ভা নামক বস্তুটী দেখাতে ভুলো না যেন !

কাণ। না মিঞা, না ! শুধু রম্ভা ! তোমায় আমরা পক্ক রম্ভা দেখিয়ে যাব !

আবু। চুপ, ওপরের বারান্দায় পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি যেন !

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। আমীর বারান্দা দিয়ে নীচে নেমে আসছেন !

আবু। (প্রহরীকে প্রস্থানের ইঙ্গিত) আপনারা আপাততঃ পার্শ্বের ঘরে যান! ওই আসছে, আমি আলো নিভিয়ে দিচ্ছি। যেন কাউকে দেখতে না পায়!

(সাহেব ও কাণসিংহের প্রস্থান—কক্ষ অন্ধকার হইল)

শাহ। (নেপথ্যে) কে? কে আলো নেভালে? আলো নেভালে কে? হুয়া পর কৌন্ হ্যায়?

[শাহসুজার প্রবেশ)

আবু। (অভিবাদন) হজরৎ, আপনার গোলাম আবু তোরাব।

শাহ। আবু, সব আলো এক সাথে নিভে গেল ভাই! মনে হ'চ্ছে অন্ধকারে বীভৎস পৃথিবী যেন লুব্ধ চোখ মেলে আমার পানে তাকিয়ে আছে! স্বার্থপর—ক্রুর—শয়তান যারা—অন্ধকারের ভেতর হাত বাড়িয়ে দিয়ে তারা ব'লছে "দাও, আমাদের ঐশ্বর্য্য দাও"—আমার যে বড্ড ভয় করে আবু!

আবু। ভয় কি হজরৎ! গোলাম আপনার পার্শ্বে আছে। নতুন ক'রে আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছি।

শাহ। আলো জ্বালাবে! হাঁ, তাই জ্বাল। প্রচুর আলো! বাইরের মনের সব আঁধার ঘুচে যাক্, পৃথিবীর মলিনতা আলোর বন্যায় ধুয়ে যাক্—আলো, আলো—(আলো জ্বলিল) আর নেই?

আবু। সব আলোই ত জ্বালিয়েছি হুজুর!

শাহ। কিন্তু এ ত হ'ল না! বাইরের আলো অন্ধকারকে তাড়া ক'রে যেন ভেতরে নিয়ে এল! এই আলোতে তুমি দাঁড়িয়ে আছ আবু,—তবু তোমায় এই স্বচ্ছ আলোর মাঝে পেয়ে কেন যেন মনে হয় তোমার মনে আঁধারের আর সীমা পরিসীমা নেই! কত গ্লানি, কত জঞ্জাল, কত না প্রবঞ্চনা যেন তোমার মনের ভেতর বাসা বেঁধে আছে।

আবু। হজরৎ! (চমকিয়া উঠিল)

শাহ। কিন্তু তুমি ত তা নও! পরম বিশ্বাসী দুর্দ্দিনের বন্ধু আমার, কেন তবে এমন মনে হয়? পার, পার বন্ধু, আমার মনের এই বিকার দূর ক'রতে? পার আমায় এমন কোন ঔষধ দিতে, যা পান ক'রে আমার হৃদয়ের এই অবিশ্বাস, এই হতাশা, এই গ্লানিপুঞ্জ দূর হ'য়ে যায়?

আবু। পারি হজরৎ। আপনার জীবনে আমি আনন্দের সন্ধান দিতে পারি। কিন্তু সেকি আপনি সত্যি চান?

শাহ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আনন্দ চাই। নিরাশ জীবনে আমার আজ আনন্দের বড় প্রয়োজন। চাই আনন্দ—উদ্দাম, বলিষ্ঠ, উন্মাদ আনন্দ!

(নৃত্য-ছন্দে মোহরার প্রবেশ)

অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব! কে তুমি নর্ত্তকী?

মোহরা। হজরৎ, পরিতৃপ্ত?

শাহ। হ্যাঁ, আমি পরিতৃপ্ত!

মোহরা। আমার বক্‌শিশ্?

শাহ। কি চাই?

মোহরা। লাখো আশরফী!

শাহ। লাখো আশরফী! কোথায় পাব! আমি যে কপর্দ্দকহীন পথের ভিখারী।

আবু। সে কি হজরৎ! গোলামকে হুকুম করুন, আমি এখনি কোষাগার থেকে নিয়ে আসছি।

শাহ। কিন্তু সে অর্থ ত আমার নয়! সে যে আমার আফগান প্রজার গচ্ছিত ধন!

আবু। কিন্তু ওই নজরানা ঠিক ক'রেই নর্ত্তকীকে আনা হ'য়েছিল। সে

ত না দিয়ে পারব না। লুধিয়ানায় এদের অশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি। হুজুর, অর্থদানে ইতস্ততঃ ক'রলে গোলযোগের সম্ভাবনা!

শাহ। তবে কেন আনলে এদের ডেকে? তুমি কি জান না আবু, ও অর্থ আমি দিতে পারব না!

মোহরা। হুজরৎ মেহেরবানি ক'রলেই পারেন।

শাহ। না—না—পারি না! নির্ব্বোধ নর্ত্তকী, সে ঐশ্বর্য্য যদি নিজের হ'ত তবে কি মাথার ওপরে সহস্র শত্রুর খঞ্জর ঝুলছে—প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন আমার বিপন্ন হচ্ছে—এ সত্ত্বেও আমি ওই অভিশপ্ত রত্ন মাণিক্যের বোঝা বহন ক'রে হিন্দুস্থানের পথে পথে বিচরণ করতাম! দীন দুঃখী আফগান প্রজার বুকের রক্ত জলকরা ঐ ঐশ্বর্য্য—দেশের রক্ষক ব'লে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। দেশে আজ অত্যাচার, উৎপীড়ন—তাই তাদের গচ্ছিত ধন আগলাতে আত্মগোপন ক'রে ফিরছি। কবে আবার দেশে ফিরব, কবে তাদের গচ্ছিত ধন তাদের হাতে ফিরিয়ে দেব!

আবু। কিন্তু ওরা সেকথা শুনবে কেন? ওই যা! নর্ত্তকী বুঝি চ'লে যায়! শোন—শোন নর্ত্তকী!

মোহরা। উহুঁ—হুজরৎ যখন নাচ দেখে পারিশ্রমিক দিতে নারাজ, তখন আমরাও দেখি পারিশ্রমিক আদায় হয় কি না!—

(প্রস্থান)

আবু। সর্ব্বনাশ! নর্ত্তকীর দলের লোকেরা এখনি যে এসে প'ড়বে!

(নেপথ্যে কোলাহল)

শাহ। ও কিসের কোলাহল?

আবু। বুঝি ওরা হাঙ্গামা বাঁধালো। দিন হুজরৎ, এখনো কোষাগারের চাবি ফেলে দিন!—নইলে জীবন আপনার বিপন্ন হবে।

শাহ। জীবন বিপন্ন হবে! শেষে এই হিন্দুস্থানে এসে চিরদিনের তরে—না, না, জীবনের জন্য একি দুর্ব্বলতা! যায় যাক্ জীবন—তবু আমার প্রজার ঐশ্বর্য্যের এক কপর্দ্দকও আমি দেব না!

আবু। ওই লুট-তরাজ আরম্ভ হ'ল! এখনও শুনুন হজরৎ, জীবনের বিনিময়েও আপনি ঐশ্বর্য্য দেবেন না!

শাহ। না—না—না, জান কবুল, তবু ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র আমি অনধিকারীকে বিলিয়ে দিতে পারব না। ও যে আমার আফগান ভাইদের বুকের রক্ত—টাট্‌কা বুকের রক্ত!

আবু। তবে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তোমায় এই নির্ব্বুদ্ধিতার শাস্তি গ্রহণ ক'রতে হবে আমীর শাহসুজা! (বংশীধ্বনি)

(সশস্ত্র সৈনিকগণ আমীরকে বেষ্টন করিল)

শাহ। একি! আমারি দেহরক্ষী সেনাদল, তোমার ইঙ্গিতে আমায় বেষ্টন ক'রল!

(কাণসিংহ ও সাহেবসিংহের প্রবেশ)

কাণ। আমরাও প্রবেশ কল্লাম—দাও টাকা, নইলে ঘচাং ক'রে কেটে ফেলব, হ্যাঁ—

আবু। দস্যুদল লুট-তরাজ ক'রতে পুরী প্রবেশ ক'রেছে—এই শেষবার জিজ্ঞাসা ক'রছি, কোষাগারের চাবি দেবে কি না?

শাহ। না—

আবু। না! তবে খোদাতাল্লাকে স্মরণ কর আমীর! তোমার জীবনের এই শেষ!

(গুলি করিতে উদ্যত—সহসা ভেঞ্চুরার গুলিতে আবুর হাতের পিস্তল পড়িয়া গেল; আবু আমীরের পায়ের উপর পড়িল)

কাণ। ওরে বাবা, লাল ফিরিঙ্গী! লাশে লাল ক'রল! পালাও—
পালাও— (উভয়ের পলায়ন)

আবু। ওঃ—কে—কে গুলি ক'রে পিস্তল আমার হাত থেকে ফেলে দিলে? কে?—

(ভেঞ্চুরার প্রবেশ)

ভেঞ্চুরা। Your fate—টোমার নসীব টোমাকে গুলি করিয়াছে—ইয়ে গোলাম, যো হাতমে হর্‌রোজ আমীর বাহাদুরকা জুতি সাফা করিয়াছে ও হাতকো একহি কাম আছে, উসিক ওয়াস্তে তেরা নসীব পিস্তল হাতসে মিট্টিমে ফেলিয়া দিল। আউর তেরা হাত আমীর বাহাদুরকা জুতিকা উপর রাখিয়া দিল। এই, কাঁহা ভাগ্‌ জাতা! সাফা কর— জুতি সাফা কর! (ঘাড় ধরিল)

আবু। হজরৎ—হজরৎ! গোস্তাফি মাফ কিজিয়ে!

শাহ। ওঠো আবু! বিদেশী বীর তোমায় যেন কোথায় দেখেছি!—

ভেঞ্চুরা। Your Excellency, I am Colonel Ventura, Military Commander to His Majesty Ranajitsingh.

শাহ। মহারাজ রণজিৎসিংহ! কোথায়?

(রণজিতের প্রবেশ)

রণ। রণজিৎসিংহ তোমার সম্মুখে ভাই!

শাহ। মহারাজা রণজিৎসিংহ! (অভিবাদন)

রণ। আমারি স্বদেশে আগমন ক'রেও তুমি লাহোরে আমার আতিথ্য গ্রহণ ক'রতে যাওনি, তাই লুধিয়ানার সসৈন্যে উপস্থিত হ'লাম কাবুলের মহামান্য আমীর শাহসুজাকে আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন ক'রতে। পেশোয়ারের সঙ্গে সন্ধি হ'য়েছে, আমি পেশোয়ারের অভ্যন্তর দিয়ে কাবুলে অভিযান ক'রব। যতদিন উচ্ছৃঙ্খল শাহমামুদকে শাস্তি দান

ক'রে তোমার ন্যায্য সিংহাসন তোমায় প্রত্যর্পণ ক'রতে না পারি, ততদিন আমার অতিথিরূপে লুধিয়ানার রাজপ্রাসাদে অবস্থান ক'রতে তোমার আপত্তি আছে আফগান-বীর? অবশ্য যতদিন তুমি লুধিয়ানায় অবস্থান ক'রবে ততদিন লুধিয়ানার সম্পূর্ণ অধিকার তোমার, এবং লুধিয়ানার রাজস্ব, বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রার মধ্যে এক কপর্দ্দকও আমার পাঞ্জাব সরকার তোমার নিকট হতে গ্রহণ ক'রবে না। বল আমীর শাহসুজা এ প্রস্তাবে তুমি স্বীকৃত?

শাহ। স্বীকৃত। অসহায় বিপদাপন্ন পথের ভিক্ষুক আমি,—আমার প্রতি এতখানি অযাচিত উপকার প্রদর্শন ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রছ পাঞ্জাব-কেশরী, আমি এতে স্বীকৃত কি না!

রণ। আমীর শাহসুজা!

শাহ। আজন্ম কারও দয়ার দান গ্রহণে অভ্যস্ত নই; কিন্তু তবু হে মহাপ্রাণ পাঞ্জাব-কেশরী! তোমার এই দানের সঙ্গে বিজড়িত রয়েছে নিঃসহায় বিজাতীয়ের প্রতি যে অসীম মমতা—তারই জন্য প্রলুব্ধ হচ্ছি তোমার দান সসম্মানে মাথা পেতে গ্রহণ ক'রতে। এই স্নেহদানের বিনিময়ে গ্রহণ কর পাঞ্জাব-কেশরী তোমার এই মুস্লিম ভায়ের প্রীতির নিদর্শন কোহিনূর-শোভিত রাজমুকুট,—আর আমার মাথায় পরিয়ে দাও তোমার ঐ বিরাট মনুষ্যত্ব-মণ্ডিত পবিত্র উষ্ণীষ।

রণ। উষ্ণীষের বিনিময়ে জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন কোহিনূর! আমীর শাহসুজা!

শাহ। নাও, গ্রহণ কর!

রণ। আমীর শাহসুজা!

শাহ। গ্রহণ ক'রবে না? বুঝেছি, এই ভাগ্য বিড়ম্বিত হতভাগ্যের সঙ্গে মহারাজ রণজিৎসিংহ উষ্ণীষ বিনিময়ে অসম্মত। বিদায় মহারাজ, আদাব!

রণ। না, না,—দাঁড়াও ভাই! উষ্ণীষ বিনিময় আমার ধর্ম্মনিষিদ্ধ। আজন্ম সৈনিক আমি, উষ্ণীষের চেয়েও তরবারি আমার অধিক প্রিয়। এস তোমার উষ্ণীষের সঙ্গে আমার তরবারি বিনিময় করি। জগতের শ্রেষ্ঠ মণি কোহিনূরের প্রলোভনে নয়,—কোহিনূরকা কিম্মত তো পাঁচ জুতি—শক্তি থাকলেই ও মণির অধিকার লাভ করা যায়। কিন্তু যে মণিরত্ন শক্তি দিয়ে আয়ত্তে পাওয়া যায় না, সেই ভালবাসার মাণিক বিনিময় ক'রছি আমরা আজ এই তরবারি ও উষ্ণীষ বিনিময় করে। এ বিনিময় ভারতবর্ষের সঙ্গে আফগানিস্থানের হৃদয়ের বিনিময়। (উষ্ণীষ ও তরবারি পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লুধিয়ানায় মোহরার কক্ষ

নর্ত্তকীদের নৃত্য-গীত

চঞ্চল সমীরণ মন্থর পায়!
মঞ্জুল বন ছায় ছল করে মুছরায়
অঞ্চল টানি মুখ চুমিয়া পালায়!
শঙ্কিতা পরশনে কুণ্ঠিতা কিশোরী
গুণ্ঠনে ঢাকি মুখ লাজে ওঠে শিহরি;
সরসীর আরসিতে চুম্বন দাগ
যত দেখে মানিনীর তত বাড়ে রাগ
যত রাগে তত লাগে ঠোঁটে রাঙা ভাগ
লুকানো না-বলা-কথা গন্ধ বিলাহ!!

মোহরা। নাঃ!—এ আমার ভাল লাগে না। এ গান বড় নিষ্প্রাণ! কিছুতেই আমার প্রাণের ঝড় শান্ত ক'রতে পারছে না।

(নেপথ্যে চৈৎসিংহ—"বাঈজী মোহরা")

মোহরা। কে? চৈৎসিংহ!—

(চৈৎসিংহ ও খড়্গাসিংহের প্রবেশ)

খড়্গা। না, না, আমি যাব না! কেন তোমরা জোর ক'রে আমায় এখানে টেনে নিয়ে আসছ!

মোহরা। যুবরাজ খড়্গাসিংহ!

খড়্গা। উ—পেশোয়ারী বুল বুল ডাকছে না!

কেন এলি বুল বুলি
মরু ভূঁয়ে পথ ভুলি
রৌদ্রে ঝড়ে চিতানলের শিখা
যা ফিরে যা ফুলের ভায়ে
সইবে না তোর নরম গায়ে
ঝল্‌সে দেবে মরুর মরিচিকা!

চৈৎসিংহ, চল—

চৈৎ। কোথায় যাবেন? অতিরিক্ত সুরাপানে আপনার দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই—আপনি প্রমত্ত!

খড়্গা। প্রমত্ত! মাতাল! উহু, মদ খেয়ে আমি মাতাল হই না! কি হয় আমার জানো, চৈৎসিংহ! তুমি বিয়ে ক'রেছ? শুভদৃষ্টির সময় থেকে বাসর-শয্যার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত মনের ভেতরটা কেমন করে, অনুভব কর! মদ খেলে আমার হয় সেই অবস্থা! তাই মদ এতো ভালো লাগে,—কিন্তু কোথায় পাবো মদ! দেবে বাঈজী। (মদ্যপান) আঃ, ফুরিয়ে গেল। আর আছে?—

মোহরা। আর খাবেন না! অসুস্থ হ'য়ে প'ড়বেন।

খড়্গা। বটে! বাঈজীও আমায় মদ খেতে নিষেধ করে। সৎ হ'তে উপদেশ দেয়। হাঃ হাঃ হাঃ! আমি বড় গরীব, নইলে অনেক মদ কিনে খেতাম।

চৈৎ। কে বলে আপনাকে গরীব! আপনি লাহোরের যুবরাজ—

খড়্গা। হুঁ।—কিন্তু বলিতে হয় লাজ,

ছোলা ভাজা খেয়ে বাঁচেন লাহোর যুবরাজ!

চৈৎ। কেন আপনার এই দুর্দ্দশা! কেন আপনি রাজভোগে বঞ্চিত!

খড়্গা। সাধ ক'রে সই, সাধিনি বাদ
লাহোর-দুর্গে প্রবেশ আমার ভীষণ অপরাধ!
মায়ের হুকুম নির্ব্বাসিত পথে—
পথে পথেই বেড়াই তাই সওয়ার চরণ রথে!

চৈৎ। কিন্তু বিমাতার আদেশ আপনি কেন মানবেন! লাহোর-দুর্গে আপনাকে প্রবেশ ক'রতে হবে!

খড়্গা। বিমাতার আদেশ না মানি—কিন্তু দুর্গের বন্দুক-কাঁধে সেপাই-শান্ত্রী, তারা তো আমার বিমাতা নয়! খোঁচা দেবে যে!

চৈৎ। সে ব্যবস্থা আমি ক'রছি! শুনুন যুবরাজ, আপনার পিতা মহারাজ রণজিৎসিংহ দু'এক দিনের মধ্যেই পেশোয়ারে যুদ্ধযাত্রা ক'রছেন। পেশোয়ারের ইয়ার খাঁ পেশোয়ার হ'তে বিতাড়িত! পেশোয়ার এখন দুর্দ্দান্ত আফগান সেনাপতি আজিম খাঁর অধিকারে। পেশোয়ারে ভয়ানক যুদ্ধ হবে! জয়-পরাজয় অনিশ্চিত! মহারাজ রণজিৎসিংহকে পেশোয়ার রণ-ক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত সেনাবল সম্মিলিত ক'রতে হবে। লাহোর-দুর্গ থাকবে এক রকম অরক্ষিত!—

খড়্গা। হুঁ—তারপর!—

চৈৎ। আমাদের সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন লাহোর-দুর্গ অধিকার করা। আমি বহু চেষ্টায় একদল সুশিক্ষিত সেনা সংগ্রহ ক'রেছি। তারা রণজিতের অবর্ত্তমানে দুর্গ অবরোধ ক'রে আপনাকে আপনার অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রবে। চলুন আমার সঙ্গে!—

মোহরা। না—না—চৈৎসিংহ! তুমি যুবরাজকে আর বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ো না!

খড়্গা। উঁ—আবার বাঈজীর অনুকম্পা? সমবেদনা!

মোহরা। ভেবে দেখুন যুবরাজ, মহারাজ রণজিৎ যখন পেশোয়ার হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন কর্ব্বেন!

চৈৎ। থামোনা বাঈজী! পেশোয়ার-যুদ্ধ জয় ক'রে ফিরে আসা চাটিখানি কথা নয়।

মোহরা। কিন্তু চির অপরাজিত রণজিৎ জীবনে বহু অসম্ভবকে সম্ভব ক'রেছেন!

চৈৎ। তা যদি করেন—ক'রবেন! দুর্গ অধিকারে এলে আমরাও দেখব তখন—কি ক'রে তিনি যুবরাজকে সেখান হ'তে অপসারিত করেন!

খড়্গা। দুর্গ অধিকার! চৈৎসিংহ, সত্যই তোমার সেনাদল প্রস্তুত!

চৈৎ। নিশ্চয়! শুধু আপনার আজ্ঞা অপেক্ষায়।

খড়্গা। চলো—

মোহরা। যাবেন না যুবরাজ—মিনতি ক'রছি—যাবেন না!

খড়্গা। কেন?

মোহরা। এ পিতৃদ্রোহ—

খড়্গা। না,—এ পিতৃদ্রোহ নয়! পেশোয়ারী বাঈজী, খড়্গাসিংহকে পিতৃভক্তি শেখাতে চেয়ো না। সৈন্য নিয়ে আমি দুর্গ অবরোধ ক'রব। মুক্ত ক'রব বন্দিনী রাজমাতাকে। শুনব তাঁরই কাছে

কেন তাঁর এ বন্দীত্ব!—যদি বুঝি স্বার্থের বশে রণজিৎসিংহ তাঁর মাতাকে বন্দিনী ক'রেছেন—তবে জেন, হন্ রণজিৎ দিগ্বিজয়ী পাঞ্জাবকেশরী, আসুন ফিরে তিনি পেশোয়ার হ'তে সুবিপুল সেনাদল সমভিব্যাহারে—তবু জেন, খড়্গসিংহের দেহে একবিন্দু শোণিত থাকতে লাহোর-দুর্গে আমি তাঁকে প্রবেশ ক'রতে দেব না। পিতৃদ্রোহী হ'য়ে আমি মাতৃদ্রোহী রণজিৎসিংহকে উপযুক্ত প্রতিফল দান ক'রব—এস চৈৎসিংহ চ'লে এস—! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

লাহোর—রাজ-উদ্যান

চাঁদকৌড়ের গীত

মোর প্রেমের দেউল তলে!
বিরহের মণি দীপ নিশিদিন জ্বলে।
ধরিতে চাহিনু যারে
সে যে দূরে যায়—দূরে যায় বারে বারে।
নিভৃত বিজনে গোপন গহনে
একা ভাসি আঁখি জলে।
অতীত দিনের যত প্রথম প্রণয় কথা,
বলিতে কব না পুনঃ প্রাণে যদি লাগে ব্যথা,
হে পাষাণ, আজি বল বল শুনি
আমারে কাঁদায়ে সুখী হবে তুমি,—
তাই যদি হয় সুখেতে কাঁদিব
এ জীবনে পলে পলে।

(ঝিন্দন কৌড়ের প্রবেশ)

ঝিন্দন। চাঁদকৌড় !

চাঁদ। মায়ি !

ঝিন্দন। মহারাজ প্রত্যুষে পেশোয়ার যুদ্ধে যাত্রা ক'রবেন—তুমি তাঁর পাশে থেকে যাত্রার সমস্ত আয়োজন ঠিক ক'রছিলে। ক্ষাণিক বাদে দেখি তুমি নেই ! একা একা উদ্যানে কি ক'রছিলে মা !

চাঁদ। আমার একা থাকতে বড় ভাল লাগে মায়ি !

ঝিন্দন। কেন চাঁদকৌড় ?

চাঁদ। বলতে পারি না মা। মহারাজের পরিচর্য্যা ক'রতে ক'রতে হঠাৎ কেন জানিনা মন বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠল,—তাই এই উদ্যানে ছুটে এলুম।

ঝিন্দন। চাঁদ !—

চাঁদ। মায়ি—

ঝিন্দন। একটি কথা আমায় সত্যি ব'লবে মা ?

চাঁদ। কি ?

ঝিন্দন। বল লুকোবে না—আমার কাছে সত্য বল'বে ?

চাঁদ। হ্যাঁ মা, কখনও কি কোন কথা তোমায় লুকিয়েছি আজ পর্য্যন্ত ?

ঝিন্দন। তা জানি, আর জানি ব'লেই তো জিজ্ঞাসা ক'রছি।

চাঁদ। কি ?

ঝিন্দন। তোমার মনে বড় কষ্ট—না মা ?

চাঁদ। মা ! (অঞ্চলে মুখ ঢাকিল)

ঝিন্দন। জানি, তোমার এ দুঃখের জন্য আমি দায়ী। আমিই তোমার স্বামী খড়্গসিংহকে লাহোর-দুর্গ হ'তে বহিষ্কৃত করে দিয়েছি—আমিই তোমাদের জীবন-আকাশ বিষাদের কালো মেঘে ছেয়ে দিয়েছি।

চাঁদ। না মা, তুমি যা ক'রেছ সে ত আমার স্বামীর মঙ্গলের জন্যই ক'রেছ ; স্বামী সেবা ক'রতে পেলুম না সেজন্য দায়ী আমার মন্দ অদৃষ্ট।

ঝিন্দন। খড়্গাসিংহের হিতের জন্য যা ক'রেছিলাম তাতে তো কোন সুফলই ফল্‌ল না। ভেবেছিলাম দুঃখের আগুনে পুড়ে খড়্গাসিংহের মনের ময়লা কেটে যাবে, সে আবার মানুষ হ'য়ে গৃহে ফিরবে ;—কিন্তু লোকমুখে শুনি সে দিন দিন অবনতির ধাপে ধাপে নেমে চ'লেছে। তার মঙ্গল হবে কেমন ক'রে ?

চাঁদ। একটী কথা ব'লব মা ?

ঝিন্দন। কি ?

চাঁদ। দেখ মা, আমার মনে হয়, তিনি মানুষ হ'তে পারেন, তুমি যদি তাঁকে কাছে টেনে নাও। তুমি যাকে গ'ড়ে তুলতে না পারবে—কে তাকে পথের সন্ধান দেবে বাইরের অচেনা পৃথিবীতে ! পাপের পথ হ'তে আত্মরক্ষার স্থান এই দুর্গমধ্যে একমাত্র তোমারই পায়ের তলায় মা,—দুর্গের বাইরে নয় !

ঝিন্দন। ঠিক ব'লেছিস মা ! সে আমার পুত্র, মা হ'য়ে আমি যদি তাকে ধ্বংশ হ'তে না বাঁচাতে পারি তবে কোথায় রইল আমার মাতৃত্বের গৌরব ? চাঁদকৌড়, আমি তাকে লাহোর-দুর্গে আহ্বান ক'রব ; মহারাজ পেশোয়ার যাত্রা ক'রলেই,—এই দুর্গমধ্যে আমার বুকের অভেদ্য দুর্গে তাকে আশ্রয় দেব। দেখি খড়্গাসিংহকে কে সেখান হ'তে পাপের পথে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

চাঁদ। মায়ি—মায়ি—

ঝিন্দন। যাও মা, গৃহে ফিরে যাও,—তোমার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে নূতন জীবনের পথে নূতন ক'রে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হওগে।

(প্রণামান্তে চাঁদকৌড়ের প্রস্থান)

(রণজিৎসিংহ ও নও নিহালসিংহের প্রবেশ)

রণ। অভ্যর্থনা কর মহারাণী, লাহোরে নূতন কেল্লাদারকে অভ্যর্থনা কর !

ঝিন্দন। লাহোরের নূতন কেল্লাদার !

রণ। পেশোয়ার রণক্ষেত্রে সম্মিলিত আফগানশক্তির সঙ্গে যুদ্ধে এবার হবে রণজিৎসিংহের ভাগ্য পরীক্ষা, সমস্ত সেনাদল সম্মিলিত ক'রে যাত্রা কচ্ছি পেশোয়ার অভিমুখে। অরক্ষিত লাহোর-দুর্গ রক্ষার জন্য তাই নূতন দুর্গ-স্বামী নিযুক্ত ক'রতে হ'ল। সেই দুর্গ-স্বামী বালক নও নিহালসিংহ। কেমন—তুমি স্বীকৃত নও নিহাল ?

নও। মহারাজের প্রদত্ত এ বিপুল গৌরব আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলুম ! কিন্তু মহারাজ, আমার মনে বড় সাধ ছিল আপনার সঙ্গে পেশোয়ারের রণক্ষেত্রে গমন ক'রব। দুর্দ্ধর্ষ আফগান জাতির সঙ্গে আমার অস্ত্র-শিক্ষার পরীক্ষা দেব। কিন্তু আপনি আমার সে আশা সফল হ'তে দিলেন না। লাহোরের কেল্লাদার ! লাহোর তো আপনার সুশাসনে শান্তিময়। কেল্লাদার হ'য়ে একবার যে অস্ত্র ধারণ ক'রব সে সুযোগও আর উপস্থিত হবে না।

রণ। বলা যায় না। শান্তি রাজ্যেও তো অশান্তির ঝড় উঠতে পারে ! আমি থাকবো বহুদূর পেশোয়ারে; গুপ্ত শত্রু—যারা এখন আমার ভয়ে মাথা নীচু ক'রে আছে—তারা যে তখন মাথা তুলবে না, তাইবা কে ব'লতে পারে। তখন ?

নও। মাথা তোলে ত কি ক'রে কাল সাপের ফণা নুইয়ে দিতে হয় সে শিক্ষা নও নিহালসিংহের আছে মহারাজ ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন !

ঝিন্দন। তাহ'লে এস নূতন কেল্লাদার, দুর্গবাসীর পক্ষ থেকে আমি তোমায় মঙ্গল অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। (শিরশ্চুম্বন)

(মোকামচাঁদের প্রবেশ)

মোকাম। মহারাজ—

রণ। কে ! মোকামচাঁদ ! কি সংবাদ—

মোকাম। British political agent Captain Wed মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

রণ। আবার Political Agent কেন ! আমরা কি আবার কোন নূতন ইংরেজ রাজত্ব আক্রমণ করেছি মোকামচাঁদ ?

মোকাম। না। সাহেব বললেন—তবুও কি গুরুতর প্রয়োজন।

রণ। আচ্ছা, এই উদ্যানেই নিয়ে এস। গুরুতর রাজনীতি তবু এই উদ্যানের ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু হাল্কা হবে।

(মোকামচাঁদের প্রস্থান)

ঝিন্দন। আমি তা হ'লে আসি মহারাজ !

রণ। নও নিহাল আমার পার্শ্বে থাক ! আর শোন রাণী ঝিন্দন কৌড়,—একটি কথা বলেছিলাম তোমাকে···শতদ্রু হতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত অখণ্ড শিখরাজ্য স্থাপন করব। প্রতিজ্ঞা আমার প্রায় সম্পূর্ণ ; এবার পেশোয়ার অবশিষ্ট। পেশোয়ার বিজয়ের পর—

ঝিন্দন। জানি মহারাজ,—দেশ-মাতার মুক্তি—মায়ি রাজকৌড়ের কারামুক্তি। আপনার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্ব হতেই আমরা সে শৃঙ্খল মোচন উৎসবের জন্য প্রস্তুত থাকব মহারাজ। (প্রস্থান)

রণ। হ্যাঁ—শৃঙ্খল মোচন উৎসব—জননীর শৃঙ্খল মোচন উৎসব।

(Captain Wed-এর প্রবেশ)

Wed। Good evening Maharaja Bahadur, good evening Prince Nao Nihal !

রণ। আইয়ে—বৈঠিয়ে সাব, তস্‌রিফ লাইয়ে !

Wed। Maharaja Bahadur, I come again—হামি আবার আসিয়াছে মহারাজার হিচ্ছা জানিটে।

রণ। কিসের ইচ্ছা ?—

Wed। About treaty, শান্টির প্রস্তাব। হাপনি লোক শটলেজ নডীর ডক্ষিণে রাজ্য বিস্টার করটে পারিবে না।

রণ। কেন পারব না শতদ্রুর দক্ষিণে রাজ্য বিস্তার করতে !

Wed। No no...সে একডম্ হোবে না।

রণ। কেন, এবার কি তাহ'লে ইংরেজ সরকার রণজিৎ সিংহকে ভয় দেখাতে আপনাকে প্রেরণ করেছেন লাহোরে ?

Wed। No, not at all ! বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মহারাজকে বয় ডেকাইটে চাহে না—বন্ধুটা করিটে চাহে। Please see, here is the Map of India, this is the Panjab—এই পাঞ্জাব···এই শটলেজ river। মহারাজ নডীর এপার তক্ আসিয়াছেন···আউর এপারে আসিলে বৃটিশ সীমায় আসিটে হইবে। ও কাম উচিট হইবে না।

রণ। না, ইংরেজের সঙ্গে অনর্থক বাদ বিসম্বাদ করে আমিও শক্তি ক্ষয় করতে চাই না। বিশেষতঃ গুরুতর পেশোয়ার যুদ্ধ আমার সম্মুখে। আমি এ প্রস্তাবে স্বীকৃত ; শতদ্রু নদীর দক্ষিণ অংশে আমি প্রবেশ করব না, কিন্তু সেই সঙ্গে বৃটিশ সরকারকেও প্রতিশ্রুতি দিতে হবে··· তাঁরাও শতদ্রু পার হয়ে আমার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করবেন না।

Wed। উ ত ঠিক বাৎ। বন্ধুটা হইলে British surely শটলেজ নদীর উট্টরে আপনার রাজ্য ছুঁইবে না। That's all...ব্যস্ এই বাট ঠিক রহিল। I shall inform the Government to this effect and a letter of treaty must be prepared. সন্ধি letter কোথন sign করিটে হইবে ?

রণ। রণজিৎসিংহের মুখের কথাই সন্ধি পত্র সাহেব! আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও আমার কথার খেলাপ হবে না। তবু যদি সন্ধি পত্র রচনা করতে চাও সে সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হবে আমি পেশোয়ার হতে প্রত্যাবর্ত্তন করলে।

Wed। All right! All right! I wish this river Sutlej will run forever as the eternal witness of our friendship.

রণ। ভাল কথা সাহেব, তোমার এই মানচিত্রে ওই লাল রঙ্গের জায়গা-গুলো কি?

Wed। This red indicates British possession in India—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যোসব যায়গা আছে···লাল রঙ্গে দেখান হইয়াছে।

রণ। এই?···

Wed। Bengal.

রণ। এই?

Wed। Madras.

রণ। এই?

Wed। Bombay Presidency.

রণ। হুঁ—

Wed। Now good bye Maharaja Bahadur, good bye Prince Nao Nihal. (প্রস্থান)

রণ। দেখেছ নওনিহাল, ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রধান প্রধান বন্দর-গুলিতে কেমন লাল রঙ্গের ছোপ লেগেছে! বাণিজ্য করতে এসে এই ভারতবর্ষে এরই মধ্যে কত নিপুণতার সঙ্গে ইংরেজ বণিক কত দেশ জয় করে ফেলেছে। কেবলই লাল···কেবলই লাল!

নও। আমাদের জন্মভূমি পাঞ্জাব তো লাল হয়নি মহারাজ!

রণ। হয়নি লাল! একথা নিশ্চয় জানি, যতদিন রণজিৎসিংহ বাঁচবে ততদিন পাঞ্জাবের গায়ে লালের ছোপ পড়বে না। কিন্তু রণজিতের অবর্ত্তমানে?

নও। নও নিহালসিংহ বেঁচে থাকতেও সে হবে না।

রণ। না হক—তবু মনে হয় আমি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি নওনিহাল, বহুদূর ভবিষ্যতে—না না বহুদূর নয়—অদূর ভবিষ্যতে ওই লাল রঙ বন্যার মত সমস্ত ভারতের মানচিত্রকে প্লাবিত করে দেবে! হয়ত আমার জন্মভূমি পাঞ্জাবও সে প্লাবন হতে রক্ষা পাবে না! সব লাল হো যায়গা নওনিহাল,—সারি হিন্দুস্থান লাল হো যায়গা।

তৃতীয় দৃশ্য

লাহোর রাজপথ

(শিখ নরনারীদের জাতীয় সঙ্গীত)

জয় যাত্রায় চল বীর
রণধীর, চল বীর নারী
চল চল মহাবীর॥
খরতর সূর্য্য, ঘোরতর তূর্য্য বাজাল সুগম্ভীর।
বিপুলা পৃথ্বীর অঙ্গ, দলিতা যেন কি ভুজঙ্গ
উগরে গরলধার।
উছলে ঝলকে প্রলয়জ রঙ্গে
তরঙ্গ ফেনিল নীল পারাবার

উদ্দাম ভৈরব ডাকে ওই
দুর্দ্দম বৈশাখী হাঁকে ওই
দুর্লভ বৈভব আসে ওই
বন্ধন মুক্তির।
যারা রণবেশে মরণের দেশে চলে গেল নাহি ভয়।
দুর্গম মহামরণ-দুর্গ তাহারা করেছে জয়।
যদি বাঁচি গাব জীবনের জয়
মরি যদি হবে মরণ বিজয়।
এস এস চলি অরিকূল দলি
গাহি জয় মুক্তির। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

লাহোর দুর্গের সম্মুখভাগ

রাণী ঝিন্দনকৌড় ও চাঁদকৌড়

ঝিন্দন। সমস্ত সৈন্য মহারাজের সঙ্গে পেশোয়ার যাত্রা কর্ল। আজ এই সেনাদলের মনে যে উল্লাস···যে উদ্দীপনা ওদের ওই সূর্য্য-করোজ্জ্বল মুক্ত কৃপাণের মত ঝলমল কর্চ্ছে···পেশোয়ার যুদ্ধ জয় করে ঠিক এমনি উল্লাস নিয়ে ওরা যেন একদিন লাহোরে ফিরে আসে! সেই পরম মুহূর্ত্তে দেশজননীর হবে শৃঙ্খল মুক্তি, মাতা রাজকৌড়ের হবে রত্নসিংহাসনে প্রতিষ্ঠা!—

চাঁদ। চলো মা,—সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় আমরা মায়ি রাজকৌড়ের কারা-মন্দিরে বসে মাকে আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গীত শোনাই।—

ঝিন্দন। চলো চাঁদকৌড় (নেপথ্যে কাড়ানাকাড় বাজিয়া উঠিল) একি, হঠাৎ কাড়া বেজে উঠল কেন? কারা ছুটে আসছে উন্মত্তের মত নগর পথ দিয়ে!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। শীঘ্র দুর্গে প্রবেশ করুন মায়ি, উচ্ছৃঙ্খল জনতা এই কেল্লার দিকে ছুটে আসছে! কেল্লা অধিকার করাই বুঝি তাদের উদ্দেশ্য—

ঝিন্দন। কেল্লা অধিকার করবে! মহারাজ রণজিৎসিংহের লাহোর কেল্লা! এত দুঃসাহস কার···কে সেই দুর্মতি?

প্রহরী। বলতে কুণ্ঠায় আমার বাক রোধ হয়ে যায়। বিদ্রোহীদলের নায়ক—

ঝিন্দন। কে?

প্রহরী। স্বয়ং যুবরাজ খড়্গসিংহ!

ঝিন্দন। খড়্গসিংহ!

প্রহরী। ঐ কোলাহল আরও নিকটবর্ত্তী মায়ি! বোধ হয় তারা এসে পড়ল। কেল্লা মধ্যে প্রবেশ করুন! আমি ফটক বন্ধ করে দিই—

চাঁদ। চল মা—আমরা কেল্লা মধ্যে যাই—

ঝিন্দন। খড়্গসিংহ আসছে লাহোর দুর্গে প্রবেশ করতে! আমার পুত্র খড়্গসিংহ—মহারাজ রণজিৎসিংহের পুত্র খড়্গসিংহ!

(খড়্গসিংহ—চৈৎসিংহ এবং সশস্ত্র শিখ নাগরিকদের প্রবেশ)

খড়্গ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—মহারাজ রণজিৎসিংহের পুত্র খড়্গসিংহ লাহোর দুর্গে তার ন্যায্য অধিকার বাহুবলে গ্রহণ করতে এসেছে—! আজ আর কারু সাধ্য নাই মহারাণী, তাকে বাধা দান করে—

ঝিন্দন। কেন বাধা দেব! আমার গৃহহারা পুত্র এতদিনে যদি তার ঘরে এসেছে···মা হয়ে আমি কি তাকে বাধা দিতে পারি! আয় অভিমানী পুত্র, দ্বার উন্মুক্ত···তোর গৃহে আয়।

চৈৎ। চলো চলো…তোমরা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করবে চলো—

ঝিন্দন। তোমরা কি চাও?

খড়্গা। ওরা আমার বিজয়ী সেনাদল; ওরাও আমার সঙ্গে দুর্গে প্রবেশ কর্ব্বে!

ঝিন্দন। সে কি খড়্গাসিংহ!

চৈৎ। হাঁ। আমরা দুর্গ অধিকার করে যুবরাজের দেহরক্ষী রূপে এই দুর্গ মধ্যেই অবস্থান করব।

ঝিন্দন। না সে হবে না! লাহোর দুর্গ দ্বার উন্মুক্ত শুধু যুবরাজ খড়্গাসিংহের জন্যে। তোমাদের কারুর সেখানে প্রবেশ অধিকার নাই!

খড়্গা। আমি যদি ওদের প্রবেশ অধিকার দেই!

ঝিন্দন। তুমি দেবে?

খড়্গা। হ্যাঁ, আমিই দেব সে অধিকার। বিজয়ী বীরের ন্যায় সসৈন্যে প্রবেশ কর্ত্তে চাই এই লাহোর দুর্গে—

ঝিন্দন। তা হ'লে যেন খড়্গাসিংহ, দুর্গ প্রবেশ তোমার পক্ষেও নিষিদ্ধ হবে!

খড়্গা। নিষিদ্ধ হবে! কে নিষেধ করবে? কারু নিষেধের অপেক্ষা রাখব বলে কি এই সেনাদল নিয়ে দুর্গপানে ধেয়ে এসেছি! এসো বন্ধুগণ, আমরা বিজয়োল্লাসে দুর্গ অধিকার করি—

ঝিন্দন। সাবধান খড়্গাসিংহ, আর এক পদ অগ্রসর হয়ো না। পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎসিংহের চির অপরাজেয় লাহোর দুর্গে কোন বিজয়ী আজ পর্য্যন্ত প্রবেশ করতে পারেনি—যারা প্রবেশ করতে চেয়েছে তারা এসেছে অবনত মস্তকে রণজিৎসিংহের বশ্যতা স্বীকার করে! তোমাকেও এ দুর্গে প্রবেশ করতে হলে—আসতে হবে—অবনত মস্তকে—মহারাজ রণজিৎসিংহের সেবকরূপে—বিদ্রোহীরূপে নয়—

খড়্গা। সেবকরূপে! কার সেবক! মহারাজ রণজিৎসিংহের?

নিরপরাধিনী মাতাকে যিনি এই লাহোর দুর্গ মধ্যে লৌহ কারাগারে আবদ্ধ রেখেছেন—সেই মাতৃদ্রোহী রণজিৎসিংহের ? না—না সে হবে না ! বিজয়ীর মত দুর্গে প্রবেশ করে আমি মাতা রাজকৌড়কে শৃঙ্খলমুক্ত করব !—

ঝিন্দন। মাতা রাজকৌড়ের শৃঙ্খলমুক্তি আজ নয় খড়্গাসিংহ। সেই শৃঙ্খল-মুক্তি উৎসব সেই দিন···যেদিন জননী জন্মভূমির অঙ্গ হতে সমস্ত শৃঙ্খল অপসারিত হবে। স্বাধীন পাঞ্জাবের স্বর্ণ সিংহাসনে সেই দিন—সেই দিন হবে মাতা রাজকৌড়ের পুণ্য অভিষেক !—

খড়্গা। মাতা রাজকৌড়ের অভিষেক !

ঝিন্দন। মাতা রাজকৌড় সাধারণ বন্দিনী নন্ খড়্গাসিংহ ! তিনি বন্দিনী-দেশ-জননীরই বেদনার প্রতীক ! ওই শৃঙ্খলিতা মাতার মূর্ত্তি রণজিৎকে দিয়েছে কর্ম্মের প্রেরণা—ওই শৃঙ্খলিতা মাতার শৃঙ্খল ঝনঝনা রণজিতের হৃদয়ে দিয়েছে বন্ধন মুক্তির দুর্ব্বার প্রতিজ্ঞা ! সেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে দেশ দেশান্তরে রণজিৎ ধাবিত হচ্ছেন আর্ত্তের উদ্ধারে···দুর্ব্বলের বেদনা মোচনে। পেশোয়ার বিজয়ে হবে রণজিতের প্রতিজ্ঞা পূরণ···জননী রাজকৌড়ও হবেন চিরমুক্তা।

খড়্গা। সেকি কথা মা, রণজিৎসিংহের জীবন ইতিহাসের এ যে এক বিচিত্র অধ্যায় তুমি আমার সম্মুখে উন্মুক্ত করলে ! মাতা রাজকৌড় বন্দিনী হয়েছেন তবে—

ঝিন্দন। তোমারই জন্যে—খড়্গাসিংহ ! অমৃতসরে শত্রু শিবির হতে তোমায় মুক্তি দেবার জন্যে মাতা রাজকৌড় দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন ! নতুবা নিশ্চিত জেনো, ক্রোধক্ষুব্ধ রণজিৎসিংহের তরবারি সেদিন পুত্র শোণিতে রঞ্জিত হত ! শুধু দেশদ্রোহী···রাজদ্রোহী তোমাকে বাঁচাতে গিয়েই—শৃঙ্খল বরণ করে নিলেন মাতা রাজকৌড় !

খড়্গা। অ্যাঁ—এও কি সম্ভব! চৈৎসিংহ—

চৈৎ। মিথ্যা কথা! শুনবেন না যুবরাজ, এ শুধু আপনাকে বিচলিত কর্ব্বার জন্যে এক অপূর্ব্ব চক্রান্ত। বিশ্বাস না হয়—আসুন আমরা লাহোর দুর্গ অবরোধ করি। বন্দিনী মাতা রাজকৌড়ের মুখ হতেই সত্য ইতিহাস শ্রবণ করি। এ হতে পারে না—এ সম্পূর্ণ মিথ্যা! অরক্ষিত লাহোর দুর্গ আপনার গ্রাসচ্যুত কর্ব্বার উদ্দেশ্যে এ এক সুন্দর আখ্যায়িকা—

খড়্গা। সত্য বলেছ চৈৎসিংহ, এ হতে পারে না! আমি দুর্গ প্রবেশ করব, দুর্গ অধিকার করে মহারাজ রণজিতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব।

ঝিন্দন। খড়্গাসিংহ—খড়্গাসিংহ, এখনও বলছি রণজিৎসিংহের পুত্ররূপে অবনত মস্তকে অগ্রসর হও···নতুবা দুর্গদ্বার পরিত্যাগ কর।

খড়্গা। না—না—আমি চাই বিজয়ীর গৌরব—আমি চাই বাহুবলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। সসৈন্যে এই লাহোর দুর্গ আমি অধিকার করব। দেখি, কে আমায় বাধা দান করে!

ঝিন্দন। খবরদার! যেখানে দাঁড়িয়ে আছ ঐখানেই দাঁড়াও খড়্গাসিংহ। যদি দুর্গ প্রবেশের চেষ্টা কর···পুত্র বলে ক্ষমা করব না! ঝিন্দন-কৌড়ের মাতৃমূর্ত্তিই দেখেছ নির্ব্বোধ,—ভৈরবী মূর্ত্তি দেখনি। মুক্ত খঞ্জর হাতে দুর্গ দ্বার অবরোধ করে দাঁড়াল সেই মৃত্যুরূপা ভৈরবী। পাঞ্জাবের দৃপ্তসিংহ আজ পাঞ্জাবে নেই; কিন্তু পাঞ্জাবের সিংহিনী ঝিন্দনকৌড় এখনও জাগ্রত রয়েছে। আয়—আয়—দেখি কার এমন স্পর্দ্ধা, সেই সিংহিনীকে অতিক্রম করে—লাহোর দুর্গে প্রবেশ করে!

চৈৎ থমকে দাঁড়ালে কেন যুবরাজ,—ওই অস্ত্রকে তোমার ভয়?

খড়্গা। অস্ত্রে ভয় নয়—ভয় আমার মাকে। চল ফিরে যাই—

চৈৎ। ফিরে যাবে! কে…কে—তোমার মাতা—? মহারাণী ঝিন্দনকৌড়, উদ্যত তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়েছ খড়্গাসিংহকে বধ করতে। খড়্গাসিংহ তোমার পথের কণ্টক, সরিয়ে ফেলতে পারলেই দলীপসিংহের পথ নিষ্কণ্টক।

খড়্গা। চৈৎসিংহ—চৈৎসিংহ—!

চৈৎ। স্পষ্ট কথা বলতে দাও যুবরাজ,—মহারাণী ঝিন্দনকৌড়ের ভৈরবী মূর্ত্তিকে আমরাও প্রণাম কর্ত্তাম…সত্যই যদি তিনি খড়্গাসিংহের গর্ভধারিণী জননী হতেন! কিন্তু খড়্গাসিংহকে লাহোর দুর্গে প্রবেশে যিনি বাধা দিচ্ছেন—এমন কি বধ কর্ত্তেও যিনি খড়্গ তুলেছেন তিনি খড়্গাসিংহের মাতা নন—বিমাতা।

(ঝিন্দনকৌড়ের হাতের তরবারি পড়িয়া গেল)

ঝিন্দন। ওঃ—বিমাতা! বিমাতা! খড়্গাসিংহ, তুমি দুর্গ প্রবেশ কর—আমি বাধা দেব না।—

চাঁদ। না—না—সে হবে না মা,—ওরা কিছুতেই দুর্গ প্রবেশ করতে পারবে না!—

ঝিন্দন। চুপ—কথা কস্‌নে চাঁদকৌড়! ওরে, ওদের বাধা দিলে—আজ যে আমার লজ্জার সীমা পরিসীমা থাকবে না! বুঝি জগদীশ্বরের অভিপ্রায়, খড়্গাসিংহ লাহোর দুর্গে বিদ্রোহীর মত প্রবেশ করুক! ঈশ্বরের অন্য অভিপ্রায় থাকলে আমি খড়্গাসিংহের গর্ভধারিণী মাতা হতেম! কিন্তু আমি—আমি যে ওর বিমাতা! যাও খড়্গাসিংহ, স্থানুর মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? পথ মুক্ত, দুর্গ প্রবেশ কর—

চৈৎ। চলো যুবরাজ, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়। তোমার বিমাতার এ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগে—চলে এসো আমার সঙ্গে—তোমার বিমাতার কোনো অধিকার নেই আমাদের বাধা দিতে। (দুর্গে প্রবেশোদ্যত)

(পিস্তল হস্তে নও নিহাল সিংহের প্রবেশ)

নও। অপেক্ষা !

চৈৎ। কে ! নও নিহাল সিংহ !

নও। মহারাণী ঝিন্দনকৌড় খড়্গাসিংহের বিমাতা বলে তাঁর অধিকার না থাকতে পারে—কিন্তু খড়্গাসিংহের পুত্রের অধিকার আছে তাঁকে দুর্গ প্রবেশে বাধা দিতে। সাবধান !—

চৈৎ। তুমি—তুমি খড়্গাসিংহের অবাধ্য পুত্র,—তোমারও অধিকার নেই !—

নও। পুত্ররূপে অধিকার না থাকে…তবু মহারাজ রণজিৎসিংহ কর্তৃক নির্বাচিত লাহোর দুর্গস্বামী আমি ! সেই দুর্গস্বামীরূপে আদেশ করছি আমি…ফিরে যাও তোমরা।—

চৈৎ। যুবরাজের এ বিজয় বাহিনী তোমার আদেশের অপেক্ষা রাখে না বালক ! যুবরাজ খড়্গাসিংহ বর্তমানে কোন্ অধিকারে তুমি দুর্গস্বামী নিযুক্ত হয়েছ ? এ দুর্গের সমস্ত অধিকার…সমস্ত দায়িত্ব যুবরাজ খড়্গাসিংহের !

নও। যুবরাজ কি সেই অধিকারই দাবী কর্ত্তে এসেছেন ?

চৈৎ। হ্যাঁ !

নও। তবে দিতে হবে তাঁকে সেই অধিকার ?

চৈৎ। হ্যাঁ হবে।

নও। অধিকার না পেলে তিনি কিছুতেই ফিরবেন না ?

চৈৎ। কিছুতেই না জীবন পণ…লাহোর দুর্গের অধিকার আমরা কিছুতেই ছাড়ব না !—

নও। উত্তম, পাবেন সে অধিকার তা হলে। কিন্তু স্মরণ রাখবেন সকলে সে অধিকার পেতে হলে যুবরাজকে যে ব্যক্তি পাপের পিচ্ছিল পথে

টেনে নেয়···যার কূট চক্রান্ত যুবরাজকে পিতৃদ্রোহী···দেশদ্রোহী··· জাতীয়তার পরম বিদ্রোহী করে তুলতে চায়—যে স্বার্থান্বেষী পশু এই স্নেহধারা বিগলিতা বাৎসল্যময়ী জননী ঝিন্দনকৌড়কে পর্য্যন্ত অপমান-ক্ষুব্ধা করতে সাহসী হয়—যুবরাজকে আজ লাহোর দুর্গের অধিকার গ্রহণ করতে হলে সেই নীচাত্মা শয়তানকে চিরতরে পরিবর্জ্জন কর্ত্তে হবে। বলুন, প্রস্তুত সকলে? দুর্গদ্বার আমি আপনাদের সবার জন্যে মুক্ত করে দিচ্ছি···বলুন, রাজী আছেন আপনারা এ সর্ত্তে?

সকলে। হ্যাঁ—আমরা রাজী! বলুন কেল্লাদার, কোথায় সেই শয়তান?

নও। সে শয়তান ঐ চৈৎসিংহ!—

চৈৎ। না—না—আমি নই—আমি নই—

নও। ওই। সেই শয়তান—ঐ দুর্ম্মতি চৈৎসিংহকে বিতাড়িত করুন, দুর্গদ্বার আপনাদের সবার জন্য অবারিত!—

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমরা ঐ চৈৎসিংহকে—

চৈৎ। বিতাড়িত করবে? প্রয়োজন হবে না তার বন্ধুগণ, আমি নিজেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি; যুবরাজ খড়্গসিংহ যদি তাঁর হৃত অধিকার ফিরে পান—স্বেচ্ছায় সানন্দচিত্তে শুধু আমার আবাল্য সুহৃদের হিতের জন্যে আমি দুর্গদ্বার হ'তে চিরবিদায় নিচ্ছি। যাও—যাও বন্ধু খড়্গসিংহ, বিপুল উল্লাস কলরোলে তুমি তোমার পিতৃদুর্গে প্রবেশ কর। আমি শুধু দূর হতে সেই আনন্দটুকু উপভোগ করে আমার জীবন সাধনা সফল বলে মানব! (প্রস্থান)

খড়্গ। চৈৎসিংহ—চৈৎসিংহ—

(চৈৎসিংহের পুনঃ প্রবেশ)

নও। পিতা!—

খড়্গ। না, না, তুমি যাও—তুমি যাও— (চৈৎসিংহের প্রস্থান)

খড়্গ। নও নিহালসিংহ…লাহোর দুর্গস্বামী !

(নও নিহাল খড়্গসিংহের পদতলে বসিল)

নও। গ্রহণ করুন পিতা, গ্রহণ করুন মহামান্য লাহোর যুবরাজ, আপনার পিতৃদত্ত তরবারি। তরবারি নিয়ে এইবার সগৌরবে প্রবেশ করুন আপনার মহান্ পিতার প্রাসাদ দুর্গে !—

খড়্গ। না—নও নিহালসিংহ, পাঞ্জাব কেশরীর ওই পবিত্র তরবারির যোগ্য অধিকারী আমি নই…ও তরবারির মর্য্যাদা রক্ষিত হবে তোমারই হস্তে। লাহোর দুর্গে আর বিজয়ীর গর্ব্ব নিয়ে প্রবেশ কর্ত্তে পার্ব্বো না আমি। প্রবেশ কর্ত্তে চাই, অবনত শিরে…ঐ আমার জননী ঝিন্দনকৌড়ের অযোগ্য সন্তান আমি…শুধু এই লজ্জা নিয়ে—এই গৌরব নিয়ে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[নৌসেরার রণক্ষেত্র। এক পার্শ্বে কাবুল নদ, দূর নদীবক্ষে সেতুর আকারে সজ্জিত নৌ শ্রেণী…নৌকার উপর দিয়া অজস্র শিখ সৈন্য বন্দুকের গুলিতে শত্রু ব্যূহ ভেদ করিয়া এপার আসিতে ছিল…রণক্ষেত্রে ইতঃস্তত হতাহত সৈন্য…আর্ত্তনাদ …গুলিবর্ষণ…রণদামামা ধ্বনি।]

(আহত মোকামচাঁদের প্রবেশ)

মোকাম। অন্ধকারে সাঁতার কেটে কাবুল নদ পার হয়েছি…অন্ধকারেই শত্রুপক্ষের কামান কৌশলে অধিকার করেছি। সেই কামানের

গোলায় নৌসেরার দুর্গ প্রাচীর অর্দ্ধ ভগ্ন। এই অবসরে—এই অবসরে যদি কাবুল নদের নৌসেতুর ওপর দিয়ে—হ্যাঁ ঐ—ঐ শিখ সৈন্য নদী পার হচ্ছে!

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি)

(জয় মহারাজ রণজিৎসিংহের জয়, পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎসিংহের জয়!)

মোকাম। মহারাজ রণজিৎসিংহের জয়! পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎসিংহের জয়! কিন্তু আর তো দাঁড়াতে পারি না...বড় পিপাসা—জল—জল—(নিপতিত হইলেন)।

ভেঞ্চুরা। (নেপথ্যে) কোন পানি মাঙ্গ্‌তা! এ কিস্‌কা আওয়াজ—তুম্ কোন্!

মোকাম। কর্ণেল ভেঞ্চুরা,—জল!

ভেঞ্চুরা। Oh Mary! মোকামচাঁদ,—মেরে ভেইয়া! ঠার যানা, আভি পানি লে আতা ভেইয়া—

(টুপি খুলিয়া তাহাতে নদীর জল লইয়া আসিয়া মোকামচাঁদের মুখে দিল)

মোকাম। আঃ—

ভেঞ্চুরা। মোকামচাঁদ, you are terribly wounded বহুৎ জখম হুয়া! বহুৎ খুন নিক্‌লাতা! Merciful Heaven! Where shall I get a Doctor...a Doctor (যাইতেছিল)

মোকাম। দাঁড়াও কর্ণেল! নৌসেরার যুদ্ধ জয় সম্পূর্ণ!

ভেঞ্চুরা। Yes General, almost finished. নৌসেরা লড়াই জিটিয়া কেবল নৌসেরা জয় হইল না...এ লড়াই জিটিয়া হামাডের পেশোয়ার যুদ্ধভি বিলকুল খটম হইয়া গেল! হামলোক পেশোয়ার ডখল করিলাম।

মোকাম। পেশোয়ার বিজয়! পেশোয়ার বিজয়! আঃ—পাঞ্জাব কেশরীর দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ···পেশোয়ার পর্য্যন্ত অখণ্ড শিখরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল!

ভেঞ্চুরা। কেবল টোমহারই লিয়ে ভেইয়া, টুমহি নদী পার হইয়া কেল্লা ভাঙ্গিয়া দিলে! The enemy became terror-stricken and in the meantime হামি লোক সব Boat মে আকর নৌসেরা কেল্লার ডখল নিলাম। টুমহি মহারাজকে victory ডিয়াছে—

মোকাম। মহারাজ কোথায় কর্ণেল—

ভেঞ্চুরা। লাহোরমে চিঠি দিচ্ছেন। বহুৎ ভারী দরবার হইবে! মায়ি রাজকৌড়কো—এবার দরবার মে নোতুন অভিষেক হইবে!—

মোকাম। মায়ি রাজকৌড়ের মুক্তি—মায়ি রাজকৌড়ের অভিষেক! কিন্তু···কিন্তু বড় দুর্ভাগ্য আমি, সে বিজয় উৎসব আর দেখতে পেলাম না—

ভেঞ্চুরা। কেন ভেইয়া,—টুমহি ভালা হইবে!

মোকাম। ভাল হব! ওঃ—(অব্যক্ত আর্ত্তনাদ)

ভেঞ্চুরা। মোকামচাঁদ—মোকামচাঁদ—

মোকাম। গুলি পাঁজর ভেদ করেছে! আর বেশী দেরী নেই কর্ণেল! যদি যাবার পূর্ব্বে একবার—শুধু একবার মহারাজকে দেখতে পেতাম, তা হলে জীবনে আমার কোন দুঃখ থাকত না।—

ভেঞ্চুরা। হামি ডেখছে ভেইয়া, মহারাজকো হামি খবর ডিচ্ছে—এক মিনিট ঠ্যারো—এক মিনিট ঠ্যারো— (ভেঞ্চুরার প্রস্থান)

মোকাম। সাহেব বিলম্ব করতে বলে গেল! কিন্তু মৃত্যু-দূত বুঝি আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে—সেতো কারো অনুরোধ শোনে না! তবু তবু—যদি পার হে মৃত্যুদূত, একটু অপেক্ষা কর—

হাসতে হাসতে আমি তোমার সঙ্গী হবো। শুধু একবার মহারাজ রণজিৎকে শেষ বিদায় জ্ঞাপন করে···ওঃ মহারাজ—মহারাজ—রণজিৎসিংহ !—

(রণজিতের প্রবেশ)

রণ। মোকামচাঁদ···মোকামচাঁদ, নৌসেরার যুদ্ধ বিজয়ী শ্রেষ্ঠ বন্ধু আমার,—পেশোয়ারের বিজয়-লক্ষ্মী আমায় অর্পণ করে তুমি এ কোথায় চললে বন্ধু ?

মোকাম। মহারাজ, আবার আসবো···আবার আপনার পার্শ্বে এসে দাঁড়াবো। জন্মভূমি পাঞ্জাবের সেবা করে এখনো আমার তৃপ্তি হয়নি। আবার আসব—মহারাজ—যাই···বিদায় (মৃত্যু)

রণ। মোকামচাঁদ—মোকামচাঁদ—

(ভেঞ্চুরার প্রবেশ)

ভেঞ্চুরা। মোকাম চাঁদ···মোকাম চাঁদ···একি ! Tears ! Your majesty, আপকো আঁখমে পানি !

রণ। চোখে জল ! মাতাকে একদিন—বন্দিনী করেছি···জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যহারা করেছি—তবু—তবু এ নীরস চক্ষুতে কখন জল আসেনি। আজ—আজ এ অবাধ্য চোখে এত জল কোথা হতে আসে ভেঞ্চুরা ?

ভেঞ্চুরা। Your majesty !

রণ। কর্ণেল ভেঞ্চুরা, নৌসেরার যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আমার এই কোহিনূর শোভিত শিরস্ত্রাণ রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আমি যে রত্ন হারালেম—সারা দুনিয়ায় তার তুলনা নেই ! সহস্র কোহিনূরের বিনিময়ে সে রত্ন জীবনে আর দুটী মিলবে না !

দ্বিতীয় দৃশ্য

লাহোর দুর্গ অভ্যন্তরস্থ উদ্যান

ঝড়ের রাত্রি

চাঁদকৌড়ের গীত

ঝঞ্ঝা ঝাঁঝর বাজে
ঝন ঝন রোলে।
মৃদঙ্গ গম্ভীর ঘন ঘন বোলে॥
এলায়িত বেণী যেন ফণী বনভূমি নাচে দাপটে
নাচে হিন্তাল তাল তাল-বেতাল ঝঞ্ঝা নটীরে সাপটে।
অতি তুরন্ত ছোটে তুরঙ্গ
দুরন্ত রব তোলে॥
গগণের ঘন ঘোর ভ্রূকুটী ভ্রূভঙ্গে
ঝলকে ঝলকে দামিনী চমকে
অসি নাচে যেন রঙ্গে।
হুঙ্কারি ফেরে উন্মাদ বায়
শঙ্কিত মৃদু দীপ নিভে যায়
জীবন লুটায় অন্ধকারায়
মরণের কোলে॥

(খড়্গসিংহের প্রবেশ)

খড়্গ! চাঁদকৌড়!

চাঁদ। কে, প্রভু!

খড়্গ। একি গান গাইছ চাঁদকৌড়, আজ আনন্দ রজনীতে তোমার কণ্ঠে একি বিষাদের গান!

চাঁদ। আনন্দ রজনী!

খড়্গা। হ্যাঁ, মহারাজ রণজিৎসিংহ শতদ্রু হতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত অখণ্ড শিখ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন...তাই দীর্ঘ কারাবাসের পরে আজ মায়ি রাজকৌড়ের শৃঙ্খল মুক্তি উৎসব এবং সে শৃঙ্খল মোচনের অপূর্ব্ব সম্মান বহন করব আমি।

চাঁদ। তুমি—তুমি রাজকৌড়ের শৃঙ্খল মোচন করবে!

খড়্গা। একদিন শুধু আমারি জন্যে—শুধু আমাকে বাঁচাতে গিয়ে মায়ি রাজকৌড় শৃঙ্খল বরণ করেছিলেন। তাঁর সে শৃঙ্খল মোচনের ভার পিতাকে অনুরোধ করে আমি নিজে গ্রহণ করেছি। মহাপাপী আমি...হয়ত আজ আমার পুঞ্জীভূত অপরাধের অনেকখানি প্রায়শ্চিত্ত হবে চাঁদকৌড়।

চাঁদ। প্রভু!

খড়্গা। অমৃতসরে হয়েছিলেন মায়ি শৃঙ্খলিতা...অমৃতসরেই অনুষ্ঠিত হবে মায়ির শৃঙ্খল মোচন উৎসব। সুসজ্জিত দরবার মণ্ডপে তাঁকে রত্ন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে মহারাজ রণজিৎসিংহ অপেক্ষা করছেন। আমি যাই, কারামন্দির হতে স্বর্ণ চতুর্দ্দোলায় চাপিয়ে রাজমাতাকে অমৃতসরে নিয়ে যাই।

চাঁদ। প্রভু, তুমি যেও না!

খড়্গা। চাঁদকৌড়!

চাঁদ। দেখছ না...কারা-মন্দিরের প্রতি দীপশিখা থর থর করে কাঁপছে!

খড়্গা। কাঁপছে!

চাঁদ। ভয় হয়, তোমার পশ্চাতে যেন এক করাল ছায়া ওই দীপের আলোকে গ্রাস করতে চাইছে। সব আলো নিভে যাবে—সব অন্ধকার হয়ে যাবে! না—না—তুমি কারা-মন্দিরে যেওনা! মায়ির-

মুক্তি যজ্ঞের হোতা পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎসিংহ—তুমি নও!—এস, আমার সঙ্গে ফিরে এস!

খড়্গা। চাঁদকৌড়…চাঁদকৌড়, তোমার মনে আজ একি দুর্ব্বলতা! আমার বধূরূপে এই সংসারে এসে অনেক দুঃখের দহনে জ্বলেছ… অনেক চোখের জল ফেলেছ…তাই বুঝি আনন্দ দীপালি রচনা করতেও তোমার অনভ্যস্ত হাত কেঁপে ওঠে চাঁদকৌড়—

চাঁদ। তাইকি!

খড়্গা। জীবনের পরম লগ্ন উপস্থিত চাঁদকৌড়,…আমার সীমাহীন অপরাধের আজ হবে চির অবসান।

(নেপথ্যে নহবৎ বাজিল)

ওই—ওই নহবৎ বেজে উঠলো! যাও, আনন্দ কর—উৎসব কর—মায়ির মাঙ্গল্য রচনা কর। আমিও যাই, কারা-মন্দিরে গিয়ে মায়ির শৃঙ্খল মোচন করি।

(চাঁদকৌড়ের প্রস্থান)

(খড়্গাসিংহ প্রস্থানোদ্যত, পশ্চাৎ হইতে চৈৎসিংহের প্রবেশ ও খড়্গাসিংহকে ডাকিল)

চৈৎ। বন্ধু খড়্গাসিংহ!

খড়্গা। কে! একি! চৈৎসিংহ, তুমি দুর্গে প্রবেশ করলে কি করে!

চৈৎ। কেন? আজ যে দুর্গদ্বার সবার জন্য অবারিত।

খড়্গা। সত্য—সত্য; মায়ি রাজকৌড়ের শৃঙ্খল মুক্তি উৎসব আজ, তাই লাহোর দুর্গে আজ সবার প্রবেশাধিকার!

চৈৎ। সবার সঙ্গে দুর্গ-নির্ব্বাসিত আমি—আমিও আনন্দে আত্মহারা হয়ে দুর্গে প্রবেশ করলাম খড়্গাসিংহ! শুধু এই একটী রজনী…মায়ি রাজকৌড়ের মুক্তি উৎসবে সমস্ত পাঞ্জাব আজ আনন্দে মাতোয়ারা

…এ রাত্রিটিতে আমার এই দুর্গ প্রবেশে…বল বন্ধু…তুমি অসন্তুষ্ট হওনি! জগতের চোখে সহস্র অপরাধে অপরাধি হই—তবুও তো আমি এই দেশেরই সন্তান…মায়ি রাজকৌড় তো আমারও মাতা! তাঁর শৃঙ্খল মুক্তির রজনীতে আমায় কি তুমি অপরাধী বলে দূরে সরিয়ে রাখবে খড়্গাসিংহ!

খড়্গা। না—না—চৈৎসিংহ, তুমি সানন্দে পাঞ্জাবের এই মুক্তি উৎসবে যোগদান কর।

চৈৎ। পাঞ্জাবের মুক্তি উৎসব! রণজিৎ সিংহের মাতার আজ মুক্তি উৎসব! রণজিতের বুক আজ আনন্দে নাচছে—বড় উৎসব হবে, বড় আনন্দ হবে! ওরে অপমানিত…লাঞ্ছিত চৈৎসিংহ, তোরই জন্ম-শত্রুর মহলে আজ—

খড়্গা। চৈৎসিংহ!

চৈৎ। ওঃ—জন্ম-শত্রু বুঝলেনা বন্ধু। আমি অপরাধী…পাপী; রণজিৎ-সিংহ পুণ্যাত্মা…তাই তিনি আমাদের শত্রু। শত্রুরূপে আমায় শাস্তি দিয়েছিলেন অনুতাপের তুষানল। সেই আগুনে হৃদয়ের জঞ্জাল পুড়ে গেল; চৈৎসিংহ মরে গেল। যে বেঁচে রইল…সে এক কোমলপ্রাণ, দেশবৎসল—স্বজাতি বৎসল, মাতৃভক্ত শিখ। মায়ের মুক্তি উৎসবে তাই হৃদয় নেচে উঠল। বন্ধু, বড় সাধ তোমার সঙ্গে কারাগারে গিয়ে শৃঙ্খল মুক্তি দেখব।

খড়্গা। তুমি কারাগৃহে যাবে?

চৈৎ। হৃদয়ে যদি পাপের অঙ্কুর মাত্র বেঁচে থেকে…মুক্তি উৎসব দেখে সে পাপের শেষ প্রায়শ্চিত্ত করব। আমায় এ সুযোগ দেবে না খড়্গাসিংহ!

খড়্গা। চৈৎসিংহ!

চৈৎ। জানি, সে অধিকার দেবে না! আমি মহাপাপী, আমায় বিশ্বাস করবে কেন?—যাই, হৃদয়ের আশা হৃদয়ের তলে বিলীন করে দূরে চলে যাই! শুধু দুঃখ, মায়ের পায়ে মাথা রেখে এ জীবনে একটীবার কাঁদতে পেলাম না—চোখের জলে মায়ের পা ধুইয়ে নিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারলাম না।

(প্রস্থানোদ্যত)

খড়্গ। দাঁড়াও চৈৎসিংহ, কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি চলেছি মাতার শৃঙ্খল মোচন করতে। আমি যদি প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ পাই—সে সুযোগ তুমিও পাবে। এস বন্ধু, আমার সঙ্গে মাগ্নি রাজকৌড়ের কারাকক্ষে এস! (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[অমৃতসরে সুসজ্জিত দরবার মণ্ডপ। মধ্যস্থলে মাগ্নি রাজকৌড়ের জন্যে স্থাপিত রত্নসিংহাসন। চারি পার্শ্বে শিখ সর্দ্দার এবং আমন্ত্রিত ইংরেজ ও ফরাসীগণ। নেপথ্যে তুমুল আনন্দসূচক যন্ত্রধ্বনি হইতেছিল। একজন তরুণ নর্ত্তক অসিনৃত্য দেখাইতেছিল। সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া হর্ষধ্বনি!]

শিখগণ। বহবা…সাবাস।

ইংরেজ, ফরাসী } ব্রেভো—হুর্‌রে—

সকলে। জয় পাঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের জয়।

(রণজিতের প্রবেশ)

রণ। না, না, আজ আমার জয়ধ্বনির দিন নয় বন্ধুগণ। আজ মাতা

রাজকৌড়ের মুক্তি-উৎসব, যুবরাজ খড়্গসিংহ মাতাকে লাহোর হতে স্বর্ণ চতুর্দ্দোলায় বহন করে আনছেন অমৃতসরের এই দরবার মণ্ডপে। যুবরাজের আগমন লগ্ন প্রায় সমাগত। মাতা আগমন করলে ওই পবিত্র রত্ন-সিংহাসনে আপনাদের সবার সম্মুখে আজ হবে তাঁর পুণ্য-অভিষেক। এদিনে আমার জয়ধ্বনি নয় বন্ধুগণ। জয়ধ্বনি করুন আপনারা আমারি সঙ্গে সমস্বরে—শৃঙ্খল-মুক্তা মায়ি রাজকৌড়ের।

সকলে। জয় মায়ি রাজকৌড়, জয় মায়ি রাজকৌড়।

(রক্তাক্তদেহে খড়্গসিংহের প্রবেশ)

খড়্গ। কার জয়ধ্বনি কর্চ্ছেন পিতা? সব শেষ হয়ে গেছে!

রণ। একি, খড়্গসিংহ! তোমার দেহ রক্তাক্ত···হস্তে মুক্ত কৃপাণ··· সর্ব্বদেহ কম্পিত! কি হয়েছে খড়্গসিংহ? কোথায় মাতা রাজকৌড়?

খড়্গ। মাতা রাজকৌড় নেই—

রণ। নেই!

খড়্গ। কারাগৃহে তিনি নিহত।

রণ। নিহত! মায়ি রাজকৌড় নিহত! সেই রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখে—আমার মায়ের রক্তে কৃপাণ রঞ্জিত করে—তুমি আমারি সম্মুখে এসেছ—আমায় মাতৃহত্যার কাহিনী শোনাতে!

খড়্গ। না পিতা, যত নৃশংস পিশাচ হই—তবু আমি মায়ি রাজকৌড়ের পবিত্রদেহে কৃপাণ স্পর্শ করিনি!

রণ। তবে! কে—কে সেই হত্যাকারী?

খড়্গ। মায়ির হত্যাকারী চৈৎসিংহ।

রণ। চৈৎসিংহ!

খড়্গ। প্রতারিত হয়েছিলাম তার ছলনায়। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম তাকে মায়ির শৃঙ্খল মুক্তি দেখাতে লাহোর কারাগারে। স্বহস্তে মুক্ত

কর্চ্ছি সেই শৃঙ্খল—এমন সময় পাঞ্জাব কেশরীর প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ সেই পশু পশ্চাৎ হতে গুপ্তঅস্ত্রে—

রণ। —মায়িকে নিহত কর্লে? আর সেই রক্ত এসে রঞ্জিত করল তোমারই বসন। কলঙ্কিত করল তোমার কৃপাণ, কেমন? খড়্গসিংহ, এত বড় পাপ সাধন করে অনায়াসে নিস্তার পাবে ভেবেছ মূর্খ? প্রস্তুত হও···মায়ি রাজকৌড়ের নির্ম্মম হত্যার জন্যে শাস্তি গ্রহণে প্রস্তুত হও, খড়্গসিংহ।

খড়্গ। শাস্তি গ্রহণে আমি প্রস্তুত পিতা; তবে তার পূর্ব্বে শুধু আপনাকে এই সহজ সত্য কথাটী জানিয়ে যেতে চাই যে খড়্গসিংহ যত নীচে নেমে আসুক, তবু সে মহাপ্রাণ রণজিৎসিংহের পুত্র; মায়ী রাজকৌড়কে সে হত্যা করতে পারে না। এ রক্ত আততায়ী চৈৎসিংহের রক্ত···এ কৃপাণ রঞ্জিত হয়েছে সেই নীচাশয় চৈৎসিংহের বক্ষে আমূল বিদ্ধ হয়ে!—

রণ। চৈৎসিংহ হত্যাকারী! তুমি অপরাধী নও—চৈৎসিংহই মায়ী রাজকৌড়কে···না—না তবু শাস্তি নিতে হবে খড়্গসিংহ! দুর্ব্বৃত্ত চৈৎসিংহ তোমারই সঙ্গীরূপে লাহোর কারাগারে প্রবেশ করে রণজিৎসিংহের জীবন সাধনা নির্ম্মমভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে। জননীর উৎসবের পবিত্র বেদী সে আমার জননীরই বক্ষরক্তে রঞ্জিত করেছে! এত বড় অপরাধ শুধু কি চৈৎসিংহের রক্তে ধুয়ে মুছে যাবে? খড়্গসিংহ,—প্রস্তুত হও, শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।—

খড়্গ। আমি প্রস্তুত পিতা!

রণ। কর্ণেল ভেঞ্চুরা—

ভেঞ্চুরা। Your majesty.

রণ। অপরাধীকে শাস্তি দাও।

ভেঞ্চুরা। What punishment !

রণ। মৃত্যু—মৃত্যু—মায়ের জীবনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ! গুলি কর খড়্গসিংহকে !

ভেঞ্চুরা। All right your majesty.

(চাঁদ কৌড়ের প্রবেশ)

চাঁদ। পতা—পিতা।

(পদতলে পড়িল)

রণ। কে চাঁদ ! ও ! কিন্তু না আজ আর আমি কোন কথা শুনবো না। মায়ের শৃঙ্খল আমাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করতে পারে নি—পুত্রবধূর অশ্রুজলের কাতরোক্তিতেও আমাকে বিচলিত করতে পারবে না। সরে যাও।

খড়্গ। ওঠ চাঁদ। কাতরতা দেখিয়ে আমাকে হাস্যাস্পদ করো না। জীবনে বহু অপরাধে অপরাধী আমি…অপদার্থ আমি…কিন্তু একবার এই শেষ বারের জন্য আমায় বীরের মত মর্ত্তে দাও। পিতা, আমি প্রস্তুত।

রণ। কর্ণেল ভেঞ্চুরা, আদেশ পালন কর !—

ভেঞ্চুরা। Your majesty, here is the pistol, (পদতলে রাখিল)

রণ। পারবে না !

ভেঞ্চুরা। Excuse me your majesty, this is the first instance that colonel Ventura disobeys the command of his master.

রণ। উত্তম, দাও তবে পিস্তল, স্বহস্তেই—খড়্গসিংহ, কি ভাবে মৃত্যু চাও ! যুদ্ধ করবে ?

খড়্গ। অপরাধির শাস্তি যুদ্ধে হয় না মহারাজ, আপনি আমায় পিস্তলের গুলিতে বধ করুন !

ঝিন্দন। (নেপথ্যে) খড়্গসিংহ, খড়্গসিংহ !

রণ। প্রস্তুত !

খড়্গ। আমি প্রস্তুত !

ঝিন্দন। (নেপথ্যে) খড়্গসিংহ, খড়্গসিংহ ।

রণ। কে !

খড়্গ। কেউ নয়, কারু ডাক আমি শুনি না কাণে জাগে শুধু মৃত্যুর বজ্রগম্ভীর আহ্বান···গুলি করুন পিতা—

(খড়্গসিংহ বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেন···রণজিৎ পিস্তল তুলিলেন, ছুটিয়া ঝিন্দন কৌড়ের প্রবেশ)

ঝিন্দন। রক্ষা করুন মহারাজ, খড়্গসিংহকে রক্ষা করুন।

রণ। রাণী ঝিন্দন কৌড় ! আমার রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করতে এসো না।

ঝিন্দন। আমি আপনার পদতলে পড়ে যুক্ত করে খড়্গসিংহের প্রাণ-ভিক্ষা চাইছি মহারাজ ; খড়্গসিংহ ত অপরাধী নয় ; অপরাধী চৈৎসিংহ ! একের অপরাধে অপরকে কেন অনর্থক বধ করবেন মহারাজ ?

রণ। অনর্থক নয় ঝিন্দন কৌড় ! খড়্গসিংহের মত যারা জীবনে কুসঙ্গীকে প্রশ্রয় দেয়···কুসঙ্গীর পাপের শাস্তি তাদেরও ভোগ করতে হয়। চৈৎসিংহের পাপ খড়্গসিংহতেও সংক্রামিত হয়েছে। যাও, আমি প্রাণ চাই, আমার মায়ের প্রাণের বিনিময়ে খড়্গসিংহের প্রাণ !

ঝিন্দন। প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নিতেই হবে মহারাজ ?

রণ। হ্যাঁ হবে !

ঝিন্দন। এই কি আপনার অটুট সঙ্কল্প ?

রণ। হ্যাঁ···সরে যাও।

ঝিন্দন। কিন্তু অভাগিনী ঝিন্দন কৌড়কে আপনি যে পুত্রহারা করছেন !

রণ। রাজধর্ম্মের প্রয়োজনে তোমার এই একটী মাত্র পুত্র থাকিলেও আমি তাকে বধ করতাম ঝিন্দন কৌড় ! কিন্তু তোমার সৌভাগ্য, খড়্গসিংহ তোমার একমাত্র পুত্র নয়··সে তোমার স্বপত্নী পুত্র। সে নিহত হলেও তোমার গর্ভজাত পুত্র দলীপ সিংহ বর্ত্তমান থাকবে।

ঝিন্দন। কিন্তু খড়্গসিংহ লাহোরের যুবরাজ। তাকে হারালে আমি ভবিষ্যৎ রাজ মাতার গৌরব হতে বঞ্চিত হব !

রণ। দলীপ সিংহ আজ হতে লাহোরের যুবরাজ···যাও ঝিন্দন কৌড় তুমি রাজ-মাতৃত্বের গৌরব হতে বঞ্চিত হবে না—

ঝিন্দন। দলীপ সিংহ লাহোরের যুবরাজ ! যুবরাজের সকল দায়িত্ব—সকল কর্ত্তব্য, আজ হতে দলীপ সিংহের !—

রণ। হ্যাঁ—

ঝিন্দন। খড়্গসিংহের সমস্ত প্রাপ্য অধিকার দলীপ সিংহ পাবে ?—

রণ। পাবে—

ঝিন্দন। আমার গর্ভজাত সন্তান দলীপ সিংহ মহারাজের নিকট হতে সমস্ত শুভাশুভ কার্য্যের ফল আমার স্ব-পত্নী পুত্র ওই খড়্গসিংহের পরিবর্ত্তে দাবী করতে পারবে !

রণ। হ্যাঁ হ্যাঁ পারবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ঝিন্দন কৌড়। এইবার স্থান ত্যাগ কর। অপরাধী খড়্গসিংহকে মৃত্যুদণ্ড দিতে দাও !

ঝিন্দন। যাচ্ছি মহারাজ ! শুধু আর একটী আবেদন আছে। দলীপসিংহ !

(দলীপ সিংহের প্রবেশ)

দলীপ। মায়ি—!

ঝিন্দন। (দলীপকে খড়্গসিংহের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া) এখানে স্থির হয়ে দাঁড়াও দলীপ সিংহ, এইবার গুলি করুন মহারাজ !

রণ। গুলি করব ! দলীপ সিংহকে !

ঝিন্দন। হ্যাঁ—হ্যাঁ···যুবরাজের সমস্ত অধিকার নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে ওই আমার বালক পুত্র দলীপ সিংহ। লাহোর যুবরাজের সমস্ত দায়িত্ব আজ হতে দলীপসিংহের···খড়্গাসিংহের সকল প্রাপ্য বস্তুর সমান অধিকারী করেছেন আপনি আমার ওই বালক সন্তানকে! প্রাণের বিনিময়ে যদি প্রাণ নিতেই হয় মহারাজ, তবে আমার স্বপত্নী পুত্র খড়্গাসিংহের প্রতিনিধিরূপে আপনার পিস্তল মুখে অর্পিত হল, ওই আমার গর্ভজাত সন্তান দলীপসিংহ। বধ করুন মহারাজ, পাঞ্জাব সিংহের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবের সিংহিনী স্বচক্ষে তার শাবক হত্যা দেখবে। চোখে পলক পড়বে না···শাবক তার মৃত্যুকে ভয় কর্ব্বে না!—

দলীপ। নেহি মায়ি, মেরা কুছ ডর নেহি! সহিদ হো যায়গা···ম্যায় সহিদ হো যায়গা!

ঝিন্দন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সহিদ হো যায়গা। শুনুন মহারাজ,—সিংহ শিশু আনন্দে গর্জ্জন করে উঠেছে···মৃত্যুকে জয় করে সে সহিদ হবে···সে মৃত্যুজয়ী হবে! আর অপেক্ষা কেন মহারাজ,—বধ করুন! আমার দলীপ সিংহকে বধ করুন!—

রণ। বধ করব! রাণী ঝিন্দন কৌড়, স্বপত্নী পুত্রের জন্যে একমাত্র গর্ভজাত সন্তানকে দান করবার তোমার এই অপূর্ব্ব মাতৃ-শৌর্য্য আজ চির অপরাজিত রণজিৎসিংহকেও পরাজিত করল! সাধ্য কি আমার দলীপ সিংহের কেশ স্পর্শ করি! (দলীপকে বুকে টানিয়া লইলেন) দেখছ কি খড়্গাসিংহ! মাতৃত্বের বর্ম্ম আজ রণজিৎসিংহের অস্ত্র হতেও তোমায় অভেদ্য করে তুলেছে! তাই সহস্র অপরাধে অপরাধী হলেও তুমি মুক্ত···তুমি মুক্ত!

যবনিকা